বেদান্ত রত্নাকর।

অর্থাৎ

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, পাশ্চাত্যাদি দর্শনের মতামত বিচার করিয়া বেদান্ত মতস্থাপন।

শ্রীশীতল চন্দ্র বেদান্ত ভূষণ বিরচিত।

কলিকাতা।
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল প্রেস, টালা।
১৩০০

ভূমিকা।

মানব কল্পিত গ্রন্থের শীর্ষস্থানে আর্য্যদর্শন। গাম্ভীর্য্য, গবেষণা, চিন্তাশক্তি, তত্ত্ব দৃষ্টি প্রভৃতি গুণে দর্শন শাস্ত্র জগতে অদ্বিতীয়। জীবনের পথে সহায়তা, ইহাই গ্রন্থের উচ্চ আদর্শ। জীবনে, মরণে, ইহলোকে, পরলোকে, দর্শন শাস্ত্রের মত আর কে সহায় হইতে পারে? সৃষ্টি, প্রলয়, সংসার, মুক্তি, দেহ, মনঃ, আত্মা, ঈশ্বর, জীব এই সকল উচ্চ তত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা আর্য্য দর্শনের মত আর কোথা আছে? এই মহাগ্রন্থের বিশাল ছায়া স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাসাদি সমগ্র হিন্দু গ্রন্থ ব্যাপিয়া আর্য্যজাতির দৈনিক জীবনে রেখাপাত করিয়াছে। বালকেও পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ করে, স্ত্রীলোকেও মায়াবাদের নাম লয়। যেন আর্য্য জাতি দার্শনিক প্রাণে অনুপ্রাণিত, দার্শনিক ভাবে সংগঠিত।

পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমাচল তেমনি আর্য্যদর্শনের মধ্যে বেদান্ত। উচ্চ তত্ত্বের হৃদয়গ্রাহী অনুশীলন এমত আর কোন দর্শনে নাই। অমৃত ছানিয়া যেমন সুধাকর, তেমনি তত্ত্বরাশি ছানিয়া এই বেদান্ত। এই গ্রন্থ রত্নাকরে অনুসন্ধান করিলে যে কত রত্ন রাজি মিলে, তাহা ভাগ্যবান্ ভিন্ন কেহই অবগত নহে।

এই মহান্ গ্রন্থ সকলেরই বোধায়ত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুশীলনের অভাবে এখন সংস্কৃত ভাষা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন ও শ্রীশঙ্কর কৃত তাহার মহাভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে ইহার মধুর রসে বঞ্চিত। সাধারণকে এই রসে রসিক করাই এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

সেই উদ্দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদান্তের মূলতত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছি। ব্রহ্ম নিরূপণ, মায়ার লক্ষণ, প্রমাণ অনুবন্ধ,

বেদ বেদান্ত, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সৃষ্টি প্রকরণ, পুনর্জন্মবাদ, মুক্তি মুমুক্ষুত্ব, ভুতদেহ, সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। এ আলোচনায় আমার প্রধান লক্ষ্য, বেদান্তের মূলতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করা। পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা না করিয়া সরল ভাবে এ সকল কথার আলোচনা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠকের বিচার সাপেক্ষ।

তুলনা ভিন্ন পদার্থের স্বরূপ বুঝা যায় না। সেই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য দর্শনের অর্থাৎ সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, মীমাংসা, চার্ব্বাক্, বৌদ্ধ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতির মতামত সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করিয়া বেদান্তের তুলনায় তাহাদের অপকর্ষ দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচার পাঠক করিবেন। সকল আর্য্য দর্শনই ঋষি প্রণীত। বিতণ্ডা বা কুতর্কের সংস্পর্শ থাকিলেও সকলের মূলে অখণ্ড সত্য নিহিত আছে। এই তত্ত্বের প্রতিপাদনে চতুর্থ অধ্যায় নিয়োজিত করিয়াছি। পাঠক ইচ্ছা করিলে ইহাকে সমন্বয়াধ্যায় বলিতে পারেন :

গ্রন্থের উদ্দেশ্য দুরূহ কিন্তু লোক হিতকর। ঈশ্বর এ শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ করুণ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই বেদান্তদর্শনগ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করণে অভিলাষী হইয়া ধার্ম্মিক সুধীর শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রন্থদর্শন করাই। উক্ত বাবু এই গ্রন্থ দর্শনে বিদ্যোৎসাহে উৎসাহী হইয়া আনন্দের সহিত মুদ্রন ব্যয়ের ভার গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহেই আমার এই অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং উহাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম কিমধিকমিতি।

শ্রীশীতল চন্দ্র শর্ম্মণঃ।

জ্ঞাতব্য।

গ্রন্থকার প্রণীত বেদান্ত বিজয় সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত।
উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই বেদান্ত রত্নাকর বিরচিত হইয়াছে।

OPINION OF THE PRESS.

THE VEDANTA VIJOYA or the Victory of Vedanta by Sital Chundra Vedanta Bhusan of No. 13, Mahindra Bose's Lane, Price Re. 1. This is a short treatise on the philosophical systems of the Hindus in Sanskrit. It is a book of controversy divided into four chapters In the first, the learned author refutes the Nyaya and Vishesika systems of Philosophy from the Vedantic point of view. After enunciating in brief the doctrines of those two systems, the author successfully controverts them with much learning and logical acumen. The second chapter is similarly taken up with the discussion and refutation of the SANKHYA system of Kapila. The third chapter controverts the idealism similar in many respects to that of J. S. Mill of the Bhuddhists. In the fourth the author comes to the real subject matter, *viz.*, the thesis of the Vedanta. Here he establishes the doctrine of unity and discusses by the way the questions of rebirth, immortality, creation, dissolution, &c. The book is written in easy Sanskrit; and we have much pleasure in recommending it to the notice of Sanskrit scholars and those of our university men who are reading for their M.A. degree in Sanskrit. We hear that the author will shortly bring out a Bengali translation for "the unlearned," when we hope, it will be generally read.—*Amrito Bazar Patrika*, 11*th June* 1892.

TESTIMONIALS.

DEAR SIR,—Accept my best thanks for your learned work. I find it very useful and I think it well deserves to be translated into English.

F. MAX MULLER.

I have carefully read the first and last chapters of the VEDANTO VIJOYA, a philosophical treatise written by Pandit Shital Chandra Vedanta Bhusan. Method and perspecuity are everywhere present in this book. The last chapter displays a close grasp of the system of thought which it seeks to advocate. The language is very free from grammatical errors.

JANAKI NATH BHATTACHARJEE.

নানা শাস্ত্রদর্শী সুচিকিৎসক চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্য শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মাভিজ্ঞ কলিকাতা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সেন কবিরাজ কবিশেখর মহাশয় বেদান্ত রত্নাকর সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাশয়! আমি আপনার বিরচিত বেদান্ত রত্নাকর গ্রন্থ পাঠ করিয়া বড় সুখী হইলাম এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সরল হইয়াছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম নিরূপণ, জীব নিরূপণ, সৃষ্টিলয় প্রভৃতি অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে বৈশেষিক ন্যায়, সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন নিরাস সুসঙ্গত হইয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ে ষড়্‌দর্শনের সমন্বয় ও বিশেষ রূপে সযুক্তিক নির্ণীত হইয়াছে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ষড়্‌দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনপ্রভৃতির সাধারণ মর্ম্ম সহজেই গ্রহণ হয়,

সুতরাং আমার অল্প জ্ঞানে এই গ্রন্থ খানি উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে। ইতি ১৭ই আশ্বিন।

প্রণত

শ্রীকৈলাশ চন্দ্র সেন।

কলিকাতা সিমলা নং ৮৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট্।

তমলুক নিবাসী প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ নাথ শাস্ত্রী বেদান্ত বিজয় সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদনম্.—

আমি মহাশয়ের কৃত বেদান্ত বিজয় পাঠ করিয়া দেখিলাম উহা অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।

আপনি বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিলক্ষণ প্রবীন। আপনার রচনা অনেক স্থলে প্রাচীন-কালের রচনার ন্যায় হইয়াছে। ঈদৃশ রচনাকৌশলও দুরূহ, দর্শন শাস্ত্রে সম্যক্‌অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান সময়ে অতি দুর্ল্লভ বস্তু সন্দেহ নাই।

আমি আপনকার পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ অনু-গৃহীত হইয়াছি। ইতি ২৩শে আগষ্ট ১৮৯২।

বিনয়াবনত।

শ্রীক্ষীরোদ নাথ সিংহ।

আয়ুষ্মতা শ্রীমতা শীতলচন্দ্র বেদান্ত ভূষণ মহোদয়েন বিরচিতং বেদান্ত বিজয়ং নাম প্রকরণ পুস্তকং পর্য্যালোচ্যাতীব প্রীতিরস্মাকং জাতা। অস্মিংস্তু পুস্তকে স্বামি শঙ্করাচার্য্য মত পরিশোধিতাঃ পদার্থাঃ সুষ্টু সন্নিবেশিতা দৃশ্যন্তে। অন্যচ ভাষা প্রসাদ গুণ ভূষিতা। কিমধিকমত্র ব্রূমো যদনেনৈকেনাপি পুস্তকেনাধীতেন স্থূলতঃ শ্রেষ্ঠতরং বেদান্ত হৃদয়ং জ্ঞাতুং শক্যত ইত্যল মতি বিস্তৃতয়োক্ত্যা। ইতি

বেদান্তবাগীশোপাধিক।

শ্রীকালীবর শর্ম্মণাং।

বেদান্ত দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

যাহার মায়া কল্পিত ইন্দ্রজাল সদৃশ এই জগৎ
মায়িক সত্ত্ব সম্পন্ন হইয়া বিরাজমান
হইতেছে সেই সত্য জ্ঞান সুখ
স্বরূপ ব্রহ্ম আমি।

পূর্ব্বে বেদাধ্যয়নের নিয়ম ছিল। ঋষিগণ তপোবন মধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পর্ণশালায় ঋষিবালকগণকে যজ্ঞোপবীতের পর দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করাইতেন। যে বালক জন্মান্তরীয় পুণ্যবলে হৃদয়ে বেদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি সংসারে বিরাগী হইয়া ঋষি বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, আর যিনি জন্মান্তরীয় পুণ্যের অভাবে বেদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইতেন, তিনি ক্রমান্বয় আশ্রম চতুষ্টয় গ্রহণ করিতেন। একদা কোন শ্রেষ্ঠতম ঋষিকুমার, কৃতাঞ্জলিপুটে গুরু নিকটে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মহাত্মন্! বেদ, 'শ্রবণ করিবে' এই উপদেশ করিতেছেন। এই শ্রবণ বিধির কে অধিকারী, কি বিষয়, কি সম্বন্ধ, কি ফল, ইহা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।" মহর্ষি তাদৃশ প্রেমিক ছাত্রের তাদৃশ প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া যত্ন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে ঋষি কুমার! "তুমি

অতি সৎপাত্র, তোমার অন্তঃকরণ জন্মান্তরীয় পুণ্যবলে অতি নির্ম্মল হইয়াছে। তুমিই এই বিষয়ের প্রশ্ন করিতে ও প্রশ্নের বিষয় ধারণ করিতে সমর্থ, এবং তোমাকেই এই বিষয় উপদেশ করিলে উপদেশ সফল হইবে। অতিশয় পুণ্য পুঞ্জ না থাকিলে এইরূপ প্রশ্নে প্রবৃত্তি হয় না। তোমার প্রশ্নে আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছি। সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত বিষয় শ্রবণ কর। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, এই চারিটির নাম অনুবন্ধ। অনুবন্ধশব্দের অর্থ কারণ, অর্থাৎ শাস্ত্রারম্ভের অসাধারণ কারণ। এই অনুবন্ধ চতুষ্টয় হিন্দুশাস্ত্র মাত্রেরই প্রথমে নির্দ্ধারিত হয়; অনুবন্ধের নির্দ্দেশ না থাকিলে শাস্ত্রের উপদেশ মিথ্যা হয়। যথা—বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ করিতে হইলে উপদেশ গ্রহণে সমর্থ সৎপাত্রের প্রয়োজন হয়, যেহেতু অসৎপাত্রে উপদেশ নিষ্ফল হয়। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণে বুদ্ধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ পাত্রকেই শাস্ত্রকারেরা অধিকারী বলেন, অতএব এই অধিকারীকে অনুবন্ধ বলা যায়।

এইরূপ প্রতিপাদ্য নিশ্চিত বিষয় না থাকিলে শাস্ত্রের আরম্ভ বা উপদেশ হয় না, যেহেতু বিষয়ের অনিশ্চয়ে উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় সে শাস্ত্র লোক সমাজে অগ্রাহ্য হয়, অতএব ঐ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়কে শাস্ত্রকারেরা অনুবন্ধ বলেন। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ না থাকিলে পূর্ব্ববৎ অসম্বদ্ধ উন্মত্ত প্রলাপ হয়, অতএব ঐ সম্বন্ধকে অনুবন্ধ বলেন। এবং লোকের কোন ফল না হইলে শাস্ত্রের আরম্ভ বা উপদেশ মিথ্যা হয়, অতএব নির্দ্দিষ্ট ফল বা প্রয়োজনকে

অনুবন্ধ বলেন। বৎস! সম্প্রতি প্রস্তাবিত অনুবন্ধ শ্রবণ কর।

যিনি ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে বিধি পূর্ব্বক সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদের ও বেদাঙ্গের সাধারণ অর্থ জানিয়াছেন, এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাদি দ্বারা পাপ রাশি বিনাশ করতঃ অত্যন্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া চারিটি সাধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তিনিই শ্রবণ বিধির অধিকারী"। ঋষিকুমার গুরুবাক্যের সারাংশ গ্রহণে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! আপনি যে বেদাদির উল্লেখ করিলেন ঐ বেদ বেদাঙ্গ কি? এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াই বা কি? প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাই বা কি? এবং নিত্যাদি ক্রিয়ারই বা প্রয়োজন কি? আর চারিটি সাধনই বা কি? ইহা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন"।

মহর্ষি বলিলেন;—"ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ও ছন্দঃ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; স্বর্গাদির সাধন জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ, কাম্য-ক্রিয়া, অর্থাৎ ইষ্টকামনা করিয়া যে যাগ পূজাদানাদি করা হয় তাহার নাম কাম্যক্রিয়া; নরকাদির কারণ প্রাণিবধাদি, নিষিদ্ধ ক্রিয়া, অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিলে অনিষ্ট ফলদায়ক পাপ হয় তাহার নাম নিষিদ্ধ ক্রিয়া; অকরণে পাপের সাধন, করণে পাপ ক্ষয় মাত্রের সাধন, প্রাতঃ সন্ধ্যাবন্দনাদি, নিত্যক্রিয়া, অর্থাৎ না করিলে পাপ হয়, করিলে পাপ মাত্রের ক্ষয় হয়, এইরূপ বেদোক্ত নিত্য কর্ত্তব্য ক্রিয়াই নিত্য ক্রিয়া। পুত্র

জন্মাদি নিবন্ধন যে যাগাদি করিতে হয় উহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া, অর্থাৎ নিমিত্তাধীন ক্রিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়া; পাপ মাত্র নাশক বেদবোধিত চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত এবং সাকার ব্রহ্ম চিন্তা উপাসনা। নিত্যাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, চিত্ত শুদ্ধি; সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার প্রয়োজন, পরমেশ্বরে চিত্তের একাগ্রতা, স্বর্গাদি লাভ, চেতঃ শুদ্ধি ও মুক্তিদ্বার প্রাপ্ত। সাধন অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধারণ কারণ, উহার চারি ভেদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, পরিদৃশ্যমান এই বিশাল জগৎ অনিত্য ইত্যাদি বিবেক বুদ্ধি প্রথম সাধন। ইহ জন্মে ও জন্মান্তরে উপাসনাদি ক্রিয়ার ফল ভোগে বৈরাগ্য, অর্থাৎ আমি যে কিছু উপাসনাদি ক্রিয়া করিতেছি উহাদ্বারা জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমি কোন স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষা করি না, ইত্যাদি বিরাগ বুদ্ধি দ্বিতীয় সাধন। সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, এই ছয়টির সংগ্রহ তৃতীয় সাধন। পরমেশ্বর গুণানুবাদ শ্রবণাতিরিক্ত বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তির নাম সম; বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের রূপ রস গন্ধাদি বিষয় হইতে নিবৃত্তির নাম দম; নিবর্ত্তিত ইন্দ্রিয় সমূহের রূপ রস গন্ধাদি বিষয় হইতে সর্ব্বদা অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম উপরতি, অথবা বিধি পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগের নাম উপরতি; শীত গ্রীষ্মাদি জনিত সুখ দুঃখাদি সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা; বিষয় বিরাগি মনের নিরন্তর জগদীশ্বরাদি বিষয় চিন্তনের নাম সমাধান; গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। চতুর্থ সাধন মুমুক্ষুত্ব, অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছাই চতুর্থ সাধন; মুক্তির ইচ্ছার নাম মুমু-

ক্ষুত্ব। বৎস! এই পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বেদোক্ত শ্রবণ বিধির অধিকারী জানিবে। সম্প্রতি বেদোক্ত শ্রবণ বিধির বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীবের অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র, এই অন্তঃকরণে বৃহদ্বিষয় ধারণা হয় না। এই নিমিত্ত মহর্ষি বেদব্যাস জীবের উপকার মানসে বেদকে সাম, যজুঃ, ঋক্, ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। এই বেদ সমষ্টি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত; জ্ঞানকাণ্ড বেদের অপর দুইটী নাম উপনিষদ্ ও বেদান্ত। যাহাদ্বারা অবিদ্যা সহ অবিদ্যা কল্পিত সংসারের অবসাদন হয় তাহার নাম উপনিষদ্, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ড বেদ ভাগের নাম উপনিষদ্। বেদের অন্ত্যভাগই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতি-পাদক জ্ঞানকাণ্ড, অতএব ঐ ভাগের নাম বেদান্ত। হে ঋষিকুমার! এই বেদান্ত শ্রবণেরই বিধি জানিবে। যাহা শ্রবণ করা যায় তাহাই শ্রবণের বিষয়, অতএব বেদান্তে জীব ব্রহ্মের ঐক্য, শুদ্ধ চৈতন্যই শ্রোতব্য এবং শ্রবণ বিধির বিষয় বলিয়া জান। এক্ষণে সম্বন্ধ শ্রবণ কর। এস্থানে সম্বন্ধ শব্দের অর্থ, বেদান্তের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে সম্পর্ক অর্থাৎ বোধ্য বোধক ভাব। বোধ্য জীবব্রহ্মের ঐক্য শুদ্ধ চৈতন্য, বোধক বেদান্ত, এই উভয়ের যে ভাব তাহাই এস্থানে সম্বন্ধ জানিবে। সম্প্রতি প্রয়োজন শ্রবণ কর; প্রয়োজনার্থ ফল, অর্থাৎ বেদান্ত শ্রবণ বিধির ফল। এই ফল মুক্তি স্বরূপ, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম বিদ্যাবলে জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রত্যক্ষ; অনন্তর অবিদ্যা নিবৃত্তি; তদনন্তর পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ মুক্তি। বৎস! এই মুক্তিই শ্রবণবিধির প্রয়োজন জান।

এই পূর্ব্বোক্ত অধিকারী, জন্ম মরণাদি সংসারানলে পুনঃ পুনঃ বিদগ্ধ হৃদয় হইয়া দাবানল বিদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় জল রাশি সদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে উপহার হস্তে উপস্থিত হন। দয়াল গুরু তাদৃশ অধিকারী শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন।" ঋষি কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাত্মন্! সাধাবণ রূপে বেদান্ত শ্রবণ করিলেই কি ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়? কি শ্রবণের কিছু বিশেষ আছে।" ঋষি বলিলেন, "বৎস! সাধারণ শ্রবণে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিচার করিয়া শ্রবণ করিলে হৃদয়স্থ সংশয় বিদূরিত হয়, অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব বিচার করিয়া শ্রবণ করিবে।" ঋষিকুমার ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে বিচারাত্মক শ্রবণে উৎসাহী হইয়া বিনীত ভাবে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহর্ষে! আপনি বলিলেন বেদান্ত বিচারের বিষয় জীবব্রহ্মের ঐক্য, ঐ ঐক্য কি প্রকারে সম্ভাবিত হয় তাহা পরে শ্রবণ করিব। সম্প্রতি দয়া করিয়া আমার নিকটে ব্রহ্ম তত্ত্ব বর্ণন করুন। ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মের লক্ষণ কি? ব্রহ্ম কি করেন? এবং ব্রহ্মের প্রমাণ কি? যেরূপে আমার সংশয় বিদূরিত হয় এবং ব্রহ্মের অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণা হয় ইহা সেইরূপে বলুন"। ঋষিকুমারের এতাদৃশ বাক্যে মহর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ব্রহ্ম নিরূপণ মানসে বলিলেন— "বৎস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব সাবধান চিত্তে শ্রবণ কর, আমি ব্রহ্ম নিরূপণ করিতেছি। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরূপণ প্রসঙ্গে অনেক দর্শনের সহিত বিচার, এবং বুদ্ধি মাত্র কল্পিত দর্শনের নিরাস করিতে হইবে। এবং প্রসঙ্গাধীন

উত্থিত সৃষ্টি প্রলয়াদি অন্যান্য বহুতর বিষয়ের নরূপণ করিতে হইবে। বৃদ্ধ্যর্থ বৃহধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ব্রহ্ম শব্দের সাধারণ অর্থ বৃহৎ, অর্থাৎ যিনি অপরিছিন্ন বা অতিশয় মহৎ তাঁহার নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই সাধারণ অর্থ বলিলাম, সম্প্রতি লক্ষণ শ্রবণ কর। লক্ষণ ইতরের ব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ যাহাদ্ব'রা অন্য পদার্থকে না বুঝাইয়া লক্ষ্য পদার্থ মাত্র বুঝা যায়, তাহার নাম লক্ষণ। এই লক্ষণ স্বরূপ ও তটস্থ ভেদে দুই প্রকার। যে লক্ষণ ইতর পদার্থের নিষেধ পূর্ব্বক লক্ষ্য পদার্থের স্বরূপ মাত্রের গ্রাহক হয় তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ, অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্য পদার্থকে নাবুঝাইয়া যাহার লক্ষণ করিব তাহার স্বরূপ মাত্র বুঝা যায়, তাহারই নাম স্বরূপ লক্ষণ। আর যে লক্ষণ ইতর পদার্থের নিষেধ পূর্ব্বক, লক্ষ্য পদার্থের স্বরূপের অগ্রাহক হইয়া লক্ষ্য পদার্থের মাত্র গ্রাহক হয়, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ, অর্থাৎ যাহাদ্বারা লক্ষ্যেতর পদার্থ না বুঝাইয়া লক্ষ্য পদার্থ মাত্র বুঝায়, কিন্তু লক্ষ্য পদার্থের স্বরূপ বুঝা যায় না, তাহারই নাম তটস্থ লক্ষণ। যথা দেবদত্তের মন্দির স্বর্ণ কুম্ভ যুক্ত; এই লক্ষণ করিলে, অন্য মন্দির না বুঝাইয়া দেবদত্তের মন্দির বুঝা যায়, কিন্তু স্বরূপ বুঝা যায় না; ইহাই দেবদত্ত মন্দিরের তটস্থ লক্ষণ। এবং দেবদত্তের মন্দির দ্বিতল, সুধাধবল হীরক খচিত, সম্মুখে দশটি স্তম্ভ সুশোভিত; চন্দ্রকান্ত মণি নির্ম্মিত দ্বার কবাট সুবদ্ধ, মরকত মণি নির্ম্মিত গবাক্ষ খচিত, ইত্যাদি লক্ষণ করিলে দেবদত্ত মন্দিরের স্বরূপ বুঝায়; অথচ ইতর

মন্দির বুঝায় না, অতএব এই লক্ষণই দেবদত্ত মন্দিরের স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সচ্চিদানন্দরূপ, অর্থাৎ যিনি সত্ত্ব জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম। যেরূপ সৈন্ধব খণ্ড, শুভ্র গাঢ় ও লবণ রসাত্মক জানিতেছ, এইরূপ ব্রহ্ম সত্ত্ব জ্ঞান ও আনন্দাত্মক জানিবে। অর্থাৎ যেরূপ একই সৈন্ধব খণ্ডে শুভ্রত্ব, গাঢ়ত্ব, ও লবণত্ব, দেখিতে পাও; এবং শুভ্রত্ব, গাঢ়ত্ব, ও লবণত্ব ভিন্ন, সৈন্ধব খণ্ড দেখিতে পাও না। এই রূপ এক ব্রহ্মে সত্ত্বা চৈতন্য ও আনন্দ বুঝিতে হইবে; এবং সত্ত্বা চৈতন্য ও আনন্দ ভিন্ন ব্রহ্মের আর স্বরূপ নাই, ইহাও বুঝিতে হইবে"।

গুরুমুখ নিঃসৃত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ শুনিয়া ঋষিকুমার বলিলেন;—"হে মহাত্মন্! মহাশয় সৈন্ধব খণ্ড দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বরূপ লক্ষণ বলিলেন, ইহাতে আমার সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সৈন্ধব খণ্ড যেরূপ পরিচ্ছিন্ন, সাকার ও অনিত্য, ব্রহ্মও কি ঐরূপ পরিচ্ছিন্ন, সাকার ও অনিত্য? আরও দেখুন ব্রহ্ম, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ বলিতেছেন কিন্তু সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের বিনাশ অনুভব হয়। অতএব ব্রহ্মও কি বিনাশী? এই সকল সংশয় অপনোদন করিয়া বিস্তার ক্রমে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলুন"। প্রেমিক শিষ্যের এতাদৃশ বচনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"বৎস! ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত, এবং সত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ; অর্থাৎ যিনি নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ মুক্ত হইয়া সত্যজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের সম্পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণ শুন। প্রথমেই চিত্তে সম্পূর্ণ লক্ষণের ভাব ধারণ হইবে না বলিয়া ঐরূপ অসম্পূর্ণ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সংপ্রতি তোমার বুদ্ধির নির্ম্মলতা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; এক্ষণে বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, সাবধান চিত্তে অবধান কর। বৎস! সৈন্ধব খণ্ড-বৎ ব্রহ্ম সাকার সীমাবদ্ধ বা অনিত্য নহে। সাকারাংশে, পরি-চ্ছিন্নাংশে, ও অনিত্যাংশে, সৈন্ধব খণ্ডের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিও না; এক ব্রহ্ম কিরূপে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিন গুণ বিশিষ্ট হইতে পারে, এই সম্ভাবনা উক্ত দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেরূপ একই সৈন্ধব খণ্ডে শুভ্রত্ব, গাঢ়ত্ব ও লবণত্ব এই তিন প্রকার গুণের সম্ভাবনা হয়, এইরূপ একব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দাত্মক হইতে পারে জানিবে; এইরূপ পদার্থের অসম্ভব জানিবে না। বৎস! সৈন্ধব খণ্ডের দৃষ্টান্তের এই অভিপ্রায়। সম্প্রতি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের অনিত্যতা সংশয় নিবারণোপায় শ্রবণ কর। সমস্ত পদার্থে তোমার যে একটি অস্তিত্ব বোধ হয়, ঐ অস্তিত্বের অপর একটি নাম সত্তা; ঐ সত্তাই অবিনাশী অসীম ব্রহ্মরূপ। একটি কুসুম দেখিলে, তোমার কুসুম ও কুসুমের অস্তিত্ব, এই দুই প্রকার জ্ঞান হয়; কুসুমের বিনাশ আছে কিন্তু অস্তিত্বের বিনাশ নাই। ঐ কুসুমের বিনাশে অস্তিত্ব বা সত্তার বিনাশ হয় না; যেহেতু অপর কুসুমে ঐ অস্তিত্ব থাকে এবং অপর কুসুম দেখিলে তোমার ঐ একরূপ অস্তিত্বেরই বোধ হয়। ঐ একরূপ অসীম জগতের অসীম অস্তিত্ব বা সত্তা অবিনাশী।

যেহেতু এক পদার্থের নাশে, অস্তিত্ব অপর পদার্থে থাকে;

সত্তার কখনও বিনাশ হয় না। অতএব এই নিরাকার সত্তাকেই অসীম ও অবিনাশী ব্রহ্ম জানিও। যদি বল "পৃথিব্যাদির বিনাশে পৃথিব্যাদির সত্তার বিনাশ হয় না বটে, কিন্তু ঐ সত্তাকে বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকমতে জাতি বলিলেই হয়। যেরূপ পৃথিবী জল প্রভৃতি দ্রব্যপদার্থ, (substance) রূপ, রস প্রভৃতি গুণপদার্থ, (attribute) উৎক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়াপদার্থ, (action) সেইরূপ এই সকল পদার্থের সাধারণ যে একটি ধর্ম্ম, যাহা ঐ সকল পদার্থে সমবেত হইয়া আছে, ঐ সামান্য ধর্ম্মই জাতি (conceptual essence)। দ্রব্যগুণ ও ক্রিয়ার বিনাশে উহার বিনাশ হয় না; অতএব ঐ জাতি অবিনাশী"। এই জাতি কল্পনা ভ্রান্তিমূলক ও অসঙ্গত। বৈশেষিক বলেন, "দ্রব্যাদি পদার্থের সামান্য ধর্ম্মের নাম জাতি; এই সামান্য ধর্ম্ম গোত্বজাতি, গোসমূহে এবং মনুষ্যত্বজাতি মনুষ্যসমূহে সমবেত হইয়া আছে, একটি গরুর নাশে গোত্বের নাশ হয় না, যেহেতু অপর গোতে ঐ গোত্ব থাকে; এইরূপ একটি মানবের নাশে মানবত্ব নাশ হয় না, যে হেতু ঐ মানবত্ব অপর মানবে থাকে; এইরূপ সত্তাকে ও জানিবে, সত্তাও জাতি বই আর কিছু নহে।" এস্থানে বক্তব্য এই—প্রলয় কালে সমস্ত জন্যপদার্থের অভাব হয়, ইহা হিন্দু দার্শনিক মাত্রের স্বীকার্য্য; সুতরাং প্রলয়ে জাতির অবিনাশিত্ব অসম্ভব। পদার্থ না থাকিলে উহার ধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? যেরূপ পার্থিব পদার্থ না থাকিলে পার্থিবের ধর্ম্ম গন্ধ থাকে না, এবং জলীয় পদার্থ না থাকিলে জলীয়ের ধর্ম্ম রস থাকেনা; এইরূপ দ্রব্যাদিপদার্থের অভাবে তাহাদের সামান্য

ধর্ম্ম জাতি থাকিতে পারে না। আর দেখ যে যে পদার্থ বিনাশী, তাহাদের ধর্ম্মও বিনাশী, ইহা সহৃদয়বেদ্য ; পদার্থ বিনাশী, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম জাতি অবিনাশী, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন কে বলিবে ? দেখ একটি রক্তপদ্ম, ঐ পদ্মের বিনাশে উহার ধর্ম্ম (রক্তরূপ) থাকে না, এইরূপ পদার্থের অভাবে পদার্থের ধর্ম্ম, (জাতি) থাকে না। যদি বল ' পদার্থের নাশ হয় না, পদার্থ পরমাণু রূপে বর্ত্তমান থাকে,' তথাপি তাহাতে জাতি থাকে বলিতে পার না। সমস্ত গরুর নাশে গরুর পরমাণু থাকে সত্য, কিন্তু তাহাতে গোত্বজাতি, গরুর ধর্ম্ম থাকে না। যেহেতু গোর পরমাণুকে গো বলা যায় না ; যদি গো পরমাণুতে গোত্ব জাতি থাকিত, তবে ঐ পরমাণুকেই লোক গরু বলিত ; কিন্তু তাহা বলিলে লোক সমাজে উন্মত্ত বলে। আর দেখ, পরমাণু প্রভৃতি কোন পদার্থই মহা প্রলয়ে থাকে না ; ইহা বেদ স্বয়ং বলিতেছেন। মহাপ্রলয়ে সমর্থিত পরমাণুর অভাব, আমরা পরমাণু কারণ বাদ নিরাসে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিব। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে সামান্যপুরুষবাক্য অগ্রাহ্য ; উহা গ্রহণ করিলে পুরুষার্থ হানি হয়। অতএব ঐপূর্ব্বোক্ত সত্তাই ব্রহ্মসত্তা জানিবে। বৈশেষিক কল্পিত জাতি কল্পনা করিও না। এই ব্রহ্ম ভিন্ন এই বিশাল জগতের পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব দেখা যায় না, ইহা তুমি স্বয়ংই মনন করিলে বুঝিতে পারিবে। ঐরূপ জ্ঞান ও একরূপও নিত্য ; বিষয় ভিন্ন জ্ঞানের স্বরূপ জানা যায় না, যেমন কোন জলাধার ভিন্ন জলের সাকারত্ব জানা যায় না, পাত্রস্থ জলেরই অনুভব হয় ; এই রূপ বিষয় ভিন্ন জ্ঞানের জ্ঞান হয় না, বিষয়স্থ জ্ঞানেরই জ্ঞান হয়।

অতএব যেরূপ বিষয় জ্ঞানে আরূঢ় হয় জ্ঞান তাহারই আকার ধারণ করে। বিষয় জ্ঞানে আরূঢ় না হইলে জ্ঞানের স্বরূপ অনুভূতহয় না; সুষুপ্তিকালে ও মূর্ছাকালে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি রোধ-নিবন্ধন বিষয়ের জ্ঞানে আরোহণ ঘটে না, সেই জন্য তৎকালে জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। বৎস! তুমি অনুসন্ধান কর, একটি নীলপদ্মে চক্ষুঃ সংযোগ করিলে যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানের স্বরূপ কি? অনুসন্ধানে ঐ জ্ঞানের স্বরূপ ও নীলপদ্মের স্বরূপ অভিন্ন হইবে। আবার একটি ধবল গিরি তোমার নয়ন গোচর হইলে যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানের স্বরূপ ও ধবল গিরির স্বরূপ অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। অতএব তোমায় বুঝিতে হইবে যে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন, আকাশবৎ নিরাকার, ও নিত্য; কিন্তু বিষয় ভেদে জ্ঞান নানা রূপধারী হয়। যেমন শুভ্র স্ফটিক বিম্ব, নীল কুসুম যোগে নীলবর্ণ, রক্ত কুসুম যোগে রক্তবর্ণ, এবং পীত কুসুম যোগে পীতবর্ণ হয়; এইরূপ বিষয় নীলবর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন হইলে জ্ঞান ও নীল বর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন হয়, বিষয়, ধবলবর্ণ ও বৃহৎ পরিমাণ হইলে জ্ঞানও ধবল বর্ণও বৃহৎ পরিমাণ হয়। অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপতঃ নিরাকার, একরূপ ও নিত্য; কেবল নানা বিষয়রূপ উপাধি যোগে নানা রূপ ধারণ করেন। নিজের ধর্ম্ম যে পরকে গ্রহণ করায় তাহার নাম উপাধি, যথা পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে স্ফটিক বিম্বের উপাধি, নীল-কুসুম; যেহেতু সন্নিহিত নীল কুসুম, নিজের নীল রূপ শুভ্র স্ফটিককে গ্রহণ করায়; এইরূপ এস্থানে জ্ঞানের উপাধি বিষয়; যে হেতু জ্ঞানের সন্নিহিত বিষয় নিজের রূপাদি ধর্ম্ম জ্ঞানকে গ্রহণ করায়। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ

জ্ঞান গোচর হয় ঐ সকল পদার্থই বিষয় নামে ব্যবহৃত হয়। এবং জ্ঞান বিষয়ী নামে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ স্বীয় রূপদ্বারা জ্ঞান স্বরূপের বোধক হয়, ঐ সমস্ত পদার্থই বিষয়; এবং পূর্ব্ব কথিত বিষয় গুলি জ্ঞানে আরূঢ় হয় বলিয়া জ্ঞান বিষয়ী। বৎস! তুমি এখন চিন্তা করিয়া দেখ, জীবের তিনটি অবস্থা, জাগ্রত্, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; যে অবস্থাতে জীব বর্ত্তমান স্রক্, চন্দন ও বনিতাদি বিষয় উপভোগ করতঃ গমন উপবেশন ভ্রমণাদি করেন, তাহার নাম জাগ্রত্ অবস্থা; পরন্তু যে অবস্থাতে জীব বর্ত্তমান বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করতঃ নিদ্রিত হইয়া মায়াকল্পিত গন্ধর্ব্ব নগর কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন, এবং তত্তত্ স্থানীয় বিষয় ভোগ করেন, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা; এবং যে অবস্থায় জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রিত হইয়া কিছুই জানিতে পারেন না তাহার নাম সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থাত্রয়ে বিষয় পরিত্যাগ করিলে জ্ঞান আকাশবৎ নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও একরূপ, তোমার হৃদয়ে অবভাসিত হয় কি না, তুমি অনন্যমনা হইয়া চিন্তা কর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি মাস সম্বৎসর প্রভৃতি কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু সকল কালেই বিষয় পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানের একরূপত্ব, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব, তোমার হৃদয়ে অবভাসিত হইবে; এবং বিষয় নাশে পূর্ব্ব দর্শিত সত্তার ন্যায় জ্ঞানের নাশ হয় না, ইহাও নিশ্চয়, অবভাসিত হইবে। ঋষিকুমার বলিলেন— "মহাত্মন্! আপনি জ্ঞানের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক, যে যুক্তি বলিলেন, তাহাদ্বারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের ব্রহ্মত্ব

বোধক নিরাকারত্ব, একরূপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ হৃদয়ে অবভাসিত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে কিরূপে জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়? জাগ্রত্ অবস্থাতেও এক বিষয়ে জ্ঞানের বিনাশহয়, এবং অপর বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব জ্ঞানের বিনাশ ও উৎপত্তি বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। কিরূপে জ্ঞানের বিনাশ ও উৎপত্তি সত্ত্বে ব্রহ্মত্ব সম্ভব হয়, ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন। মহর্ষি বলিলেন—বৎস! সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের বিনাশ হয় না, সুষুপ্তি কালে মন ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি রোধ হয়,—সেই হেতু জ্ঞানের অস্তিত্বসত্ত্বেও অস্তিত্ব প্রকাশ হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি বিষয়ের যোগ ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ হয় না, সুষুপ্তি কালে তমোগুণের আবরণ নিবন্ধন, মন বিষয় গ্রহণ করিয়া জ্ঞান রূপ আত্মার নিকট উপস্থিত করিতে পারেনা; অতএব বিষয়ের সহিত আত্মার যোগ হয় না। কিরূপে জ্ঞানরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে? সুষুপ্তি কালে জ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ক আর এক যুক্তি শ্রবণ কর। যে বিষয়ের পূর্ব্বে অনুভব হয় নাই, সে বিষয়ের স্মৃতি হয় না; অতএব অনুভূত বিষয়ই স্মৃতির বিষয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এখন অনুসন্ধান কর, সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষ যে অনুভব করে 'আমি বড় সুখে নিদ্রিত ছিলাম তৎকালে কিছুই জানি নাই,' এই জ্ঞানটি কি জ্ঞান? ইহা অনুমান নহে, অনুভূতিও নহে; অতএব এই জ্ঞানকে স্মৃতি বলিতে হইবে; তৎকালে কিছুই জানি নাই এই জ্ঞানই অর্থাৎ সুষুপ্তি কালীন সমস্ত বিষয় জ্ঞানের অভাবেরই এক্ষণে স্মৃতি হইতেছে। বৎস! এখন অনুভব কর, সুষুপ্তি কালে অনুভব

না থাকিলে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির এতাদৃশ স্মৃতি হইতে পারে কি? সুষুপ্তি কালে যে বিষয়ের অনুভব করিয়াছি, সম্প্রতি সেই বিষয়েরই স্মরণ করিতেছি; যেরূপ আমি একটি পুষ্পোদ্যানে অতিশয় রূপ লাবণ্যবতী মনোহারিনী কামিনার অনুভব করিয়াছি, এক্ষণে ঐ অনুভূত কামিনীর স্মরণে আমার হৃদয় কুসুম বাণের লক্ষ্য হইতেছে; যদি তাদৃশ কামিনীর অনুভব না হইত তবে আর উহার স্মরণ হইত না; এবং এইরূপে আমার হৃদয় কুসুম বাণের অধীন হইত না। এইরূপ স্মৃতির ও স্মৃতির বিষয়ের কুত্রাপি ব্যাভিচার হয় না; ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে সমর্থ। অতএব নিদ্রা ভঙ্গে সুষুপ্তি কালে 'কিছু জ্ঞান ছিল না' এই স্মৃতিও সুষুপ্তি কালের অনুভব মূলক; সুতরাং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও জ্ঞানের অভাব হয় না। মনোবৃত্তির অভাবে জ্ঞানের প্রকাশ মাত্র হয় না। সুষুপ্তির অবসানে মনোবৃত্তির উদয়ে আবার জ্ঞানের উদয় হয়। যেরূপ সূর্য্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইলেও দিবাভাগে আরোহণ করিয়া সকল বিষয় প্রকাশ করেন, এইরূপ জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও মনোবৃত্তি-আরোহণে বিষয় প্রকাশ করেন। দিবা অবসানে যেরূপ সূর্য্যের অভাব হয় না, কিন্তু প্রতিবন্ধকবশতঃ কোন জীব সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পায়না, এইরূপ মনোবৃত্তির অবসানে জ্ঞানের অভাব হয় না, কিন্তু মনোবৃত্তির অভাবরূপ প্রতিবন্ধক নিবন্ধন, কোন জীব জ্ঞানের অনুভব করিতে পারেনা। অতএব কোন কালেই জ্ঞানের অভাব হয় না। ঋষিকুমার! যেরূপ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে মনোবৃত্তির অভাবে জ্ঞানের অভাব এবং মনোবৃত্তির উদ্ভবে

জ্ঞানের উদ্ভব ব্যবহার হয়, এইরূপ একরূপই বিষয়ে মনোবৃত্তির অভাবে জ্ঞানের অভাব, অপর বিষয়ে মনোবৃত্তির উদ্ভবে জ্ঞানের উদ্ভব ব্যবহার জানিবে; বাস্তবিক জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই কেবল অবিবেক নিবন্ধন ঐ রূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। বৎস! সত্য ও জ্ঞান সর্ব্বদা অবিনাশী কথিত হইল, এক্ষণে আনন্দের অবিনাশিত্ব শ্রবণ কর। ব্রহ্মানন্দের অবিনাশিত্ব, ব্রহ্মজ্ঞানী মহাযোগীর নিত্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সাধারণ লোক ইহার স্বরূপ সম্যক অনুভূত করিতে পারেনা। কিন্তু সুষুপ্তি কালে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া জীব-ব্রহ্মে সঙ্গত হন; সেই জন্য তৎকালে অতি সূক্ষ্ম ভাবে জীবের অবিনাশী ব্রহ্মানন্দ অনুভব হয়। অতএব জীব সুষুপ্তি-ভঙ্গে আমি বড় সুখে নিদ্রিত ছিলাম ইহাই স্মরণ করেন। বৎস! এখন বুঝিয়া দেখ সুষুপ্তি কালীন যে সুখের এক্ষণে স্মরণ হইতেছে ঐ সুখ কি সুখ? বিষয় সুখ বলিতে পারাযায় না; সুষুপ্তি কালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অভাবে, জীবের নিকট সমস্ত বিষয়ের অভাব থাকে; ইহার যুক্তি পূর্ব্বে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিরূপণে বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐ সুখই অপরি-চ্ছিন্ন ও অবিনাশী ব্রহ্মানন্দ বলিয়া তোমার মননে আসিবে। এই আনন্দ বিষয়ানন্দ হইতে পৃথক্; বিষয়ানন্দ বিনাশী, ইহা অবিনাশী; মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে বিষয়ানন্দ ভোগ হয় না। দেখ যখন তুমি প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া মনোবৃত্তি দ্বারা তোমার বাঞ্ছনীয় বিষয় ভোগ কর, তখন তোমার প্রবল বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত প্রভৃতির শব্দ ভোগ হয় না; যখন তুমি বিষয় চিন্তায় মগ্ন হইয়া চিন্তিত বিষয় মাত্র ভোগ কর,

তখন তোমার নিকটস্থ ব্যক্তির রূপ ভোগ হয় না; অতএব স্থির হইল মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই ভোগ হয় না। যে বিষয়ে মনোবৃত্তি হয়, মাত্র তাহারই ভোগ হয়। সুতরাং তুমি যে আনন্দের বিনাশ অনুভব কর উহা বিনাশী বিষয়ানন্দ জানিবে। রূপাদি স্থূল বিষয়ে তোমার মনোবৃত্তির উদয় হয়, তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা উহার সুখভোগ করিতে পার; সমস্ত স্থূল বিষয়, সুখ দুঃখ মোহাত্মক; অতএব অদৃষ্ঠানুসারে কখন বিষয়ের সুখ, কখন বা দুঃখ, ভোগ হয়। ব্রহ্ম আনন্দময়; তুমি নিত্যানন্দময় ব্রহ্মে মনোবৃত্তি করিতে পার না, কিরূপে নিত্যানন্দ ভোগ হইবে? বৎস! বিনাশী মালা, কুসুম, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি বিষয় সুখভোগে নিত্যমগ্ন হইয়া নিত্যব্রহ্মানন্দকে বিনাশী ভাবিও না। যাঁহারা বিষয় সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া, সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করতঃ, গিরিকন্দরোদরে যোগাসনে আসীন হইয়া, নিত্যানন্দ ব্রহ্মে বিষয়ান্তর নিবৃত্ত মনোবৃত্তির প্রবাহ করিতেছেন, তাঁহারাই পরমানন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন। তুমি পরম বিষয়ী, কিরূপে নিত্য পরম ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবে? ঋষিকুমার! এই নিত্য নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

সম্প্রতি তটস্থ লক্ষণ শ্রবণ কর। যাহা হইতে এই বিচিত্র বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে উহার লয় হইবে, যিনি এই বিচিত্র বিশাল জগতের রক্ষিতা, তিনিই ব্রহ্ম; অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষে! এতাদৃশ ব্রহ্মের প্রমাণ কি? প্রমাণ শব্দের অর্থ কি? প্রমাণ কয় প্রকার? ব্রহ্ম

সৃষ্টি কর্ত্তা, বিষ্ণু পালন কর্ত্তা, রুদ্র সংহার কর্ত্তা, ইহাই শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে; আপনি বেদান্ত মত অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তৃত্ব এক ব্রহ্মে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন; ইহারই বা মীমাংসা কি? ইহা আমার নিকট বিস্তার ক্রমে বলুন। মহর্ষি বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিকুমার! তুমি ব্রহ্মের প্রমাণ, প্রমাণের অর্থ ও প্রমাণের বিভাগ জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ; ইহাতে আমার সাতিশয় আনন্দোদয় হইতেছে। প্রমাণ ভিন্ন পরমেশ্বরাদি কোন তত্ত্বেরই নির্ণয় হয় না। অতএব প্রথমে প্রমাণের অর্থ ও বিভাগ শ্রবণ কর, পরে ব্রহ্মের প্রমাণ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসিত বিষয় শ্রবণ করিবে। প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ; অর্থাৎ যে পদার্থ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণ সেই পদার্থই প্রমাণ শব্দবাচ্য। জ্ঞান চতুর্ব্বিধ, ভ্রম, সংশয়, স্মৃতি ও অনুভব। এই অনুভবের অপর একটি নাম প্রমা; অর্থাৎ ভ্রম, সংশয়, স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানের নাম প্রমা। রজ্জুতে সর্প, ঝিণুকে রজত, মরীচিকায় জল, ইত্যাদি জ্ঞান ভ্রম; অর্থাৎ যে, যে পদার্থ নয় তাহাকে যে সেই পদার্থ বলিয়া নিশ্চয় জানা, তাহার নাম ভ্রমজ্ঞান। জল কি স্থল, ব্যাঘ্র কি সিংহ, হীরক কি স্ফটিক, এইরূপ জ্ঞান সংশয়; অর্থাৎ এক পদার্থকে অপর পদার্থ বলিয়া যে অনিশ্চয় রূপে জানা, তাহার নাম সংশয় জ্ঞান। পূর্ব্ব অনুভূত পদার্থের সংস্কার জনিত জ্ঞান, স্মৃতি; যে পদার্থের পূর্ব্বে অনুভব হয়, তাহার সংস্কার অন্তঃকরণে অঙ্কিত থাকে; যখন অনুভূত পদার্থের সাদৃশ্য বা স্বস্থানাদি দর্শন হয়, তখন ঐ সংস্কার স্মৃতি জন্মায়। যথা, আমি একটি অতিবৃদ্ধতম, গলিত নখ দন্ত, দীর্ঘকায় কুকুর

দর্শন করিলাম; এই দর্শনের সংস্কার আমার অন্তঃকরণে অঙ্কিত থাকিল; কালান্তরে তাদৃশ কুকুর দর্শনে অন্তঃকরণে পূর্ব্ব অঙ্কিত সংস্কার পূর্ব্ব দৃষ্ট কুকুরের স্মৃতি জন্মাইল। এই রূপ সর্ব্বত্র স্মৃতি বুঝিবে। বৎস! এই ভ্রম সংশয় ও স্মৃতি ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের কারণই প্রমাণ বুঝিবে। ঐ প্রমাণ ছয় প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অসাধারণ কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ; এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই ষড়্বিধ। চক্ষুঃ দ্বারা রূপ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, নাসা দ্বারা গন্ধ, রসনাদ্বারা রস, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, প্রত্যক্ষ হয়। এবং মনের দ্বারা আন্তরিক সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং বাহ্যিক ও আন্তরিক যে কিছু বিষয় লক্ষিত হয় উহার প্রত্যক্ষে, এই ছয়টিকে প্রমাণ বলা হয়। কিন্তু এই ছয় প্রকার প্রমাণ মধ্যে চক্ষুঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মাইতে আলোকসংযোগ ও মনঃ সংযোগকে অপেক্ষা করে; আর চারি প্রকার শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়, স্বীয় স্বীয় প্রত্যক্ষ জন্মাইতে মনসংযোগকে অপেক্ষা করে। যথা মন ও আলোক সংযোগ সহকারে, প্রগাঢ় নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার মধ্যে, খড়্গাধারিদস্যুদলে চক্ষুঃ সংযোগ হইলেই, উহাদের রূপ দর্শন হয় ইত্যাদি। এবং বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তন্মধ্যে তোমার পুত্রও উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন করিতেছে; কিন্তু মনঃ সংযোগ সহকারে পুত্রের অধ্যয়ন ধ্বনিতে শ্রোত্রের সংযোগ হইলেই পুত্রধ্বনি প্রত্যক্ষ হয়, ইত্যাদি। এইরূপ গন্ধাদির প্রত্যক্ষও জানিবে। বৎস! এই প্রত্যক্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে; যথা অতিদূরত্ব,

অতিসামীপ্য, মনের অনবস্থা,(Inattention) ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত, অভিভব, মিশ্রণ ও ব্যবধান (Obstruction)। যথা এই স্থানে অবস্থিত ব্যক্তির ক্রোশ ব্যবহিত রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষুঃ সমীপস্থ অঞ্জন প্রত্যক্ষ হয় না; যখন মন একটি বিষয়ে আকৃষ্ট থাকে তখন অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না; অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়ের অভিঘাতে রূপাদি প্রত্যক্ষ হয় না; সূর্য্য তেজের অভিভবে দিবাভাগে নক্ষত্র প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না;" বৃষ্টির জল ও নদীর জল মিশ্রণে উভয় জলের ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না; পটাদি ব্যবধানে নাট্যশালায় নট নটী প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না; ইত্যাদি জানিবে।

মনঃ কি ইহা পরে বলিব; যেরূপ বাহ্যেন্দ্রিয় বাহ্যিক রূপাদি বিষয় গ্রহণ ক্রিয়ার করণ, এইরূপ আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখাদি বিষয় গ্রহণ ক্রিয়ার করণের নাম মন; ইহাই সংপ্রতি সাধা-রণ রূপ বুঝ। এক্ষণে আধ্যাত্মিক পদার্থের বিস্তার কথনে তোমার বুঝিতে কষ্ট হইবে। বৎস! এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলাম সংপ্রতি অনুমান শ্রবণ কর। অনুমান প্রমাণ অনুমিতি প্রমার অসাধারণ সাধন; অর্থাৎ যে প্রমাণ দ্বারা অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। যথা পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান। ইহার আকার এইরূপ; যেহেতু পর্ব্বত ধূমবান্, অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্। এস্থানে ধূম হেতু, বহ্নি সাধ্য, পর্ব্বত পক্ষ। যাহার প্রত্যক্ষে অনুমান হয় তাহাকে হেতু বলে; যাহার অনুমান হয় তাহাকে সাধ্য বলে; আর যাহা সাধ্যের আশ্রয়, অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণ তাহাকে পক্ষ বলা হয়। প্রথমে ধূমের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ধূম বহ্নিরই অধিকরণে

থাকে অন্যত্র থাকে না যথা চুল্লী প্রভৃতি অর্থাৎ বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকেনা, ইত্যাকার ব্যাপ্তির স্মৃতি হয়; অনন্তর এ স্থানে বহ্নি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, ইহার নাম অনুমিতি। প্রমাণ স্থলে এই অনুমান, প্রতিজ্ঞা হেতুও উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হয়। প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণকে অবয়ব, এবং এই অবয়ব সমুদায়কে ন্যায় বলে; অতএব তিন অবয়বাত্মক অনুমান কথিত হয়।

যথা পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই প্রতিজ্ঞা অবয়ব; যেহেতু ঐ স্থানে ধূম দেখা যায় এই হেতু অবয়ব; যেরূপ চুল্লী এই উদাহরণ অবয়ব। এইরূপ প্রতি অনুমানে প্রতিজ্ঞা হেতু ও উদাহরণের বিন্যাস করিতে হয়। যথা, "এই ব্যক্তির উন্মাদ রোগ হইয়াছে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, "যেহেতু এইরূপ বৃথা প্রলাপ করে," এই হেতু দেখান হয়, অনন্তর দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্য উন্মত্ত ব্যক্তি উদাহৃত হয়। এই অনুমানে কতকগুলি দোষের সম্ভাবনা আছে, উহাকে হেত্বাভাস বলে, অর্থাৎ যে স্থানে অনুমানে নির্দ্দিষ্ট হেতু বাস্তবিক হেতু হয় না, কিন্তু হেতুর মত আভাস দেখা যায়, উহাকে হেত্বাভাস বলে। যথা "আত্মা নশ্বর, যেহেতু দেহ সম্বদ্ধ" এই অনুমান ভ্রমদুষ্ট; কারণ যাহা দেহ সম্বদ্ধ, তাহাই যে নশ্বর ইহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব দেহ সম্বন্ধ হেত্বাভাস, যথার্থ হেতু নহে। এই হেতু দ্বারা অনুমান করিলে মিথ্যা অনুমান হয়; এই নিমিত্ত অনুমান করিতে হইলে বিচার করিয়া দেখিবে হেত্বাভাস প্রভৃতি দোষ আছে কি না। বৎস! অনুমানপ্রমাণ প্রত্যক্ষ মূলক বলিয়া প্রমাণান্তর হইতে ইহার প্রবলতা জানিবে। অপ্রত্যক্ষ বিষয় জানিবার পক্ষে অনুমান প্রমাণ
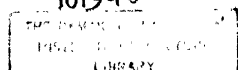
অসাধারণ কারণ; উহার প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে অনেক বিষয়ে অন্ধ হইতে হয়। এক্ষণে উপমান প্রমাণ শ্রবণ কর। উপমিতিপ্রমার সাধন উপমান প্রমাণ; উপমিতি প্রমা সাদৃশ্য জ্ঞান; যথা 'গবয় পশু গো সদৃশ' এই প্রত্যক্ষ মূলক 'গোপশু গবয় সদৃশ' এই জ্ঞান উপমিতি প্রমা। এই সাদৃশ্য জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় সেই প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য জ্ঞানই (দৃষ্টান্তে গবয়ে গো সাদৃশ্য) উপমান প্রমাণ। যথা কোন অরণ্যস্থ ব্যক্তির গোসদৃশ পশু গবয়ে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইল; অনন্তর এই প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে, স্বগৃহে স্থিত অপ্রত্যক্ষ গোতে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান উৎপন্ন হইল। এস্থানে গবয় স্থিত প্রত্যক্ষ গো সাদৃশ্য জ্ঞান, উপমান, প্রমাণ; এবং অপ্রত্যক্ষ গোতে গবয় সাদৃশ্য জ্ঞান উপমিতি প্রমা। বৎস! অন্যান্য স্থানেও এইরূপ উপমান প্রমাণ ও উপমিতি প্রমা জানিবে। সম্প্রতি শব্দ প্রমাণ শ্রবণ কর। যে বাক্য জনিত জ্ঞানের বিষয় অন্য প্রমাণ জনিত জ্ঞানদ্বারা বাধিত না হয়, সেই বাক্যই শব্দপ্রমাণ; অর্থাৎ বেদ বাক্য, বেদ মূলক ঋষিবাক্য ও অন্যান্য বিশ্বস্ত বাক্যই শব্দপ্রমাণ, যে হেতু এই সকল বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয় অন্য প্রমাণ জনিত জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয় না। অতএব এই সকল বাক্য জনিত জ্ঞানের নাম শাব্দপ্রমা বা শাব্দবোধ; এবং এই প্রমার অসাধারণ সাধন এই পূর্ব্ব-কথিত বেদাদি শব্দ সমূহের নাম শব্দ প্রমাণ। যথা মাতা পুত্রকে বলিলেন "বৎস! তোমার পিতা ছিলেন" এই বিশ্বস্ত বাক্য জনিত যে পিতার অতীত অস্তিত্ব জ্ঞান, তাহা অন্য কোন

প্রমাণ জন্য জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয় না অতএব এই জ্ঞান প্রমা ; এবং ইহার কারণ মাতৃবাক্য প্রমাণ। বেদ বলিতেছেন 'যাহা হইতে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তিনি তোমাদের পরমেশ্বর' এই বাক্য জনিত জ্ঞানের বিষয় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী পরমেশ্বর অন্য কোন প্রমাণ জনিত জ্ঞান দ্বারা বাধিত হন না, অতএব এই বাক্য প্রমাণ। অথবা বেদ বলিতেছেন "সামযজুঃঋক ও অথর্ব্ব নামক বেদ সমূহ নিশ্বাসবৎ পরমেশর হইতে নির্গত হইয়া বিরাজমান হইতেছে, ইহা সাধারণ পুরুষ নির্ম্মিত নহে" এই বেদবাক্য জনিত জ্ঞানের বিষয়, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, প্রমাণান্তর জনিত জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না ; অতএব এই বাক্য প্রমাণ। সুতরাং এই প্রমাণরূপ বেদ বাক্য দ্বারা বেদ ও বেদ মূলক সমস্ত বাক্য সপ্রমাণ হয় ; যেহেতু পরমেশ্বর হইতে বেদ বিনির্গত। ঋষি-কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! বেদ সমূহ যে মহর্ষি প্রণীত নহে, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? তাহা বিস্তার করিয়া বলুন। ঋষি বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস? বেদশাস্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ তুল্য, অতি মহৎ, সর্ব্বার্থ প্রকাশক ; অতএব পুরুষ বিশেষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন, কোন পুরুষ হইতে উহার উৎপত্তি সম্ভাবনা হইতে পারে না? তুমি একবার পর্য্যালোচনা কর ; সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শনের রচয়িতা যে কপিল প্রভৃতি ঋষি, একথা কে বলিল? সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শনই বলিতেছেন। মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস, কে বলিল? মহাভারতই বলিতে-ছেন, ইহাই বলিতে হইবে। সেই সেই গ্রন্থই সেই সেই রচয়িতার প্রমাণ। বর্ত্তমান কোন ব্যক্তিই কপিলাদি ঋষিকে

সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন রচনা করিতে দেখেন নাই ; এবং ভারত রচনা করিতে মহর্ষি বেদব্যাসকেও কেহ দেখেন নাই। কেবল সেই সেই গ্রন্থই তাহাদের বিরচিত বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিতেছে। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থও স্বীয় স্বীয় বিরচয়িতার নামাক্ষর ব্যক্ত করিয়া উহাদের পরিচয় দিতেছে। দেখ বেদ স্বয়ং বলিতেছেন 'আমি পরমেশ্বর হইতে আবির্ভূত হইয়াছি আমার বিরচয়িতা পরমেশ্বর জানিবে'। অতএব এ বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তির অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। যদি বল মহর্ষিরা বেদ রচনা করিয়া প্রচারের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নামাঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি যে শাস্ত্র রচনা করেন, তিনি সেই শাস্ত্রের বিষয় হইতে অধিকতর বিষয় জানেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; নচেৎ প্রমাণ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। যিনি ভারত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি ভারত হইতে অধিকতর বিষয় জানেন ; যাঁহারা সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন হইতে অধিকতর বিষয় জানেন ; কেবল সেই সেই গ্রন্থেরই বিষয় সেই সেই ঋষি জানেন ইহা সম্ভব হয় না। অতএব যিনি অতি বৃহৎ সর্ব্বজ্ঞ তুল্য বেদ শাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন, তিনি বেদ প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে অধিকতর বিষয় জানেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন সাধারণ মানব সম্ভাবিত হয় না। যে বেদের প্রতিপাদ্য কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া, ঋষি মনু প্রভৃতি ঋষিত্ব মনুত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই ঋষিরা বেদের সমস্ত প্রতিবাদ্য হইতে অধিকতর বিষয় জানেন, ইহা

কিরূপে মানব হৃদয়ে সম্ভাবিত হয়। যদি বল বেদ এক ঋষি কৃত নহে, অনেক মহর্ষিকৃত; এস্থানে জিজ্ঞাস্য—এই বহু ঋষিরা কি এককালে বেদ রচনা করিয়াছেন, কি ভিন্নভিন্ন কালে? যদি বল এক কালে, তবে মতের ঐক্য হইতে পারেনা; কিন্তু দেখাযায় সকল বেদের তাৎপর্য্য একই; একব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে; জগৎ অনিত্য ও মায়িক; কর্ম্মকাণ্ড বদ্ধপুরুষ-পক্ষে, জ্ঞানকাণ্ড জ্ঞানিপক্ষে; দ্বিবিধ ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ; আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, সুখ দুঃখাদি অন্তঃ-করণের ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় সমূহে সকল বেদের একতা দৃষ্ট হয়। বহু পুরুষ বিরচিত হইলে ইহা কদাচ সম্ভাবিত হয়না। ইহার নিদর্শন সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন; কপিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বিরচিত, সুতরাং প্রত্যেক দর্শনের মতও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষিত হয়। যদি বল বেদ ভিন্ন ভিন্ন কালে বিরচিত; তবে কোন কালে যজুঃ, কোন কালে সাম, কোন কালে ঋক্, কোন কালে অথর্ব্ববেদ ছিল, কোন্ কালে যজুঃ সাম ঋক্ ও অথর্ব্ব ছিলনা ইহা মানব জাতি অবশ্য জানিতেন। কিন্তু চক্রবৎ ভ্রমণ শীল সংসার চক্রে কোন মানবই যজুঃ সাম ঋক্ অথর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন কালোৎপন্ন বলিয়া জানে না। মহর্ষি বেদব্যাস লোক হিতার্থ বেদ চতুর্ভাগ করিয়া, যজুঃ সাম ঋক্ ও অথর্ব্বের মিশ্রভাব দূর করিয়াছেন; ইহাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্তই বেদের শ্রুতি নাম; অর্থাৎ সম্প্রদায় পরম্পরাগত এইরূপ বেদ কেবল শুনাযায় বটে, কিন্তু ইহা কোন মানব রচনা করেন নাই। অতএব লোক সমাজে যাহাপ্রসিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ গ্রহণ করা, যথার্থ জ্ঞান

নাশক মূঢ়তা মাত্র। বৎস! তুমি প্রগাঢ় চিন্তাকর, তবেই বুঝিতে পারিবে। আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যার উৎপত্তি স্থানের বেদ সীমা নাকরিলে, অনবস্থা দোষ দূষিত হৃদয়ে জীব পরমার্থ তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারেনা; অর্থাৎ এইরূপযে মহর্ষি বেদ বিদ্যা রচনা করিয়াছেন, এই মহর্ষি কাহার নিকট বেদবিদ্যা অভ্যাস করিলেন; যদিবল গুরুর নিকট; ঐ গুরু কাহার নিকট? যদিবল উহার গুরুর নিকট; ঐ গুরু কাহার নিকট? এবং তদ্‌গুরু কাহার নিকট। এই রূপে সীমা অনুসন্ধানে পরমেশ্বর ও তৎপ্রণীত বেদবিদ্যা সকল বিদ্যার মূল বলিয়া সীমা না করিলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়; এবং ঐ দোষ দুষ্ট হৃদয়ে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয়না। অতএব বৎস! বেদ যে পরমেশ্বর সৃষ্ট এ বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় করিওনা।

এক্ষণে অর্থাপত্তি প্রমাণ শ্রবণ কর। অর্থাপত্তি প্রমার অসাধারণ সাধন অর্থাপত্তি প্রমাণ, যথা স্থূলাকার ব্রাহ্মণ দিবাতে ভোজন করেন না, এই প্রস্তাব শুনিলে, আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে তিনি রাত্রে ভোজন করেন; কেননা ভোজনের অত্যন্ত অভাবে দেহের স্থূলতা সম্ভব হয়না। এস্থানে রাত্রি ভোজনের অভাবে স্থূলত্ব অনুপপন্ন হয়, সুতরাং রাত্রি ভোজন সিদ্ধান্ত হইতেছে; অতএব অন্যথা অসিদ্ধ স্থূলতার জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণ; এই প্রমাণজনিত রাত্রিভোজনের কল্পনা অর্থাপত্তি প্রমা। বৎস! এইরূপ অন্যান্য স্থানেও বুঝিবে। সংপ্রতি অনুপলব্ধি ষষ্ঠ প্রমাণ শ্রবণ কর। পদার্থের অভাব জ্ঞানের অসাধারণ কারণ অনুপলব্ধি প্রমাণ। উপলব্ধি শব্দের অর্থ জ্ঞান, উহার অভাব অনুপলব্ধি। এই পদার্থের

জ্ঞানের অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণ; এবং এই প্রমাণ জনিত যে পদার্থের অভাব জ্ঞান উহাই প্রমা। অর্থাৎ পদার্থের অভাব জ্ঞানের প্রতি ঐ পদার্থের জ্ঞানের অভাব কারণ হয়, সুতরাং পদার্থের জ্ঞানের অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণ; পদার্থের অভাব জ্ঞান প্রমা। যথা আলোকময় এই স্থানে সুবর্ণ কঙ্কন নাই; যদি থাকিত, তবে উহার জ্ঞান হইত; এস্থানে সুবর্ণ কঙ্কনের জ্ঞানের অভাব, সুবর্ণ কঙ্কনের অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রমাণ জানিবে। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিবে। পৌরানিকেরা আর দুইটি প্রমাণ কল্পনা করেন, সম্ভব ও ঐতিহ্য। যথা লক্ষমুদ্রার অন্তর্গত বিংশতি সহস্রমুদ্রা এই জ্ঞান সম্ভব প্রমা; অর্থাৎ লক্ষ মুদ্রার অন্তর্গত যে বিংশতি সহস্র মুদ্রা ইহা সম্ভবাধীন করাহয়, অতএব সম্ভব একটি প্রমাণ। এই বনে দৈত্যের অধিকার; অথবা এই বটবৃক্ষে যক্ষের অধিকার; ইহা অতি প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন; অতএব এই বনে দৈত্য ও বটবৃক্ষে যক্ষ আছে। এস্থানে বনে ও বটবৃক্ষে দৈত্য ও যক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান তাদৃশ প্রাচীন বাক্যাধীন হয়; অতএব এই প্রাচীনবাক্য ঐতিহ্য প্রমাণ। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে। চার্ব্বাক এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাদী; নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারি প্রমাণ বাদী; সাঙ্খ্য প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণ বাদী; বৈদান্তিক প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয় প্রমাণ বাদী; এবং পৌরানিক ঐ আট প্রমাণ বাদী! বৎস! সাঙ্খ্য কল্পিত তিন প্রমাণেই অন্য সকল প্রমাণের অন্তর্ভাব হয়; যথা অনুমানে উপমান অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি ও সম্ভবের অন্তর্ভাব হয়; এবং শব্দে ঐতিহ্যের

অন্তর্ভাব হয়। তথাপি অনুমানের মত উপমানাদি স্থলে সুচারু রূপে ব্যাপ্তি গ্রহণ হয়না বলিয়া পৃথক্ রূপে এই সকল প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং ঐতিহ্য বেদ ও বেদমূলক ঋষিবাক্য হইতে পৃথক্ বলিয়া পৃথক্ প্রমাণে কথিত হইয়াছে। বৎস! সঙ্খেপে এই প্রমাণ বলাহইল; প্রমানের বিশেষ বিচার করিয়া সময় নষ্টকরা নিস্প্রয়োজন। সংপ্রতি পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিষয় শ্রবণ কর।

ঋষি কুমার বলিলেন মহর্ষে! প্রমাণার্থ শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতি মান হইয়াছি; এক্ষণে কৃপাকরিয়া পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত বিষয় বলুন। মহর্ষি ছাত্রের বেদান্তে একান্ত রতিদেখিয়া যত্নসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন; বৎস! উক্ত ষড়্বিধ প্রমাণ মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ জানা যায়না; যে হেতু ব্রহ্মপদার্থ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়না। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা আমরা কেবল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ জানিতে পারি। আর কেবল অনুমান দ্বারা ও ব্রহ্ম পদার্থ জানা যায়না; যে হেতু ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রভৃতির অভাবে অনুমান সিদ্ধ হয়না। উপমান প্রভৃতি প্রমাণ সম্বন্ধেও ঐ কথা বক্তব্য; যে হেতু সাদৃশ্য জ্ঞান প্রভৃতির অভাব হয়; ব্রহ্মের সদৃশ কেহই নাই। অতএব অনুমান সহিত বেদই ব্রহ্মের প্রবল প্রমাণ; বৈদিকপ্রমেয় ব্রহ্ম তত্ত্ব, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত; অন্য প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়না। ঋষি কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, বেদ শ্রবণ মাত্রেই কি সকলের ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধি হয়; না কিছু বিশেষ আছে? ঋষি বলিলেন; শ্রবণ মাত্রেই সাধারণ লোকের ব্রহ্ম তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞান হয় না; বিশেষ আছে। জন্মান্তরীয়

সুকৃতিমান্ পুরুষই শ্রবণ মাত্রে ব্রহ্ম পদার্থ বুঝিতে পারেন; কিন্তু অন্য লোক মনন করতঃ নিদিধ্যাসন করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সুকৃতিমান্ হইলে শ্রবণ মাত্রেই হটাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থহন, ইহাই বেদান্তের অভিপ্রায় জানিবে। বৎস! যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা, মহাপ্রলয়ে এই বিশাল জগৎ যাঁহাতে লীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম; যিনি সচ্চিদানন্দরূপ, যিনি জীব রূপে সমস্ত জীবে বিরাজমান যাঁহার শক্তি অবলম্বন করতঃ চন্দ্র ও সূর্য্য জগৎ আলোকিত করিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম; ইত্যাদি বেদ ব্রহ্মের প্রমাণ। যে কিছু গৃহপ্রাসাদাদি কার্য্য দেখাযায়, উহা কর্ত্তা ভিন্ন হয়না; অতএব কার্য্য মাত্রেরই একজন কর্ত্তা আছে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব এই চতুঃ সমুদ্র মেখলালঙ্কৃত, কত ভূধর নদনদী বিভূষিত, পৃথিবীর একজন কর্ত্তা আছেন; এই কর্ত্তা সাধারণ মানব হইতে পারেনা; সুতরাং বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই, পৃথিবীর কর্ত্তা; ইত্যাদি বেদ মূলক অনুমান ও ব্রহ্মের প্রমাণ জানিবে। ঋষিকুমার! এই ব্রহ্মের প্রমাণ বলা হইল। সংপ্রতি এক ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্তৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হয়, তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মের শক্তির নাম মায়া; মায়া বিশিষ্ট ব্রহ্মই পরমেশ্বর শব্দ বাচ্য। এই মায়া ব্রহ্মের ষষ্ঠাংশে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং মায়া রচিত জগন্মণ্ডল সূত্র প্রোত মণিগণের ন্যায় ব্রহ্মের ষষ্ঠাংশেই প্রোত রহিয়াছে। ব্রহ্মের দশাংশ মায়াতীত; অতএব ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ম্মায়িক, উপপন্ন হয়; এবং মায়া বিশিষ্ট পরমেশ্বরাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে সাকার সবিকার

সমায়িক ও বলা যাইতে পারে। ঋষিকুমার! এই এক পরমেশ্বরই, গুণ ভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন শব্দবাচ্য হন; যথা একই পুরুষ বাল্যাদি অবস্থা ভেদে বালক যুবা বৃদ্ধ প্রভৃতি শব্দবাচ্য হয়। অথবা যেমন একই পুরুষ ক্রিয়া ভেদে ধার্ম্মিক পণ্ডিত যাজ্ঞিক সাধক প্রভৃতি শব্দবাচ্য হয়। অর্থাৎ যেরূপ একই ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বালক যৌবনাবস্থায় যুবা বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধ এই রূপ উপাধি প্রাপ্ত হয়; অথবা যেরূপ একই ব্যক্তি ধর্ম্মক্রিয়া অনুষ্ঠান কালে ধার্ম্মিক, শাস্ত্র মীমাংসা কালে পণ্ডিত, যজ্ঞ কালে যাজ্ঞিক, সাধনা কালে সাধক, এই রূপ উপাধি প্রাপ্ত হয়; সেই রূপ একই পরমেশ্বর স্বশক্তি মায়ার সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ ভেদে, ত্রিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হন। যখন স্বশক্তি মায়ার সত্ত্বগুণাংশের অবলম্বনে পালন করেন, তখন বিষ্ণু; যখন রজোগুণাংশের অবলম্বনে সৃষ্টি করেন, তখন ব্রহ্মা; যখন তমোগুণাংশের অবলম্বনে সংহার করেন তখন মহেশ্বর; এই রূপ উপাধি ত্রয় প্রাপ্ত হন। এবং উপাসকভেদে বা বুদ্ধিভেদে, জগৎ সৃজন শক্তির অভেদে, এই পরমেশ্বরই কালী দুর্গা তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন। বৎস, এস্থানে উপাধির অর্থ নাম; পূর্ব্ব কথিত উপাধি বুঝিওনা। ঋষি কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাত্মন্! ব্রহ্মশক্তি মায়া কি; ইহার স্বরূপ বিশেষ রূপে বলুন। মায়া শক্তিবিশেষ অথচ উহার সত্ত্বাদি তিন গুণ, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় এবং ঐ মায়া ব্রহ্মের ষষ্ঠাংশে ইহাই বা কি? ঋষি বলিলেন ঋষিকুমার শ্রবণ কর; ব্রহ্মের শক্তি বিশেষের নাম মায়া, উহার স্বরূপ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, অর্থাৎ মায়া সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী। শুভ্র-পুষ্পে যেরূপ শুভ্রত্ব গুণ থাকে ইহা সেরূপ নহে; শুভ্রত্ব ও পুষ্প ভিন্ন পদার্থ; কিন্তু সত্ত্বাদি ত্রিগুণ মায়ার স্বরূপ, মায়া গুণময়ী। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্যপদার্থ; উহাকে যে গুণ বলা হয়, উহা দ্রব্যাশ্রিত রূপ রস প্রভৃতি গুণের মত নহে; কিন্তু পুরুষরূপ পশুর উহাতে বন্ধন হয় বলিয়া গুণ বলা হয়। অর্থাৎ যেরূপ বৃহৎ লৌহস্তম্ভে লৌহময় গুণদ্বারা বন্যপশু হস্তি বন্ধন করে, সেইরূপ এই অতিবৃহৎ সংসার স্তম্ভে মায়া স্বীয় সত্ত্ব রজঃ তমো গুণদ্বারা পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করেন। অতএব বন্ধন সাদৃশ্যে উহার স্বরূপকে গুণ বলা হয়। এই মায়ার বহুতর গুণ ক্রিয়া ও শক্তি; তাহার মধ্যে অলৌকিক বিশেষ বিশেষ গুণ ক্রিয়া ও শক্তি শ্রবণ কর। অঘটন ঘটন পটুত্ব মায়ার একটি বিশেষ গুণ; অর্থাৎ যে ঘটনা বুদ্ধির সীমাতীত তাহার ঘটনে চাতুর্য্য বিশেষ। যথা অর্দ্ধ নরাকৃতি অর্দ্ধ সিংহাকৃতি নৃসিংহমূর্ত্তি, এক স্ত্রীর গর্ভে এক কালীন কন্যা পুত্রের উদ্ভব, চক্ষুঃ কর্ণ নাসা বিহীন মস্তক ধারি পুরুষের সৃজন, দুইটি মস্তক বিশিষ্ট গোপশুর উৎপাদন ইত্যাদি। মায়ার অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ দেখ, সহসা পূর্ব্বদিগ্বিভাগ উজ্জ্বল করিয়া সূর্য্য-মণ্ডল উদিত হইল; জীবগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গমনাগমন করিতে লাগিল; ক্রমান্বয় রবি প্রখর কিরণ দ্বারা পৃথিবী মণ্ডল উত্তপ্ত করিয়া গগণের মধ্যবর্ত্তী হইল, মানবগণ স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে আহারাদির চেষ্টায় উদ্যুক্ত হইল; বন্য পশুগণ বৃহত্তরুছায়া অবলম্বন

করিয়া চক্ষু উন্মীলন নিমীলন করতঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল; পক্ষিগণ স্বীয় স্বীয় কুলায় আগমন করিয়া চঞ্চুপুটে নিহিত তণ্ডুল কণা স্বীয় স্বীয় শাবক চঞ্চুতে অর্পণ করিতে লাগিল; ক্রমশঃ দিবাকর অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি উপাসনায় নিযুক্ত হইল; পশু পক্ষিগণ স্বীয় স্বীয় স্থান আশ্রয় করিল; বেশ্যাগণ কেশাদি বিন্যাস করতঃ বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৃহ ও গবাক্ষ দ্বারে অবস্থান করিয়া নায়ক প্রতীক্ষায় নিবিষ্ট হইল; ক্রমান্বয়ে গগণচন্দ্রাতপ তারা পুষ্পে পুষ্পিত হইল, চন্দ্রমা উদিত হইয়া গগণচন্দ্রাতপের মধ্যস্থান অবলম্বন করিল, চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ ঘণ্টা বাদিত হইল; অতি বৃদ্ধ পশু, পক্ষি, মানবগণ নিস্তব্ধে নিদ্রিত হইল; শকটের ঘর ঘর শব্দ ও অশ্বগণের হ্রেষারব নিবৃত্ত হইল; ক্রমশঃ গগণে তারাকুসুম মলিন হইল, পশু পক্ষিগণ নিদ্রাভঙ্গে উচ্চরব করতঃ শরীর পক্ষ ধূনন করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিল; বেশ্যাগণ নায়ক ত্যাগে কাতর হইয়া নিদ্রা দেবীর উপাসনায় রত হইল; ব্রাহ্মণগণ হর হর বিশ্বেশ্বররবে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইল; চন্দ্রমা সূর্য্যকরস্পর্শ ভয়ে পশ্চিম দিগঙ্গনার অঞ্চলে লুক্কায়িত হইতে আরম্ভ করিল; দিগঙ্গনার অঙ্গরাগ মানসে আবার ভাস্বর সুন্দর দিবাকর সমুপস্থিত হইল; এই রূপ চক্রবৎ দিবা রাত্রি পরিবর্ত্তন ক্রিয়া প্রভৃতিই মায়ার বিশেষ ক্রিয়া জানিবে। আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটি মায়ার শক্তি বিশেষ, আবরণ শক্তি দ্বারা জীবের তত্ত্ব জ্ঞান দীপের কোশবৎ আবরণ হয়; যেমন পরিছিন্ন মেঘ

দ্বারা আবৃতনয়ন হইয়া জীব ভূব্যাপক সূর্য্যমণ্ডল দর্শনে অসমর্থ হয়, সেইরূপ মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যময় ব্রহ্ম দর্শনে অসমর্থ হয়। যখন প্রবল পবন অনুকূল হইয়া মেঘাবরণ অপসারণ করে, তখন যেরূপ জীব আলোক দর্শনানন্দে আনন্দিত হইয়া বিকশিত নয়নে সূর্য্যমণ্ডল দর্শনকরে, সেইরূপ প্রবল বিবেক পবনের আনুকূল্যে যখন মায়াবরণ অপসারিত হয়, তখন জীব ব্রহ্মদর্শনানন্দে আনন্দিত হইয়া জ্ঞাননেত্রে সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যময় ব্রহ্ম দর্শন করে। ইহারই নাম আবরণ শক্তি। বিক্ষেপশক্তি দ্বারা আকাশাদি-ক্রমে নিখিল জগতের সৃষ্টি সাধিত হয়। মনে কর কেহ নিবিড় তিমিরাবৃত যামিনীযোগে পদ্মিনীলতাপত্রপ্রতানসমাবৃত মুকুলশোভী একটী সরোবর তীরে উপস্থিত হইল; অবিরল পদ্ম পত্রাবরণে শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ সরোবরের জল তাহার দর্শন হইলনা; কেবল তমোময় প্রাণিরববিহীন পৃথিবীমণ্ডল অনুভব হইতে লাগিল; সেই তিমির গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াই সে ব্যক্তি অতি ভয়ে চৈতন্য হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইল; কতক্ষণ পরে প্রাণিরব শ্রবণে তাহার মূর্চ্ছা অবসান হইল; অনন্তর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, পঙ্কজিনী নায়কের প্রভাদ্বারা পঙ্কজিনী মুখপঙ্কজ বিকশিত করিয়া সরোবর উজ্জ্বল করিয়াছে; উহার মুখপঙ্কজমধুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়াছে; ভাস্বরনায়কপ্রভায় অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দিঙ্মণ্ডল আকাশ মণ্ডল পৃথিবী মণ্ডল আলোকিত হইয়া সৌন্দর্য্য রাশি বিস্তার করিতেছে; জলকণবর্ষী মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে; ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুণগুণ রবে পঙ্কজের

উজ্জ্বল রূপ ও মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; হংস-কুল পঙ্কজের উজ্জ্বল রূপ ও মধুগন্ধে বিরক্ত হইয়া পঙ্কজ পত্রাবরণ অপসারণ করতঃ শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশ সরোবরে অবগাহন করিতেছে। মায়ার বিক্ষেপ শক্তির ইহা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বৎস! অনন্যমনে অনুসন্ধান কর, এই দৃষ্টান্তে প্রাণিরববিহীন নিবিড়তিমিরাবৃত যামিনী, ব্রহ্মার দিবসাবসানে রাত্রিরূপ প্রলয় কাল; পদ্মিনীর লতাপত্র প্রতান, মায়ার আবরণ; মুকুল, মায়া নিহিত সকল পদার্থের বীজ; শুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ সরোবর, ব্রহ্ম; মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, জীবের লয়; আবার পঙ্কজিনী নায়কের উদয়, ব্রহ্মার দিবসারম্ভে সৃষ্টি-কাল; নিদ্রাভঙ্গ, জীবের উৎপত্তি, পঙ্কজিনীর মুখপঙ্কজ প্রকাশ, বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা মায়ার জগৎপ্রকাশ, ভাস্বর নায়ক প্রভায় দিঙ্মণ্ডলাদির বিকাশ, কাল দিক্ ও পঞ্চভূতাদির প্রকাশ; ভ্রমর ভ্রমরীকুল, জীবগণ; পঙ্কজের উজ্জ্বল রূপ প্রভৃতি, রূপাদি বিষয়; আকর্ষণ, ভোগেচ্ছা; ভ্রমণ, বিষয় লোভে গমন; হংস, পরম হংস; পঙ্কজরূপাদিতে বিরক্তি, বিষয়তৃষ্ণাবৈরাগ্য; পত্রাবরণ অপসারণ, মায়ার আবরণ অপসারণ; সরোবরে অবগাহন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি। যেরূপ পদ্মিনী বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা স্বমুকুল হইতে পঙ্কজের বিকাশ করে; সেইরূপ প্রলয়ান্তে সৃষ্টি কালে অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়া, বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা স্বনিহিত বীজ হইতে এই বিশাল জগতের বিকাশ করেন। প্রলয়কালে আবার পঙ্কজের মুদ্রনের ন্যায় এই জগতের অভাব হয়। ইহাই এই দৃষ্টান্তের সারাংশ জানিবে। বৎস! আর দেখ, এই নিখিল

জগতের উপাদান, মায়া। মায়ার অসত্ত্বে জগতের অসত্ত্ব। মায়া উপাদান রূপে পদার্থে অনুস্যূত না থাকিলে পদার্থ হইতে পারেনা। বটবীজ, ধান্যবীজ প্রভৃতির স্বীয় স্বীয় কার্য্য বটবৃক্ষ ধান্যবৃক্ষ প্রভৃতির যে উৎপাদন শক্তি, উহা মায়ার বিক্ষেপ শক্তির অন্তর্ভূত; অর্থাৎ সকল পদার্থের বীজরূপে পরিণত মহামায়া, বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা সেই সেই পদার্থের সৃষ্টি করিতেছেন। মায়িক শক্তিই বীজে নিহিত থাকে, সুতরাং বীজের পৃথক্ শক্তি বা অস্তিত্ব অসম্ভব জানিবে। ।০।৭৪।

ঋষি কুমার! পরমেশ্বর শক্তি মহামায়ার বিশেষ বিশেষ গুণ, ক্রিয়া, শক্তি, অতি সংক্ষেপে বলাহইল। সংপ্রতি মায়ার স্বরূপ সত্ত্বরজঃতমঃ কি, তাহা শ্রবণ কর। সত্ত্বের ধর্ম্ম, সুখ লঘুত্ব প্রকাশ প্রভৃতি। যথা, স্রক্ চন্দনাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে অন্তঃকরণে যে সুখের উদ্রেক হয় উহা সত্ত্বের ধর্ম্ম; যে লঘুত্ব নিমিত্ত অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন ও বায়ুর সর্ব্বত্র গমন দেখিতে পাও, উহা সত্ত্বের ধর্ম্ম; আর যে কোন কোন পদার্থের একটি উজ্জ্বলতা অর্থাৎ চাকচিক্যাদি দেখিতে পাও, উহা সত্ত্বের ধর্ম্ম। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃবুদ্ধির যে প্রকাশকতা অর্থাৎ সন্নিকটবর্ত্তি পদার্থের যে অবভাসকতা আছে, উহা সত্ত্বের ধর্ম্ম। রজোগুণের ধর্ম্ম, দুঃখ প্রবর্ত্তকত্ব চঞ্চলতা প্রভৃতি। শীতোষ্ণাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগে অন্তঃকরণে যে দুঃখের উদ্ভব হয়, উহা রজোগুণেরধর্ম্ম; সত্ত্বওতমঃ স্বভাবতঃ পরিণামে (কার্য্যরূপে পরিণাম হইতে) উদ্যম বিহীন, অতএব রজোগুণ উহাদের পরিণাম কার্য্যে প্রবর্ত্তক হয়, সুতরাং রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকত্ব; আর বায়ু জল

প্রভৃতির যে চঞ্চলতা উহা রজোগুণের ধর্ম্ম। তমোগুণের ধর্ম্ম মোহ গুরুত্ব আবরণ প্রভৃতি। সম্মুখে হটাৎ এক ভীষণ ব্যাঘ্র দেখিলে যে অন্তঃকরণে কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা ভাবের উদয় হয়, উহা তমোগুণের ধর্ম্ম, মোহ; শিলাখণ্ড প্রভৃতির যে অত্যন্ত ভার বোধহয় উহা তমোগুণের ধর্ম্ম গুরুত্ব আর অন্ধকার মেঘ ধূম প্রভৃতির যে আবরণ শক্তি উহাও তমোগুণের ধর্ম্ম। যেরূপ তৈল বর্ত্তি ও অনল একত্রিত হইয়া প্রকাশ করে, এইরূপ গুণত্রয় ন্যূনাধিক ভাবে মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিতেছে। যেরূপ দুগ্ধ পরিণত হইয়া দধির আকার ধারণ করে, সেইরূপ মিলিত গুণত্রয়, পরিণত হইয়া পৃথিব্যাদি সকল জন্য পদার্থের আকার ধারণ করিতেছে, অতএব নিখিল জগতের কারণ সত্ত্বরজঃতমঃ এই তিন গুণ। সুতরাং কারণের গুণানুসারে এই জগৎ সুখ দুঃখ মোহাদি সমন্বিত; অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন হইতেছে। সত্ত্বগুণাধিক্যে সাত্ত্বিক, রজোগুণাধিক্যে, রাজসিক, তমোগুণাধিক্যে তামসিক ভাব নিখিল জগতে সুব্যক্ত রহিয়াছে, বৎস ইহা সৃষ্টি প্রকরণে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। এই ব্রহ্ম শক্তি মায়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইলেও ইহার পৃথক্ অনুভব হয়না। দেখ এক ঐন্দ্রজালিক রঙ্গভূমিতে রঞ্জনেচ্ছায় সমুপস্থিত হইয়া, স্বমায়া প্রসারণ করতঃ গগণে সূত্রপাত করিয়া অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দেবরাজের সহিত যুদ্ধ মানসে ঐ সূত্রাবলম্বনে স্বর্গারোহণকরে, ক্ষণ পরে রঙ্গভূমে তাহার সদ্যঃছিন্নমুণ্ড করচরণাদি পতিত হয়, রুধির প্রবাহে রঙ্গভূমি প্লাবিত হয়, ঐন্দ্রজালিকের

কামিনীর রোদনে সভাস্থ সভ্য দলের হৃদয় শোকাতুর হয়, দর্শক বালক বালিকাগণ চমৎকৃত ও ভয়ত্রস্ত হয়, চতুর্দ্দিকে ঐন্দ্রজালিকের বন্ধুগণের হাহাকার রব উত্থিত হয়, ক্ষণপরে ঐন্দ্রজালিক মায়ার অপসারণ করতঃ একাকী অক্ষত শরীরে সভ্য দল মধ্যে উপস্থিত হয়। বৎস! এখন বুঝিয়া দেখ, ঐন্দ্রজালিকের মায়ার অঘটন ঘটন চাতুর্য্য প্রভৃতি মহিমা লক্ষিত হয় কিনা? দেখ ঐন্দ্রজালিকের এই অসাধারণ চাতুরী সম্পন্ন মায়া পৃথক্ হইলেও ঐন্দ্রজালিক হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়না। ঋষিকুমার! পরমেশ্বরের মায়া এইরূপ। আর দেখ একই পুরুষ স্বশক্তি দ্বারা গমনকালে গমন, ভোজনকালে ভোজন, রমণকালে রমণ করিতেছে, আবার চিত্র ফলকে নানারূপ চিত্র বিচিত্র করিয়া লোক বিমোহন করিতেছে, আবার সভ্যগণ মণ্ডিত সভামধ্যে বক্তৃতা করিয়া সভ্যগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। সকলেই সেই এক ব্যক্তির বিচিত্র ক্রিয়া, কিন্তু যখন ঐ পুরুষ অন্তকালে উত্তান নয়নে শিরঃ কম্পন করতঃ শ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিবে, তখন ঐ বিচিত্র শক্তি ক্রমশঃ ঐ পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে, ক্রমে সে শক্তি হীন হইয়া মৃতহইবে। এই বিচিত্র শক্তির পুরুষদেহে সংযোগ ও বিয়োগস্পষ্ট দেখিতেছ, সুতরাং পুরুষ হইতে শক্তির পৃথক্ ভাব তোমার বোধহইতেছে, কিন্তু যখন জীবিত পুরুষের ক্রিয়া দর্শন কর, তখন পুরুষ হইতে পুরুষের শক্তির পৃথক্ ভাব তোমার বোধ হয়না। বৎস! এইরূপ পরমেশ্বরশক্তি মায়া জানিবে। এই ব্রহ্মের শক্তি মায়াকে সৎ বলাযায়না, অসৎ ও বলাযায়না, অর্থাৎ মায়া নিত্য কি অনিত্য

ইহা নির্ব্বচন করাযায়না; নিত্য পদার্থের বিনাশনাই, মায়াকে নিত্য বলিলে জীবের মুক্তি সিদ্ধহয়না, যেহেতু মায়ানাশই মুক্তি, অথচ মুক্তির উপদেশ সর্ব্বজ্ঞ বেদে দেখিতে পাইবে। অতএব মুক্তি (মায়ানাশ) অসম্ভব নহে। মায়াকে অনিত্য বলিলে শক্তি হীন পরমেশ্বর সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অসমর্থহন; মায়ানাশে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকেনা, ঈশ্বর কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হন, আর সৃষ্টি হইতে পারেনা। অতএব বেদ বলেন, মায়া অনাদি, অর্থাৎ মায়ার আদি কল্পনা করাযায়না, পরমেশ্বর, স্বশক্তি মায়াদ্বারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতেছেন। সুতরাং সংসারচক্র চক্রবৎ ভ্রমণকরিতেছে সৃষ্টি অনাদি, এইযে পরমেশ্বরের সৃষ্টি দেখিতেছ এইরূপ সৃষ্টি পূর্ব্বেও ছিল এবং তাহার পূর্ব্বেও ছিল; বর্ত্তমান সৃষ্টি সংহার হইবে, আবারও এইরূপ সৃষ্টি হইবে, কারণ সৃষ্টির অন্তনাই আদি নাই। ইহাই বেদমর্ম্ম জানিবে। যদি বল বর্ত্তমান সৃষ্টির যে সংহার হইবে ইহার যুক্তি কি? উহা প্রলয় প্রকরণে বলিব, সংপ্রতি বলিলে ধারণা হইবেনা। ঋষিকুমার বলিলেন মায়া নিত্য কি অনিত্য ইহার নির্ব্বচন হয়না, ইহাই বেদ বলিতেছেন ইহার অভিপ্রায় কি? ঋষি বলিলেন, ঋষি কুমার! মায়ার মূলচ্ছেদ হইবার নহে সুতরাং মায়াকে অনিত্য বলা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর কৃপায় কোন কোন জীবে মায়ার আবরণাপসারণ হইলে ঐ জীব জ্ঞান নেত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে, অতএব মায়াকে নিত্যও বলা যায় না, ইহাই বেদের অভিপ্রায়। যেরূপ মৃত্তিকাময় ভূমির সর্ব্বাংশে শস্যোৎপাদনী শক্তি থাকে না কিন্তু স্নিগ্ধাংশেই থাকে, এই

রূপ চৈতন্যময় ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে এই জগদুৎপাদনী শক্তি মায়া থাকে না, কেবল ষষ্ঠাংশেই সৃজন শক্তি মায়া বিরাজমান জানিবে। যদ্যপি নিরাকার অপরিছিন্ন পদার্থের অংশ কল্পনা করা যায়না তথাপি উপদেশার্থ উহা কল্পিত হয় ইহাই বেদের তাৎপর্য্য। বৎস! এই মায়ার স্বরূপ ও গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি কথিত হইল সংপ্রতি সৃষ্টি প্রণালী শ্রবণ কর। এই মায়াকে পরমেশ্বরের কারণশরীর ও আনন্দময় কোশ বলা হয়। যেরূপ বহ্নির তেজোময় শরীর হইতে বহ্নিকণা নিঃসৃত হয়, এইরূপ পরমেশ্বরের মায়ারূপ শরীর হইতে এই মায়াময় বিশাল জগৎ নিঃসৃত হয়। অতএব উহাকে ঈশ্বরের কারণ শরীর বলা হয়, এবং কোশের ন্যায় নিজ স্বরূপের আবরক এইজন্য কোশ বলা হয়, এই কারণ শরীরাভিমানে পরমেশ্বর প্রচুরানন্দানুভব করেন, অতএব উহাকে আনন্দময় কোশ বলা হয়। দেখ অবিশেষ হইতে বিশেষের উৎপত্তি হয়, অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত উৎপন্ন হয়, প্রলয়াবসানে পরমেশ্বর আমি বহু হইব এইরূপ সংকল্প করেন। অর্থাৎ প্রলয়কাল শেষ হইয়াছে জীবের ভোগকাল উপস্থিত, এক্ষণে আমার সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, এইরূপে সৃষ্টির প্রথমক্ষণে পরমেশ্বরের কারণ শরীরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞান দ্বিবিধ, ব্রহ্মরূপ জ্ঞান আর বৃত্তিরূপ জ্ঞান, ব্রহ্মরূপ জ্ঞান ঈশ্বরের স্বরূপ ও নিত্য, বৃত্তি রূপ জ্ঞান বিষয়জ্ঞান ও জন্য। ঈশ্বরের জন্য জ্ঞান হইতে পারেনা, সুতরাং কারণশরীর মায়ায় উহা উৎপন্ন হয়, এস্থানে আমি বহু হইব ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া মায়ার যে বৃত্তি উদয় হয় উহা ঈশ্বরের স্বরূপ চৈতন্য

সংযোগে জ্ঞানরূপ হয়, যেরূপ বিষয়াকার মনেরবৃত্তি আত্ম চৈতন্য সংযোগে জ্ঞানরূপ হয়; ইহাই বিষয় জ্ঞান। অনন্তর ঐ শরীর হইতে ক্রমশঃ সমস্ত জগতের বিকাশহইতে থাকে প্রথমতঃ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতের আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়, সূক্ষ্ম আকাশ বায়ু তেজঃ জল ও পৃথিবী। অনন্তর উহাদের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ রসনা নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা, পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে নাসিকা উৎপন্ন হয়। তৎপরে আকাশাদি পঞ্চ ভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, এই অন্তঃকরণ দর্পণবৎ অতি নির্ম্মল বৃত্তিভেদে ইহাকে মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বলা হয়। অর্থাৎ যখন এই নির্ম্মল অন্তঃকরণে সংশয় রূপ বৃত্তির উদয় হয়, তখন উহাকে মন বলা হয়। যখন গর্ব্ব রূপ বৃত্তির উদয় হয় তখন অহঙ্কার বলা হয়, যখন নিশ্চয় রূপ বৃত্তির উদয় হয় তখন বুদ্ধি বলা হয়, আর যখন স্মৃতি রূপ বৃত্তির উদয় হয়, তখন চিত্ত বলা হয়। ব্যাঘ্র কি মহিষ ইত্যাকার অন্তঃকরণের ভাবের নাম সংশয়-বৃত্তি, আমি ধনী আমি বিদ্বান্ ইত্যাকার অভিমানের নাম গর্ব্ববৃত্তি, এইটি ব্যঘ্রই বটে ইত্যাকার নিশ্চয়ের নাম নিশ্চয়-বৃত্তি, পূর্ব্বোক্ত স্মৃতির নাম স্মৃতিবৃত্তি। অনন্তর পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের রজঃ অংশ হইতে বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে হস্ত; তেজের

রজঃ অংশ হইতে পদ, জলের রজঃ অংশ হইতে পায়ু অর্থাৎ মলদ্বারস্থ ইন্দ্রিয়, পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গ উৎপন্ন হয়, অনন্তর পঞ্চ ভূতের মিলিত রজঃ অংশ হইতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুর সৃষ্টি হয়। শ্বাস প্রশ্বাস রূপে বহির্গমনকারী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোভাবে নিঃসরণকারী বায়ুর নাম অপান, অন্ন পানাদি সমীকরণকারী পাচক বায়ুর নাম সমান, উদ্গারকারী-বায়ুর নাম উদান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কোচ ও প্রসারণকারী বায়ুর নাম ব্যান, অথবা শোণিত প্রসারণকারীবায়ুর নাম ব্যান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশটি অবয়ব একত্রিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়; এই সূক্ষ্ম শরীরের আকার রথ চক্রের ন্যায়; অর্থাৎ যে রূপ রথ চক্রের নাভিস্থান, এই রূপ সূক্ষ্ম শরীরের মনঃ ও বুদ্ধিস্থান, এবং যে রূপ রথ চক্রের নাভিসম্বদ্ধ শলাকা স্থান, এই রূপ সূক্ষ্ম শরীরে বুদ্ধি ও মনোবদ্ধ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-স্থান, আর যেরূপ শলাকানিবদ্ধনেমিস্থান, এই রূপ ইন্দ্রিয় নিবদ্ধ বিষয় স্থান (চিত্রে দেখ)। এই সূক্ষ্ম শরীর রথ, ইহার সারথি জীবাত্মা, এই সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গ শরীরও বলে, স্থূল দেহে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দেখিতেছ উহা ইন্দ্রিয় নহে ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র, এই সূক্ষ্ম শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ঐ দ্বার দ্বারা স্থূল বিষয় গ্রহণ করিয়া জীবকে ভোগ করায়, অর্থাৎ প্রথমতঃ সূক্ষ্ম শরীরস্থ ইন্দ্রিয় স্থূল শরীরের দ্বারস্থ হয়, অনন্তর বিষয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ হওয়ায় বিষয় উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তদনন্তর জল তরঙ্গবৎ ক্রমশঃ বুদ্ধি-মনো-রূপ অন্তঃকরণে

প্রতিবিম্বিত হয়; তৎপরে জীবে প্রতিবিম্বিত হইলেই ঐ বিষয়ের ভোগ হয়। স্থূল শরীরস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারকে ইন্দ্রিয় বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু মৃত দেহে ঐ ইন্দ্রিয় থাকে কিন্তু উহার কার্য্যকারিত্ব থাকে না, সুতরাং দৃশ্যমান চক্ষুর্গোলক কর্ণ রন্ধ্রাদিকে ইন্দ্রিয় দ্বার জানিও। আর দেখ চক্ষু অন্ধ হয় আবার অঞ্জন শলাকা দ্বারা চিকিৎসা করিলে চক্ষুর অন্ধত্ব দূর হয়, কিন্তু দৃশ্যমান চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় বলিলে ইহা সম্ভাবিত হয় না। দেখ চক্ষুঃ অন্ধ হয় আবার প্রসন্ন হয়, এস্থলে কি দর্শনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ বুঝিতে হইবে, জীবিত দেহে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ বিশ্বাস করা যায় না, ঔষধদ্বারা রোগের বিনাশ হয়, ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু জ্বর রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঐ রোগের বিনাশ দেখা যায়, কিন্তু কোন প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায় না। অতএব ঔষধ দ্বারা রোগের বিনাশ হয় ইহাই কল্পনা করা যায়, শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এইরূপ কল্পনা মূঢ় প্রলাপ মাত্র। রোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ হয় আবার ঔষধ দ্বারা রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইলেই সূক্ষ্ম শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণরূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। ইহাই সাধু কল্পনা জানিবে। বৎস! এই সূক্ষ্ম শরীরের স্থূল শরীরে সংযোগের নাম জন্ম, এবং উহার সহিত বিয়োগের নাম মৃত্যু। এই সূক্ষ্ম শরীরই ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করে। এবং সূক্ষ্ম শরীরস্থিত দর্পণের ন্যায় অতি নির্ম্মল মনোবুদ্ধি স্থান অন্তঃকরণে সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন, ঐ প্রতিবিম্বকে জীবাত্মা বলে। যেরূপ

যত জল পরিপূর্ণ পাত্র ভূব্যাপক সূর্য্যের নিকট থাকে ঐ প্রত্যেকেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, যেরূপ যত দর্পণ মুখের নিকট উপস্থিত করা যায়, প্রত্যেকেই মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এইরূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বুঝিবে। অতি তপ্ত লৌহ পিণ্ড যেরূপ বহ্নির যোগে বহ্নির আকার ধারণ করে, এইরূপ চিদাভাস যোগে অন্তঃকরণ চৈতন্যময় হয়, অর্থাৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যোগে অন্তঃকরণও চৈতন্যময় হয়। ঐ চৈতন্যময় অন্তঃকরণ সংযোগে সূক্ষ্মশরীর, সূক্ষ্ম শরীর সংযোগে স্থূল শরীর যথাক্রমে চৈতন্যযুক্ত হয়। অতএব সূক্ষ্ম শরীর নির্গমনে স্থূল শরীরে আর চৈতন্য থাকে না। এই সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর অসংখ্য। প্রতি সূক্ষ্ম শরীর ব্যক্তি ভাবে ধরিলে ব্যষ্টি, ও সকল সূক্ষ্ম শরীর একত্র করিয়া ধরিলে সমষ্টি বলা যায়। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরস্থ অন্তঃকরণের অভিমানে পরমেশ্বরের হিরণ্যগর্ভ নাম হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করিয়া যখন পরমেশ্বর চিন্তা করেন, এই সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর আমিই, অর্থাৎ আমার কারণ শরীর হইতেই ইহা নির্গত হইয়াছে, সুতরাং আমি বই আর এ সমস্ত কিছুই নহে, তখন পরমেশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ (খণ্ডসৃষ্টিকারক চতুর্মুখ ব্রহ্মা) হয়। অনন্তর জীবের ভোগার্থ পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চভূতের স্থূলত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যেক ভূতকে পঞ্চাত্মক করিতে আরম্ভ করেন; তাহার প্রণালী এইরূপ, প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূতকে দুই দুই ভাগ করিয়া প্রথম প্রথম ভাগকে চারি চারি ভাগে বিভক্ত করেন, অনন্তর ঐ চারি চারি ভাগ উহাদের স্বীয় স্বীয় স্থূল দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ

করিয়া অন্যান্য স্থূল ভাগের সহিত যোগ করেন; একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাই, ক্ষিতিতে পঞ্চভূতের পরিমাণ এইরূপ, ক্ষিতি $\frac{৪}{৮}$, অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম প্রত্যেকের $\frac{১}{৮}$। তাহার পর প্রত্যেক ভূত পঞ্চাত্মক হইয়া অতি বিস্তৃত হয়, পঞ্চী করণের পূর্ব্বে এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম থাকে, অর্থাৎ জীবের উপভোগের অযোগ্য থাকে, সংপ্রতি স্থূল হইয়া উপভোগযোগ্য হয়। অর্থাৎ পঞ্চাত্মকত্ব নিবন্ধন ঐ পঞ্চ ভূতের স্বীয় স্বীয় গুণ ব্যক্ত হওয়ায় উহারা উপভোগ যোগ্য হয়, যথা আকাশে শব্দ ব্যক্ত হয়, পবন শব্দস্পর্শ এই দুই গুণ বিশিষ্ট হইয়া সুস্নিগ্ধ হয়, তেজঃ শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিনটি গুণ বিশিষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে থাকে, জল শব্দ স্পর্শ রূপ রস এই চারিটি গুণ বিশিষ্ট হইয়া তরঙ্গিত হইতে থাকে, এবং পৃথিবী শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতের ভার বহন শক্তি অবলম্বন করে। কিন্তু সকল ভূত পঞ্চাত্মক হইলেও যে ভূতে যে অংশের আধিক্য আছে তাহার সেই অংশের নামানুসারে নাম হয়, যথা পৃথিবী পঞ্চ ভূতাত্মক হইলেও উহাতে পার্থিবাংশের আধিক্য থাকায় উহার নাম পৃথিবী হয়, এইরূপ অন্যত্রও জানিবে। অনন্তর এই স্থূল ভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, ক্রমান্বয় ঊর্দ্ধাধোভাবে চতুর্দ্দশ ভুবন বিকশিত হয়, অনন্তর পরমেশ্বর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির আবির্ভাব করিয়া দিক্ ও কাল বিভাগ করতঃ দিবা ও রাত্রির বিভাগ পূর্ব্বক যথাস্থানে যথা যোগ্য জীব গণের আবির্ভাব করেন। অনন্তর জীব গণের জীবনার্থ পরমেশ্বরেচ্ছায় চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নের সৃষ্টি হয়, যথা ধান্যাদি শস্যের

ফল ভরে বসুন্ধরা শোভমান হইয়া স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন করে, ফল পুষ্প ভরে তরুগণ অবনত হইয়া পল্লবাঞ্জলি প্রদান করতঃ বসুন্ধরার অভ্যর্থনা করিতে থাকে, পুষ্প মকরন্দ ক্ষরণে বসুন্ধরা অভিষিক্ত হয়, ক্রমান্বয় মানব পশু পক্ষিগণের রব চতুর্দ্দিকে মুখরিত হয়, স্বীয় স্বীয় আহার বিহার চেষ্টায় উহারা গমনাগমন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ পদার্থ বিস্তৃত হইতে থাকে, যথা জরায়ুজ মনুষ্য পশ্বাদি, অণ্ডজ পক্ষিসর্পাদি, স্বেদজ মশকাদি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি, ইহাদের পরস্পর যথাযোগ্য সন্মিলনে ভুতধাত্রীর পরম সৌভাগ্য বিস্তার হয়, ক্রমান্বয় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিভাগে যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য জন গণ স্বীয় স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পূর্ব্ব সৃষ্টিরন্যায় বর্ত্তমান সৃষ্টির সম্পূর্ণতা লাভ হইতে থাকে। দেখ পৃথিবীর মহারাজা সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী স্বরাজ্য রক্ষার নিমিত্ত নানা স্থানে নানারূপ বিচারাধ্যক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি সংস্থাপিত করেণ। রাজশাসনে নানাস্ত্র শস্ত্রধারী সৈন্যদল চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, বহুস্থানে সেনাপতি রক্ষিত সেনাগার স্থাপিত হয়, দেখ এই সাধারণ রাজা সাধারণ রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত বহু যন্ত্র শস্ত্রাস্ত্র সেনাপ্রভৃতি সাধন আশ্রয় করেণ, আর যিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর, যাঁহার রাজ্য স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য যে কত সাধনের আবশ্যক তাহা মনুষ্য কল্পনার অতীত। এইযে নরপতির রাজ্যে চতুরুদধিপরিখাবেষ্টিত সপ্তদ্বীপ মণ্ডিত পৃথিবী দেখিতেছ, এইরূপ ত্রৈলোক্যেশ্বর পরমেশ্বর রাজ্যে কোটি কোটি স্থান বিরাজমান রহিয়াছে, সুতরাং সেই সেই

স্থান রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বরের বহুবিধ কার্য্যাধ্যক্ষ, বিচারাধ্যক্ষ, সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। সৃষ্টি অনন্তবিস্তার, এইযে গগণমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল ও কোটি কোটি নক্ষত্র মণ্ডল দেখিতেছ, উহা অতি দূরত্ব নিবন্ধন ক্ষুদ্রতর দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু ঐ প্রত্যেকটিকে অতি বৃহৎ বৃহৎ স্থান বলিয়া জানিবে। এইরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর বহুস্থান বিরাজমান রহিয়াছে।

ইতি শ্রীশীতল চন্দ্র বেদান্ত ভূষণ বিরচিত
বেদান্ত দর্শনে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিকুমার! এই সঙ্খেপে সৃষ্টি বলাহইল, এক্ষণে এই সৃষ্ট জগতের গুণ বা ধর্ম্ম শ্রবণ কর। সৃজন কর্ত্রী সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী মায়ার গুণানুসারে উহার গুণ জানিবে; যেহেতু কারণ গুণানুসারে কার্য্যে গুণ উৎপন্ন হয়, যথা সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, সেইজন্য সূত্র শুক্ল হইলে বস্ত্র শুক্ল হয়, সূত্র নীল হইলে বস্ত্রও নীল হয়, এইরূপ মায়ার সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি যেকিছু গুণ আছে উহাই মায়িক সৃষ্ট জগতে দেখিতে পাও ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। যথা ইষ্টপ্রাপ্তিতে আনন্দ, অনিষ্ট প্রাপ্তিতে ক্রোধ, পুত্র মরণে শোক ও মোহ, পর দ্রব্যে দ্বেষ প্রভৃতি যে কিছু গুণ অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়, উহা মায়িক জানিবে, যে হেতু সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী মায়া। সত্ত্বের পরিণাম আনন্দ প্রভৃতি, রজের পরিণাম ক্রোধ প্রভৃতি, তমের পরিণাম মোহ প্রভৃতি, সুতরাং কারণ গুণানুসারেই উহাকার্য্যে লক্ষিত হইতেছে। আরদেখ মনুষ্য বুদ্ধি কি বিচিত্র, কোন পুরুষ অত্যন্ত পরদ্রব্য, পরস্ত্রী, পরদ্রোহাভিলাষী, কোন পুরুষ উহাব অত্যন্ত অনভিলাষী, কোন পুরুষ একটি মশক হিংসায় ভীত হয়েন, কোন পুরুষ অহেতুক একটি মানব বধ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, হিংসাই কৌতুকাবহ মনেকরেন

ইত্যাদি; ইহার কারণ অনুসন্ধানে দেখাযায় কেবল মায়া গুণের তারতম্যে ঐরূপ বুদ্ধিভেদ হয়; অর্থাৎ সত্ত্বগুণাধিক চিত্তে সৎ প্রবৃত্তি, রজোগুণাধিক চিত্তে অসৎ প্রবৃত্তির উদয় হয়, এই নিমিত্ত ঋষিরা খাদ্য ও অখাদ্যের বিধি নিষেধ করিয়াছেন। দেখ সমস্ত পদার্থই গুণের পরিণাম মাত্র। সকল প্রাণির দেহই অন্নময়, সুতরাং যেরূপ অন্ন আহার করিবে দেহেও অন্নানুসারে সেইরূপ গুণ উৎপন্ন হইবে। রজোগুণাধিক পদার্থ আহার করিলে শরীরে রজোগুণ বৃদ্ধি হইয়া পাপ মতি হয়, অতএব রজোগুণাধিক পদার্থ মৎস্য মাংস মদ্য প্রভৃতি ভোজন করিবেনা; এইরূপ সত্ত্বগুণাধিক পদার্থ আহার করিলে শরীরে সত্ত্ব বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মমতি হয়, অতএব সত্ত্বগুণাধিক পদার্থ দুগ্ধ ঘৃত হরিতকী প্রভৃতি আহার করিবে, এবং তমোগুণাধিক পদার্থও ঐরূপ। ঋষি কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষে! মায়া হইতে যে এই জগৎ পরিণত হইয়াছে ইহার প্রমাণ কি? ঋষি বলিলেন বৎস! অনুমান কর, এই জগতের আংশিক বিনাশ তুমি নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছ, অতএব ইহার যে বিনাশ হইবে ইহাতে সংশয় করা যায় না। স্বীয় স্বীয় বীজ হইতে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয় ইহাই দেখা যায়, সুতরাং আবার যখন উৎপত্তি হইবে তখন স্বীয় বীজ হইতেই হইবে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব প্রলয়ে সকল পদার্থের বীজের একটী আধার কল্পনাকরা সঙ্গত। ঐ আধারকেই মায়া পরমেশ্বরশক্তি জানিবে; সমস্ত পদার্থের অত্যন্ত অভাব স্বীকার করিলে আবার উৎপত্তি হইতে পারেনা, যেহেতু অভাব হইতে কোন ভাব পদার্থের উৎপত্তি

হইতে দেখা যায়না, অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অভাব সর্ব্বত্র সুলভ, সকল স্থান হইতেই সকল পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। কার্য্যকারণের নিয়ত ভাব দেখাযায়, ধান্য বীজ হইতে ধান্য, আম্র বীজ হইতে আম্র উৎপন্ন হয়। অতএব যাহাতে মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্যমান সকল পদার্থের বীজ নিহিত থাকে তাহার নাম মায়া, পরমেশ্বর শক্তি, মূলপ্রকৃতি। এখন অনুমান কর ;—এই দৃশ্যমান জগতের উপাদান মায়া, যে হেতু ইহাতে মায়ার গুণ দেখা যায়, যাহার গুণ যাহাতে থাকে সে তাহার উপাদান হয়, যথা, সুবর্ণ, সুবর্ণকুণ্ডলের উপাদান, সুবর্ণে যেগুণ উহার কুণ্ডলেও সেই গুণ লক্ষিত হয়। মায়ার গুণ সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি, এই নিখিল জগৎ ও সুখ, দুঃখ, মোহময় দেখিতেছ ; সুতরাং মায়া ইহার উপাদান ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! উপাদান কি ? ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি, ইহাই বেদান্তের স্থির সিদ্ধান্ত, অতএব ব্রহ্মই উপাদান হইতে পারে। কিরূপে মায়ার উপাদানত্ব সম্ভব হয়, ইহা বুঝাইয়া বলুন। ঋষি বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস! কার্য্যের প্রতি কারণ ত্রিবিধ। উপাদান বা সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, কার্য্যের অনুগত যে কারণ উহা উপাদান, যথা মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, সুবর্ণকুণ্ডলের সুবর্ণ উপাদান কারণ, বস্ত্রের সূত্র উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণে সম্বদ্ধ হইয়া যে কার্য্য জন্মায় তাহার নাম অসমবায়ী কারণ, যথা সূত্রে সূত্রে সংযোগ বস্ত্রের প্রতি অসমবায়ী কারণ। এই কারণদ্বয় ভিন্ন যে অন্য

কারণ তাহাই নিমিত্ত কারণ? ঋষিকুমার! এই জগতের প্রতি ব্রহ্ম উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হয়, যেরূপ লূতা (মাকড়সা) জাল রচনার প্রতি স্বশরীর অপেক্ষায় উপাদান ও স্বচৈতন্য অপেক্ষায় নিমিত্ত কারণ হয়। দেখ লূতার শরীরের পরিণাম সূত্র, সুতরাং উহার শরীর অপেক্ষা করিলে লূতাকে উপাদান বলাযায়, আর দেখ আত্মা চৈতন্যময়, তাহার পরিণাম সূত্র হইতে পারেনা, সুতরাং উহার আত্মা অপেক্ষা করিলে জাল রচনার প্রতি লূতা নিমিত্ত কারণ হয়। এই রূপ ব্রহ্মের কারণশরীর মায়া অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হয়, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ চৈতন্য অপেক্ষা করিয়া উহাকে নিমিত্ত বলা হয়, সুতরাং উপাদান নিমিত্ত এই উভয়ই ব্রহ্ম। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত জানিবে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন যদি ব্রহ্ম উপাদানরূপে জগতে অনুস্যূত থাকে তবে যেরূপ ঘটের উপাদান মৃত্তিকা অথবা বস্ত্রের উপাদান সূত্র আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ জগতের উপাদান ব্রহ্মকে আমরা দেখিতে পাইনা কেন? ঋষি বলিলেন, ঋষিকুমার! যে ব্যক্তি কখন সূত্র দেখেনাই এবং সূত্রদ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হয় ইহাও জানেনা, কেবল বস্ত্রই দেখিতেছে ঐ ব্যক্তি যেরূপ বস্ত্রে অনুগত বস্ত্রের উপাদান সূত্র দেখিয়াও দেখিতে পায়না, অর্থাৎ বস্ত্রের উপাদান সূত্র, সূত্র দ্বারাই বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা এইরূপ জগতের উপাদান ব্রহ্মকে বদ্ধজীব দেখিয়াও দেখিতে পায়না। যদি কোন দয়ালু ব্যক্তি তাদৃশ মূঢ় ব্যক্তির মূঢ়তা দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে বস্ত্রের উপাদান সূত্র, সূত্রদ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ইত্যাদি বুঝাইয়া

সূত্রের আকৃতি ও বস্ত্রানুগত ভাব দেখাইয়া দেন, তবে যেরূপ সূত্রানভিজ্ঞ ঐ মূঢ় ব্যক্তি সূত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এইরূপ জন্মান্তরীয় সুকৃতি বলে যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু উপস্থিত হইয়া মূঢ় জীবকে জগতের উপাদান ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন, তবে দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া ঐ জীব ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারে। বৎস! এই মায়াবৃত নয়নে কেহই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। এই অনাদি কাল নদীপ্রবাহপতিত কীটের ন্যায় জীব মায়া নদী প্রবাহে পতিত হইয়া প্রবাহ হইতে প্রবাহান্তরে নীত হইতেছে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেনা। যিনি সৎকর্ম্মপরিপাকবলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হন তিনিই অনন্ত শান্তি লাভ করিতে পারেন; যাহার সৎকর্ম্ম নাই তাহার তাদৃশ গুরু সম্বন্ধ হয় না, সুতরাং অনন্ত কাল অশান্তি ভোগ বর্দ্ধিত হয়। ঋষিকুমার বলিলেন গুরো! জগদীশ্বর এইরূপ সৃষ্টি প্রলয় কেন করেন, উঁহার অভিপ্রায় কি? এবং যখন প্রথম সৃষ্টি করেন তখন কেন সকলকেই পুণ্যবান্ করিলেন না, যদি সকলকে পুণ্যশীল করিতেন তবে সকলেই সৎকর্ম্মানুসারে সুখী হইয়া স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিত, কেহ আর নরকাদি দুঃখ ভোগ করিত না। অতএব এইরূপ পাপ পুণ্য সৃজন করিয়া জীবকে সংসার যন্ত্রণা দিয়া জগদীশ্বরের কি ইষ্ট হয়, ইহা বিস্তার করিয়া বলুন। ঋষি বলিলেন, বৎস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, কিন্তু এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে দেহধারী সকলেই কুণ্ঠিত হয়, ঈশ্বরেচ্ছা বুঝিতে দেহীর কি শক্তি আছে, যিনি ঈশ্বরেচ্ছা বুঝিতে পারেন তিনিই ঈশ্বর জানিবে, অতএব দ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন ঈশ্বরাভিপ্রায়ের

উদ্ভেদ করিতে কেহই সমর্থ নহে। সুতরাং এতাদৃশ প্রশ্নের উত্থান পরমেশ্বরের নিকটে হইলে তিনিই সদুত্তর দিতে পারেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর সাধারণ মানব বুদ্ধির পথাতীত, যোগীরা যোগ ধর্ম্ম বলে পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারেননা, অতএব ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় কি ইত্যাদি কুতর্ক তাঁহারা উপস্থিত করেননা, জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা তাঁহার লীলা মাত্র বলিয়া থাকেন। দেখ ধীমান্ নীতিজ্ঞ সামান্য ভূপতির অভিপ্রায় বুঝিতে সাধারণ ক্ষুদ্রহৃদয় মানব জাতি সমর্থ নহে, এই জাতির যিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, পূর্ণসর্ব্বকাম পরমেশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে যাওয়া মুর্খের ধৃষ্টতা মাত্র, আর দেখ পরমেশ্বর প্রথম যখন সৃষ্টি করিলেন তখন কেন সমস্ত জীবকে পুন্যবান্ করিলেন না, এতাদৃশ প্রশ্নও হইতে পারেনা, কারণ যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর সেই পর্য্যন্তই সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রথম ধরাযায়না, পাপ পুণ্য অনুসারে আবহমান কাল পরমেশ্বর সুখ দুঃখ প্রদান করিতেছেন, ইহাতে পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্বাদি দোষের উদ্ভাবন মূঢ়প্রলাপ মাত্র। সৃষ্টির এতকাল গত হইয়াছে এতকাল প্রলয়ের বাকি আছে, ইত্যাদির নিরূপণ শাস্ত্রে হইতে পারেনা, কারণ ঐ সকল ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় উহা শাস্ত্র কিরূপে ব্যক্ত করিবে। ঋষিরা যোগাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্টি প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী বিষয় দেখিতে পান, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা উহাঁদের যোগের অবিষয়, কিরূপে সৃষ্টিপ্রলয়কাল নিরূপণ করিবেন, অতএব সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর কেন সকলকে পুন্যবান্ করিলেননা

এতাদৃশ প্রশ্নের সদুত্তর হয় না। কিন্তু এই সৃষ্টি অনাদি-কাল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে। বৃক্ষরাজি পুরাতন পল্লব পরিত্যাগ করিয়া নবপল্লব ধারণ করিতেছে, কত নদ নদী শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকাছন্ন হইতেছে, কত গ্রাম, নগ, নিকুঞ্জ, জলনিমগ্ন হইতেছে, পিতা পিতামহাদির মৃত্যু হইতেছে, পুত্র পৌত্রাদির উৎপত্তি হইতেছে, স্বীয় স্বীয় শরীর বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য অবস্থাভেদ ধারণ করিতেছে। এইরূপে জগতের বিচিত্র পরিবর্ত্তন অনুভব করিলে এই জগতের পরমেশ্বরেচ্ছায় লয় ও উৎপত্তি স্বয়ংই বুঝিতে পারাযায়। এবং বারংবার সৃষ্টির কৌশল অনুসন্ধানে হৃদয় পরমেশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসে এত পরিপূর্ণ হয় যে শত শত নাস্তিকের বাক্যশেলবিদ্ধ হইলেও ঐ হৃদয় অটল ভাবে অবস্থান করে। বৎস! তুমি ঐরূপ অসাধু কল্পিত প্রশ্ন না করিয়া কথিত বিষয়গুলি চিন্তাকর, তবেই তোমার সর্ব্বসংশয় ছেদ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

সংপ্রতি জীবের পরলোক গমন প্রকার শ্রবণ কর; এই সংসারে জ্ঞানী, কর্ম্মী ও নাস্তিক এই ত্রিবিধ লোক অবস্থান করিতেছে, উহাদের নিমিত্ত পরলোক গমনে ত্রিবিধ পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—দেবযান, ধূমযান, এবং জায়স্ব ম্রিয়স্ব। জ্ঞানী মৃত্যুকালে বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমনে দেবযান পথ অবলম্বন করে; কর্ম্মী ধূমযান অবলম্বন করে, নাস্তিক পাপী জায়স্ব ম্রিয়স্ব নামক নারকীয় পথ অবলম্বন করে। দৈবযান পথ অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা শুক্লপক্ষ, ষন্মাস, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর, অগ্নিলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্র-

লোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি। ধূমযান পথ, ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, ষন্মাস, দক্ষিণায়ণ, সম্বৎসর, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, পিতৃলোক, প্রভৃতি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব তৃতীয় পথ, মল মুত্র বিষ্ঠা যমদ্বার, বৈতরণী নদী প্রভৃতি। জ্ঞানীর অর্থাৎ জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্মীর মরণকালে সূক্ষ্ম শরীরীয় ইন্দ্রিয় সকল সম্পিণ্ডিত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি রোধ হয়, প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি রোধ হয়, কিন্তু তখন মনের বৃত্তি থাকে, অনন্তর চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিরোধ হয়, কিন্তু প্রাণের বৃত্তি থাকে, তৎপর প্রাণের বৃত্তি রোধ হইলেই মৃত বলিয়া উল্লেখ করে। হৃদয়পদ্মে একশত একটী শিরা আছে, তাহার মধ্যে একটি শিরা হৃদয়পদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পর্য্যন্ত গমন করিয়া সূর্য্যকিরণ সহ সম্বদ্ধ আছে, জ্ঞানী লোকান্তর গমনকালে যোগাবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরাবলম্বনে ঐ শিরা-পথে সহস্রার পর্য্যন্ত গমন করতঃ সূর্য্য কিরণ সম্বদ্ধ দেবযান পথে নির্গত হইয়া অগ্নিজ্যোতিঃ দিবা শুক্লপক্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব কথিত দেবযান পথে ক্রমান্বয় ঊর্দ্ধ গমন করিয়া ব্রহ্মপুরে উপনীত হন। এস্থানে অগ্নিজ্যোতিঃ দিবা প্রভৃতি দ্বারা তত্তৎ কালাভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে, অতএব দেবযানস্থ সম্বৎ-সর পর্য্যন্ত তত্তৎকালাভিমানী দেবতার অধিকারে জ্ঞানী সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া থাকেন, অনন্তর ব্রহ্মপুরে গমন করতঃ সৎসংসর্গে অবশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, ইহার নামই ক্রমমুক্তি। অতএব প্রায়ই জ্ঞানীর মৃত্যু দিবাভাগে শুক্ল পক্ষে উত্তরায়ণে হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় অবস্থান করতঃ উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন,

যেহেতু শাস্ত্রনিরূপিত দেবযান পথাবলম্বনে ব্রহ্মপুর গমন না করিলে শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা হয় না, কিন্তু দক্ষিণায়ণে রাত্রিযোগে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মপুর লাভ হইবে, কারণ রাত্রি যোগেও ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ শিরাসহ সূর্য্যকিরণ সম্বন্ধ থাকে, তাহার প্রমাণ গ্রীষ্মকালে রাত্রিতেও সূর্য্যকিরণ সম্বন্ধ নিবন্ধন শরীরের দাহাদি অনুভব হয়। অতএব যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্তই অনবরত সূর্য্য কিরণের সম্বন্ধ থাকে, শাস্ত্রে দেবযানের প্রশংসার্থ শুক্লপক্ষ দিবাভাগ উত্তরায়ণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। কর্ম্মী লোকান্তর গমন কালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরোধে সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি নবদ্বারের কোন দ্বার দ্বারা নির্গত হইয়া ধূমযান অবলম্বন করতঃ চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, পিতৃলোক প্রভৃতি স্বর্গীয় স্থান প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ স্বর্গস্থান প্রাপ্তির পূর্ব্বে ধূমযান পথস্থ ধূম রাত্রি প্রভৃতি তৎতৎকালাভিমানী দেবতার অধিকারে সম্বৎসর বাস করেন ইহাই বেদ মর্ম্ম। নাস্তিক পুণ্য কর্ম্মাভাবে পাপ ভারে অধোগামী হইয়া জায়স্ব ম্রিয়স্ব প্রভৃতি নারকীয় স্থান মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবলম্বন করে, অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ, মশক, জলৌকা প্রভৃতির দেহ অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ জায়স্ব অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে, ম্রিয়স্ব অর্থাৎ আবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, এইরূপে বারম্বার মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে, আর কতগুলি পাপী যমদ্বারস্থ রুধির দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ অতি ভয়াবহ বৈতরণী নদী সন্তরণে অতি ক্লেশানুভব করিয়া যম পুরে গমন করতঃ জলৌকা বৃশ্চিকাদি নারকীয় দেহ অবলম্বন করতঃ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত ঘোর যম যাতনা অনুভব

করিতে থাকে, এইরূপে কোন পাপী বিষ্ঠা কৃমি পরিপূর্ণ কুণ্ডে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধহস্ত হইয়া উন্মগ্ন নিমগ্ন হইতে থাকে, যম কিঙ্কর লৌহ মুদ্গার দ্বারা উহার মস্তকে আঘাত করে, উহার ভীষণ চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়, কোন পরস্ত্রী-গামি পাপীকে যমকিঙ্কর লৌহ নির্ম্মিত স্ত্রীকে বহ্নিযোগে বহ্নিময় করিয়া আলিঙ্গন করাইতে থাকে, উহার রোদনে যম দূতের হৃদয় আদ্র হইয়া নয়ন ধারা বর্ষণ হয়, ইত্যাদি যম যাতনার শাস্ত্র মর্ম্ম জানিবে। ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন, তাহারা কি ঐ সূক্ষ্ম দেহেই সুখ ভোগ করেন, না অন্য স্থূল দেহ অবলম্বন করেন ইহা বলুন। ঋষি বলিলেন, স্থূল দেহই ভোগ দেহ, স্থূল দেহ ভিন্ন ভোগ হয় না, কিন্তু স্বর্গীয় তৈজসিক স্থূল দেহ অবলম্বন করিয়া উহারা ভোগ করেন, উহাদের দেহ অতি মনোহর এবং দেহ সদৃশ ভোগ ও অতিমনোহর, এবং স্বর্গীয় পুরুষগণ মধ্যে যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন তাহাদের কোন অভিসম্পাত ভিন্ন আর কর্ম্ম ক্ষেত্রে আগমন করিতে হয় না, সেই স্থানেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া বিদেহ কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন। আর যাহারা চন্দ্র লোকাদি স্বর্গীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ ধূমযানে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গীয় ভোগ অবসানে কর্ম্মক্ষয়ে আবার কর্ম্মভূমিতে আগমন করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, আবার কর্ম্ম করেন, আবার ঊর্দ্ধাধোভাবে যত দিন না জ্ঞান উৎপন্ন হয়, গমনাগমন করিতে থাকেন। আর যাঁহারা তপোবলে ইহ জন্মেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাহাদের পুণ্য পাপ কর্ম্মের অভাবে ঊর্দ্ধে অর্থাৎ

স্বর্গাদিস্থানের অধে অর্থাৎ পৃথিব্যাদিস্থানে, আর গমন হয়না। গৃহীতদেহাবসানে বিদেহ কৈবল্য মুক্তি হয়, ইহাই স্থির মীমাংসা জানিবে। ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! কর্ম্ম কি? কর্ম্মানুসারে জীব ফলভোগ করে এই কর্ম্ম কোথায় থাকে ইহা বিস্তার করিয়া বলুন। ঋষি বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—কর্ম্মের অর্থ ক্রিয়া, জীব যে ক্রিয়া করে তাহার নাম কর্ম্ম, এই কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত—পুণ্যকর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম, এই উভয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ ক্রিয়াকেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলে। বেদ যে ক্রিয়াকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার নাম ধর্ম্ম—যথা, অগ্নিহোত্রাদি যাগ, দান, ধ্যান, জপ, সমাধি প্রভৃতি ক্রিয়া, এবং বেদ যে ক্রিয়াকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার নাম অধর্ম্ম—যথা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ বেদ বাক্য এবং বেদমূলক ঋষি বাক্যদ্বারা সিদ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিবার আর উপায় নাই। এই ধর্ম্ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত—প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা বিষয়সুখভোগে প্রবৃত্ত হইয়া বারম্বার ঊর্দ্ধাধোভাবে জীব জন্মগ্রহণ করিতে থাকে তাহার নাম প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম—যথা, বেদোক্ত স্বর্গকামীর স্বর্গ সাধন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ, প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম, এবং যে ধর্ম্ম দ্বারা বিষয়সুখে বিরাগী হইয়া সর্ব্বকামপরিত্যাগী ঈশ্বরশরণাপন্ন জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন তাহার নাম নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম—যথা, বেদোক্ত নিষ্কামীর সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বকাম

পরিত্যাগানন্তর চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমে পরমেশ্বরে চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতি নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম। এই রূপ বেদবিহিত আশ্রম ভেদে ও দেশকালপাত্রাদি ভেদে ক্রিয়া-কলাপকেও ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের বেদাদি শাস্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ঐ ফল ক্রমান্বয় অবশ্যই জীবের ভোগ করিতে হইবে, কোন কর্ম্মই ফল দান না করিয়া নিবৃত্ত হইবেনা ইহাই ঈশ্বরেচ্ছা জানিবে। কর্ম্মের ফল জাতি, আয়ুঃ, ভোগ। জাতি—মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি; আয়ুঃ—জীবন পরিমিত কাল, ভোগ—স্রক্, চন্দন, বনিতা, রূপ, রসাদি। আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলানুসারে এই ব্রাহ্মণ যোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ জাতি হইয়াছি, এবং আমার শত বর্ষ পরমায়ুঃ হইয়াছে, ও ব্রাহ্মণযোগ্য রূপাদি ভোগ করিতেছি, এইরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম ফলানুসারে সমস্ত জীবগণই জাতি, আয়ুঃ, ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাই নিশ্চয় জানিবে। এই কর্ম্মফলাবসানে এই দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যকর্ম্মের ফল দেহান্তর অবলম্বন করিতে হইবে, এই রূপে মায়াময় সংসারচক্রে জীব অনাদিকাল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন; যদি জীবের ভাগ্যোদয়ে ভগবৎ কৃপায় জ্ঞানাগ্নির উদয় হয়, তবে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন, অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান অবস্থায় ভোগ করিতেছি তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত সঞ্চিতকর্ম্মরূপ সংসার বীজ দগ্ধ হয়। সুতরাং দগ্ধ বীজের যেরূপ আর ফল হয়না, সেই রূপ ঐ দগ্ধ কর্ম্মেরও ফল হয়না, অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলাবসানে দেহ পতনানন্তর বিদেহকৈবল্যমুক্তি অর্থাৎ দেহশূন্য কেবল মুক্তি হয়;

ইহাই বেদের সার মর্ম্ম, জীবগণ জন্মে জন্মে কোটি কোটি কর্ম্ম করিতেছেন এবং জীবগণের সমস্ত কর্ম্মের ফলই জন্মে জন্মে প্রণালানুসারে ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানাগ্নির উদয় না হইলে আর সংসার অগ্নির দহন হইতে শান্তিলাভ করিতে পারে না। কর্ম্মফলভোগের জন্য বারম্বার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে; বৎস! এই কর্ম্মের মর্ম্ম বলিলাম। সংপ্রতি কর্ম্মের আধার, কর্ম্ম কোথায় থাকে তাহা শ্রবণ কর;— যেরূপ বাহ্যিক অধ্যয়নক্রিয়াদ্বারা আন্তরিক অন্তঃকরণে সংস্কার নিহিত হয়, এইরূপ বাহ্যিক ও মানসিক যাগ, সমাধি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণে অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরস্থ বুদ্ধি অথবা মনে সংস্কার নিহিত হয়, উহার নামই কর্ম্ম; ঐ কর্ম্ম যাবৎ বুদ্ধি তাবৎ থাকে, উহারই জন্মে জন্মে ফল ভোগ করিতে হয়, পুনঃ পুনঃ পুষ্প মর্দ্দন করিয়া ভোগ করিলে পুষ্প নির্গন্ধ হয়, কিন্তু জন্মে জন্মে বুদ্ধি সঞ্চালনে বুদ্ধিস্থ কর্ম্ম ভোগ করিতে করিতে বুদ্ধি নিষ্কর্ম্ম হয় না, যেহেতু এক কর্ম্মের ভোগে অন্যকর্ম্মের উৎপত্তি, এই রূপে জন্মে জন্মে বুদ্ধিতে অসঙ্খ্য কর্ম্ম অগ্নির দাহিকাশক্তিবৎ সমবেত হইতে থাকে ইহাই বেদের অসাধারণী যুক্তি। অতএব স্থূলদেহ দ্বারা যে কর্ম্ম করা হয়, ঐ কর্ম্ম সূক্ষ্মদেহস্থ বুদ্ধিতে সংস্কার জন্মাইয়া ধ্বংস হয়, ঐ সংস্কারই কর্ম্ম, ধর্ম্ম, ভাগ্য, অদৃষ্ট, পাপ, পুণ্য, প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং কর্ম্ম বুদ্ধিতে থাকে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়। জীবগণ বুদ্ধি পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিতে থাকে, অর্থাৎ প্রথমতঃ কর্ম্ম চালিত বুদ্ধির বৃত্তি হয়, অনন্তর ঐ বৃত্তির অনুসারে জীবগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম করিতে থাকে,

বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় না করিয়া কোন কার্য্যেই কাহার প্রবৃত্তি হয় না। বৎস! স্থিরচিত্তে আধ্যাত্মিক চিন্তা কর তাহা হইলে কর্ম্মের যে আশ্রয় বুদ্ধি, প্রথমতঃ বুদ্ধির বৃত্তি হয়, অনন্তর জীব ক্রিয়াকরে ইহা তুমি স্বয়ংই বুঝিতে পারিবে।

সংপ্রতি জীবের উৎপত্তিপ্রকার শ্রবণ কর, যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন উঁহাদের স্বর্গজনককর্ম্ম ফলের অবসানে আবার সূক্ষ্মশরীরাশ্রয়ে স্বর্গ হইতে কর্ম্ম ভূমিতে পতন হয়—যথা, প্রথমতঃ সূক্ষ্মদেহ চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইয়া নীহারসংযোগে শস্যাদির কুসুমে পতিত হয়, অনন্তর ধান্যাদিরূপে পরিণত হইয়া পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তৎপরে ক্রমান্বয় রেতঃরূপে পরিণত হইয়া পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীযোনিতে সিক্ত হয়। অনন্তর এক দিনে যোনিরক্ত সংযুক্ত জরায়ুবেষ্টিত কললরূপে একটু দৃঢ় হয়। পঞ্চ দিনে ঐ কলল জলবিন্দুবৎ বিন্দুর আকার ধারণ করে। অনন্তর সপ্তদিনে মাংসপিণ্ড হইয়া এক পক্ষে রুধিরপরিপ্লুত হয়। পঞ্চবিংশতি দিনে অবয়বাঙ্কুরিত হইয়া এক মাসে গ্রীবা, শির, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ড, উদর বিশিষ্ট হয়। মাসদ্বয়ে হস্ত, পদ, পার্শ্ব, কটিবিশিষ্ট হইয়া মাসত্রয়ে সমস্ত অঙ্গের সন্ধি বিশিষ্ট হয়। চারিমাসে সমস্ত অঙ্গুলিযুক্ত হইয়া নাসা, কর্ণ, নেত্র, গুহ্য, দন্তপংক্তি সংযুক্ত হয়। ছয় মাসে কর্ণের ছিদ্র হয়, এবং পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ, নাভি যোগ হয়। সপ্তম মাসে লোম, মস্তক কেশ সংযুক্ত হইয়া অষ্টম মাসে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হয়। পঞ্চ মাসে চৈতন্য লাভ করিয়া নাভিসূত্রের অল্প রন্ধ্রদ্বারা মাতৃভুক্ত অন্ন পানাদির সারাংশ

আকর্ষণ করিয়া জীব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ জঠরানল সন্তাপে অতি সন্তপ্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে কর্ম্মভূমি অবলম্বন করতঃ মহা মায়ার আবরণে আবার ভোগের জন্য শুভাশুভ ফলাত্মক কর্ম্ম করিতে থাকে। এই রূপে অনন্তকাল জীবগণ কর্ম্মানুসারে মায়াময় সংসারচক্রে চক্রারূঢ় পুত্তলীর ন্যায় ঊর্দ্ধাধোভাগে ভ্রমণ করিতে থাকে। কর্ম্মের আকর্ষণে মায়াযন্ত্র হইতে কখনই বিমুক্তি লাভ করিতে পারেনা, যাঁহার মায়া সেই দীনদয়াময়ের যদি দয়া হয়, তবে মায়াযন্ত্রেরভ্রমণযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। বৎস! এই সঙ্খেপে উৎপত্তি প্রকার বলা হইল। সংপ্রতি প্রলয় প্রকার শ্রবণ কর। প্রলয় চতুর্ব্বিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক, সুষুপ্তির নাম নিত্য প্রলয়, অর্থাৎ যে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নাদি দর্শন হয়না, জীব মৃতবৎ প্রগাঢ় নিদ্রিত হয়, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি, এই সুষুপ্তি অবস্থাই নিত্য প্রলয়, যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মে জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের লয় হয়, ব্রহ্মের শক্তি মায়াতে বীজমাত্র নিহিত থাকে, আবার সুষুপ্তি ভঙ্গে মায়ার অদ্ভুত শক্তি দ্বারা অতিক্রুত সৃষ্টি হয়, ঐ অবস্থায় যে নিদ্রিত ব্যক্তির স্থূল শরীর দৃষ্ট হয় উহা মায়ার বিচিত্র শক্তির মহিমা ভ্রম মাত্র ইহাই বেদ সিদ্ধান্ত জানিবে। হিরণ্যগর্ভোপাধিক পরমেশ্বরের দিবসের অবসান নিমিত্ত যে ত্রৈলোক্যের অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের জলরূপে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দিবাভাগে সৃষ্টি, ঐ দিবা অবসানে প্রলয় হইয়া থাকে। সমস্ত জন্য পদার্থের বীজ গ্রহণ করিয়া হিরণ্যগর্ভমাত্র এই

জলময় প্রলয় কালে অনন্ত শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, আবার রাত্রি অবসানে নিদ্রাভঙ্গে দিবাভাগে পূর্ব্বরূপ সৃষ্টি করেন ইহাই নিশ্চয় বুঝিবে।

নিখিল জগতের কারণ হিরণ্য গর্ভের ব্রহ্মাণ্ডাধিকাররূপ ফলজনক প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ে হিরণ্য গর্ভের ব্রহ্মে লয় হয়, অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্য মুক্তি হয়। অনন্তর অধিষ্ঠাতার অভাবে নিখিল জগতের প্রকৃতিতে অর্থাৎমায়াতে লয় হয়। ঐ লয়ের নাম প্রাকৃত প্রলয়, এই প্রলয়ে মায়াতে নিখিল জগতের বীজ নিহিত থাকে, প্রলয়াবসানে আবার মায়াহইতে সৃষ্টি হয়। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষে মায়াসহ যে সমস্ত জগতের প্রলয় তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়, এই প্রলয় জীবব্রহ্মের ঐক্য বাদে অর্থাৎ অদ্বৈত বাদে সকলের মুক্তি হয়, সুতরাং জগতের উপাদান মায়ার নাশে আর সৃষ্টি হইতে পারেনা। দ্বৈত বাদে আর্থাৎ জীবব্রহ্মের ভেদে আংশিক মুক্তি হয়। অর্থাৎ যে জীবের ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হয় তাহারই আংশিক মায়া নাশ হয়, অতএব সকলের মায়ানাশ হয়না, সুতরাং সকল জগৎও নাশ হয়না। যাহার মুক্তি হয় তাহার সম্বন্ধেই জগতের আত্যন্তিক প্রলয় হয়, অন্যসম্বন্ধে জগৎ বর্ত্তমানথাকে ইহাই বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত জানিবে। ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষে! এই জগতের যে প্রলয় হইবে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব, উহার প্রমাণ কি? ঋষি বলিলেন বৎস! অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান কর, এই জগতে যে কিছু পদার্থ দেখিতেছ সমস্তই বিনাশী, মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ, জল, বায়ু, ভূধর প্রভৃতির সাময়িক বিনাশ তুমি স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিতেছ, এই প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান কর, সময়ে

এই জগতের বিনাশ হইবে, যদি অবিনাশী হইত তবে উহার আংশিক বিনাশ হইত না, যেরূপ বিনাশী নিজের শরীর মায়ার বশে বিনাশী বলিয়া মূঢ় জীব স্মরণ করেনা, এইরূপ মায়া বশতঃ বিনাশী জগতের বিনাশিত্ব স্মরণকরেনা, কিরূপে প্রলয়াদি বিশ্বাস করিবে। তুমি গুরু উপদেশানুসারে বেদার্থ স্মরণকরিয়া জগতের ভাব দর্শন কর, অবশ্যই তোমার পরমেশ্বর হইতে এই জগতের সৃষ্টিপ্রলয়াদি হয় ইহা বিশ্বাস হইবে, যে স্থান পূর্ব্বে জলময় ছিল সেই স্থান সংপ্রতি গ্রামরূপে পরিণত হইয়া গৃহ প্রাসাদ বনোপ-বনাদি দ্বারা বিমণ্ডিত হইতেছে, এবং যে পর্ব্বত গ্রাম তরু পশুপক্ষি মানবাদি দ্বারা বিভূষিতছিল তাহা অদ্য জলমগ্ন হইয়া লক্ষিত হইতেছে না, এইরূপ জগতের পরিণামিত্ব দর্শন করিলে এই জগতের যে মহাপ্রলয় আছে ইহা অনুমান করিতে ক্লেশের লেশও হৃদয়ে অনুভূত হয় না। বৎস! সংক্ষেপে সৃষ্টি প্রলয়াদি বর্ণন হইল সংপ্রতি মুক্তির বিষয় শ্রবণ কর। মুক্তি দুই প্রকার—জীবন্মুক্তি ও বিদেহ কৈবল্য মুক্তি বা নির্ব্বাণ মুক্তি, মুক্তির প্রধান কারণ জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অর্থাৎ জীবব্রহ্মের অভেদপ্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষের কারণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, গুরু বেদান্ত বাক্য হইতে ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ শ্রবণ করিবে, অনন্তর ঐ শ্রবণের বিষয় যুক্তি সঙ্গত কি না ইহা মনন অর্থাৎ বিচার করিয়া স্থির করিবে, অনন্তর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিশ্চিত বিষয়ের যোগাবলম্বন করিয়া ধ্যান করিবে তৎপরে প্রত্যক্ষ, তৎপরে মুক্তি সাধিত হইবে। যাহার পুত্র কলত্র দেহাদির অভিমান ত্যাগ হইয়া জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রত্যক্ষে পরম শান্তি লাভ হয় এবং

জীবদ্দশায়ই পরমব্রহ্মের পরমানন্দ অনুভব হয় তাহার সেই অবস্থাই জীবন্মুক্তাবস্থা জানিবে, এই জীবন্মুক্ত পুরুষ শরীরে অবস্থান করিয়াও শরীরাভিমানী নহে, সর্ব্বদাই প্রগাঢ় আনন্দানুভবে নিমগ্ন, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত শীতোষ্ণাদি ক্লেশ সহিষ্ণু, সুখ দুঃখে সমচিত্ত হইয়া লোক ব্যাবহারানুসরণ করতঃ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া আত্মচিন্তায়রত থাকেন, প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ে শরীর পতনের পর পরব্রহ্মে একীভাবাপন্ন হন, অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হইয়া আর মায়িক দেহ লাভ করেন না ইহার নাম বিদেহ কৈবল্য মুক্তি। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতে হইবে, ফল ভোগ ব্যতীত কর্ম্মনাশ হইবেনা ইহাই বেদ তাৎপর্য্য, অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ না করিয়া কিরূপে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয় ইহা বলুন। ঋষি বলিলেন বৎস! জ্ঞানাগ্নিদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে ঐ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য জন্ম জন্মান্তরীয় সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হয়। অতএব যেরূপ দগ্ধবীজ ফলদানে অসমর্থ, এইরূপ দগ্ধ কর্ম্মও ফল দানে অসমর্থ জানিবে। সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলদানের অবসানে নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। কর্ম্মদাহ এইরূপে হয়; প্রথমতঃ বিবেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় সংসার বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ, গুরু, বেদান্তাদি বাক্যে বিশ্বাস, পরমেশ্বরে ভক্তি, চিত্তবিশুদ্ধি, আত্মচিন্তা, সমাধি অবলম্বন, ঈশ্বরাদি তত্ত্ব, সাক্ষাৎকার মায়ানাশ ক্রমান্বয়ে সাধিত হয়, মায়ানাশে কারণাভাবে মায়াকার্য্য কর্ম্মাদি নাশ হয়, এই নাশেরই অপর নামান্তর দাহ। যদি বল

জ্ঞানীর জ্ঞানাগ্নিদ্বারা মায়া নাশ হইলে কিরূপে মায়া কার্য্য শরীরাদি বর্ত্তমান থাকে, উপাদানকারণের অভাবে কার্য্য থাকিতে পারেনা, যেরূপ সূত্র দগ্ধ হইলে তৎকার্য্য বস্ত্র থাকে না, ইহার মীমাংসা শ্রবণ কর। যেরূপ কুম্ভকার ঘটরচনার কালে চক্র ভ্রমণ করিয়া ঘটরচনা করে, কিন্তু চক্র ঘুরাইয়া ত্যাগ করিলেও বেগবশে ঐ চক্র ঘুরিতে থাকে, অনন্তর বেগ নাশ হইলে ভ্রমণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া চক্র নিশ্চল ভাবে থাকে, এইরূপ পরমেশ্বরের মায়াচক্রের বেগজনিত ভ্রমণে জীবের শরীরচক্রভ্রমণে জীব ঘুরিতে থাকে। অনন্তর মায়া নাশ হইলেও মায়ার বেগ বশতঃ শরীরভ্রমণে জীবও ভ্রান্ত হন, ক্রমান্বয় বেগনাশে শরীর নিশ্চল হয়, অর্থাৎ পঞ্চ ভূতে লীন হয়। অনন্তর জীব নিশ্চল হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হইয়া শান্তি লাভ করে ইহাই বেদ তাৎপর্য্য বুঝিবে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত সুতরাং উভয় ভিন্ন পদার্থ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ সম্পন্ন, জীব অল্প জ্ঞানাদিগুণ সম্পন্ন, অতএব তেজঃ তিমিরবৎ অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাব, এই উভয়ের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বলুন? মহর্ষি বলিতে আরম্ভ করিলেন ; বৎস! যেরূপ নীল পীত কুসুমাদি সংযোগে অতি শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল স্বভাব শুভ্রস্ফটিক নীল পীতাদিরূপ ধারণ করে, এইরূপ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য স্বভাব ব্রহ্ম, জীবাত্মা রূপে দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি উপাধি সংযোগে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন হইয়া পরিচ্ছিন্নত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অল্পজ্ঞত্বাদি রূপ, সাধারণ ধর্ম্ম ধারণ করে। নীলাদি কুসুমের রূপ হইতে শুভ্র স্ফটিক বিবিক্ত করিলে

যেরূপ স্ফটিক আপন স্বরূপ লাভ করে, এইরূপ দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিরূপ উপাধি হইতে জীব-চৈতন্য বিবিক্ত হইলেই উহার ব্রহ্ম স্বরূপ আবির্ভূত হয়, দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমানিত্বই জীবের জীবত্ব, উহাদের অভিমানশূন্যত্বই ব্রহ্মত্ব বুঝিবে। অতএব মুক্তাবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান ত্যাগ হেতু, অর্থাৎ আমি এই, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ইত্যাদি অহং বুদ্ধি ত্যাগ হেতু শরীরস্থ হইয়াও জীব অশরীরী হয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াও জীব নিষ্ক্রিয়, এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবাপন্ন হয় ইহা বেদ সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। সুতরাং জীবব্রহ্মের ভেদ অবিদ্যাকল্পিতউপাধিনিমিত্ত, যেরূপ এক মহাকাশ ঘটাদি উপাধি সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন ও মহাকাশ হইতে ভিন্ন ব্যবহার সিদ্ধ, এইরূপ এক ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরূপ উপাধি সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন ও জীব রূপে ভিন্ন ব্যবহার সিদ্ধ, আবার যেরূপ ঘটাদি উপাধির নাশে ঘটাকাশ মহাকাশ এক হইয়া মহাকাশ রূপে অনুভূত হয়, এই রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধির নাশে জীবব্রহ্ম এক হইয়া ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়; এই উভয় ব্যবহারের মধ্যে ভেদব্যবহার মিথ্যা, অবিদ্যাকল্পিত অভেদ ব্যবহার যথার্থ প্রমাণ সিদ্ধ। বৎস! আর দেখ একটি লণ্ঠন মধ্যে একটি আলো রাখিলে ঐ আলো যেরূপ লণ্ঠনের চতুষ্পার্শ্বস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যের আভা বুদ্ধি বৃত্তি মাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপে বুদ্ধি লণ্ঠন চতুষ্পার্শ্বস্থ দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বলিত হয়, আবার লণ্ঠন নাশে যেরূপ তত্রস্থ প্রতিবিম্ব আর আলো অভিন্ন

হয়, এইরূপ বুদ্ধিনাশে ব্রহ্ম ও তত্রস্থ প্রতিবিম্ব এক হয় ইহাই সুদৃষ্টান্ত বুঝিবে, চৈতন্যই ব্রহ্ম পদার্থ। ঐ চৈতন্যের বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বই জীব, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের একীভাবই নির্ব্বাণ মুক্তি, এই মুক্তি বুদ্ধি সত্ত্বে হইতে পারে না। অতএব মায়া নাশে তৎকার্য্য বুদ্ধির নাশ হইলে বিদেহ কৈবল্য-মুক্তি হয়। আর দেখ যেরূপ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে এইরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পড়ে, দর্পণ নাশে যেরূপ মুখবিম্ব আর প্রতিবিম্ব এক হয়, এইরূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি নাশে ব্রহ্মরূপ বিম্ব ও তৎপ্রতিবিম্ব এক হয়। এই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সংযোগেই বুদ্ধি চৈতন্যময় হইয়া বহ্নি সংযোগে অতি তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় চৈতন্য সহ অভিন্ন হয়। অর্থাৎ যেরূপ বহ্নি সংযোগে বহ্নির আকার ধারী লৌহপিণ্ড বহ্নি হইতে পৃথক্ করা যায় না, এইরূপ চৈতন্য সংযোগে চৈতন্যাকারধারী বুদ্ধিকেও চৈতন্য হইতে পৃথক্ করা যায় না, বুদ্ধি তন্ময় হয়, অতএব বুদ্ধিকেই ব্যবহারিক জীব বলিয়া বুঝিবে। আর দেখ যেরূপ বহু পাত্রে জল রাখিলে এক সূর্য্যবিম্বের বহু প্রতিবিম্ব পড়ে, এইরূপ এক ব্রহ্মের বহু বুদ্ধিতে বহু প্রতিবিম্ব পতিত হয়, আবার জলপাত্র ভঙ্গে যেরূপ প্রতিবিম্ব ও সূর্য্যবিম্ব এক হয়, এইরূপ বুদ্ধিনাশে জীবব্রহ্মের একতা বুঝিবে। বুদ্ধি হইতে অবিবিক্ত হইয়া চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম জীবোপাধি প্রাপ্ত হন, এবং মায়া বশতঃ বুদ্ধি, ধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, মোহ, দ্বারা, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অভিমানী হইয়া সংসারী হন, এবং জড় প্রকৃতি বুদ্ধি ও চৈতন্যযোগে চৈতন্যময়ী হইয়া অহঙ্কারবৃত্তি প্রবাহে সংসারী

হয়। উভয়ের বিভেদ প্রত্যক্ষে মায়ানাশে জড় প্রকৃতি বুদ্ধির নাশ হয়, চৈতন্যাত্মক জীবের চৈতন্যময় ব্রহ্মে লয় হয় ইহাই বিদ্বজ্জনসঙ্গত জানিবে। ঋষিকুমার বলিলেন, মহর্ষে! নিরাকার চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব হয়, সাকার পদার্থেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, অতএব ইহার যুক্তি বলুন। ঋষি বলিলেন বৎস! নিরূপ নিরাকার পদার্থের যে প্রতিবিম্ব হয়না ইহার কোন প্রমাণ নাই, আমরা দেখিতে পাই না বলিয়াই যে নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় না, ইহা বিশ্বাস করিব ইহারও কোন যুক্তি নাই। পৃথিবীস্থ সকল পদার্থের স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং অপ্রত্যক্ষ পদার্থের কিরূপ অবস্থা ইহা আমরা কিরূপে নিশ্চয় করিব, বিশেষতঃ ব্রহ্মের অবস্থা। যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতেছেন, যাঁহার অংশ হইয়াও আমরা তাহাকে জানিতে পারি না, যাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া নিজের স্বরূপ পর্য্যন্ত জানিতে পারি না, তাঁহার প্রতিবিম্ব হয় কি না ইহা কিরূপে নিশ্চয় করিব। তবে কি বেদ বলিতেছেন ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণে পতিত হয় ঐ প্রতিবিম্ব সংযোগে জড় প্রকৃতি অন্তঃকরণ চৈতন্যময় হয়, উহাকেই জীবাত্মা বলে, সুতরাং এই বেদবাক্যই প্রমাণ করিয়া উহা বিশ্বাস করিব। বৎস! বেদ বিশ্বাস না করিলে অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদি তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। অতএব বেদ বিশ্বাস কর; ইহার যুক্তি তুমি স্বয়ংই বুঝিতে পারিবে। আর দেখ নিরাকার পদার্থের যে প্রতিবিম্ব হয় না ইহা বলা যায় না। জলাশয়ে মেঘমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলাদি সহ নিরাকার আকাশ মণ্ডলের প্রতিবিম্ব পতিত

হয় যদি বল মেঘাদি সাকার পদার্থেরই প্রতিবিম্ব পতিত হয় নিরাকার আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না ইহাও বলা যায় না, যেহেতু জলমধ্যে আকাশের প্রতিবিম্বরূপ অবকাশ দেখা যায়। অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে আকাশ অর্থাৎ অবকাশ উহা জলমধ্যে দেখা যায়, সুতরাং উহাকে নিরাকার আকাশের প্রতিবিম্ব বলিতে হয়। যেহেতু ঐ অবকাশ-আকাশ জল মধ্যে যাইতে পারে না; ইহাই নিরাকারের প্রতিবিম্বে সুদৃষ্টান্ত বুঝিবে, এবং চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্বদ্বারা যেরূপ জল উজ্বলিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বদ্বারা অন্তঃকরণ উজ্বলিত অর্থাৎ চৈতন্যময় হয় ইহাও নিশ্চয় বুঝিবে। বৎস! এই সংক্ষেপে বেদান্ত বর্ণিত হইল।

ইতি শ্রীশীতল চন্দ্র বেদান্তভূষণ বিরচিত
বেদান্ত দর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংপ্রতি বেদান্ত বিরুদ্ধ দর্শনের দোষ রাশি শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণে বেদান্তে দৃঢ়তর বিশ্বাস হইয়া ব্রহ্মাদি তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি হয়, এবং অন্য দর্শন দর্শনে নিবৃত্তি হয়। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম ঋষি ও বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা কনাদ ঋষি ঈশ্বরাদি ও সৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে এই রূপ কল্পনা করেন; যথা পরমাণু হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, এবং পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণ, যেরূপ কুম্ভকার মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া কুম্ভ রচনা করে সেইরূপ পরমেশ্বর পরমাণু সংগ্রহ করিয়া এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা উহাঁর নিত্যেচ্ছা নিত্য জ্ঞানাদি গুণের অপার মহিমা। আত্মা অপরিচ্ছিন্ন ও বহু এই দেহেন্দ্রিয় মনঃসংযোগে আত্মাতে জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক অচেতন এই স্থূলশরীরবিশিষ্ট আত্মাতে প্রথমতঃ মনের সংযোগ হয়, অনন্তর ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মা-সংযুক্ত-মনের সংযোগ হয়, তৎপর ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয়, অনন্তর অচেতন আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনঃ, অণু পরিমাণ ও নিত্য; আত্মা সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা ভোক্তা,

ও সংসারী অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি আত্মার গুণ ; এই গুণ আত্মার স্থূল শরীর সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, কাল দিক্ আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি নিত্য-পদার্থ ; পৃথিব্যাদি অন্য সমস্ত স্থূল পদার্থ অনিত্য ; পরমাণু চতুর্ব্বিধ—বায়বীয় পরমাণু, তৈজসিক পরমাণু, জলীয় পরমাণু ও পার্থিব পরমাণু। পরমাণু প্রত্যক্ষের অগোচর অতি সূক্ষ্মপরিমাণ অসংখ্য ও অন্ত্য-অবয়ব, অর্থাৎ প্রলয়ে সমস্ত জন্য স্থূল পদার্থের অবয়বের বিভাগ হইতে হইতে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাবয়বের আর বিভাগ হয় না, তাহার নাম পরমাণু; ঐ পরমাণুর সঙ্খ্যাকরা যায় না, এই পরমাণু সমষ্টিই এই বৃহৎ জগৎ বুঝিবে। বৎস! এইনৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের কল্পনা বিচারসহ নহে, তাহাদের মতে প্রলয়ে চতুর্ব্বিধ পরমাণু আত্মা দিক্ কাল মন, আকাশ ও পরমেশ্বর বিদ্যমান থাকে, ইহার মধ্যে পরমাণু আত্মা দিক্ কাল মনঃ ও আকাশ ইহারা সমস্তই তৎকালে অচেতন থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ কালে প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে পরিস্পন্দন ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বায়বীয় পরমাণু সঞ্চালিত হয়। অনন্তর পরমাণু সহ পরমাণু সংযুক্ত হইতে থাকে, দুইটি পরমাণুর সংযোগে একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তিনটি দ্ব্যণুক সংযোগে একটি ত্রিসরেণু এবং তিনটি ত্রিসরেণু সংযোগে একটি চতুরেণু উৎপন্ন হয়, এইরূপে ক্রমান্বয় পরমাণু সহ পরমাণু সংযোগে এই পৃথিবী গিরিকানন প্রভৃতি সমস্ত জন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মিলনের নাম সংযোগ, ঐ সংযোগ ক্রিয়াজন্য ; কোথায় একের ক্রিয়া জন্য যথা বৃক্ষকাকের সংযোগ, কোথায় উভয় ক্রিয়া জন্য

যথা মেষে মেষে সংযোগ, অতএব পরমাণুদ্বয় সংযোগে ক্রিয়া আবশ্যক, এবং ক্রিয়ার প্রতি কর্ত্তা আবশ্যক, অর্থাৎ ক্রিয়া জন্য পদার্থ সুতরাং জন্যের উৎপত্তির প্রতি জনক আবশ্যক। অতএব সৃষ্টি আরম্ভে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগক্রিয়ার জনক কে! যদি বল আত্মা, তাহা হইতে পারেনা, তৎকালে আত্মা সকল অচেতন থাকে। অচেতন কখন ক্রিয়া জন্মাইতে পারেনা, উহা স্বীকার করিলে দৃষ্ট বিরুদ্ধ হয়। পরমাণুই স্বয়ং ক্রিয়াবান্ হইয়া সংযুক্ত হয় ইহাও কল্পনা করা যায়না যেহেতু উহারা ও অচেতন, অচেতন ঘট স্বয়ং ঘটান্তরের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখা যায়না, চেতন কোন জীব সংযুক্ত করিয়া দিলেই সংযুক্ত হয়, দৃষ্টানুসারে কল্পনাই গ্রাহ্য, এবং অদৃষ্টাদি অচেতন কোন পদার্থই স্বয়ং পরমাণু সংযোগ ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারেনা, সুতরাং ক্রিয়ার অভাবে সংযোগের অভাব, সংযোগের অভাবে দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টির অভাব প্রসঙ্গ হয়। যদি বল সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই পরমাণু সংযোগ ক্রিয়ার কর্ত্তা, অর্থাৎ পরমাণু সম্মিলন করিয়া পরমেশ্বরই এই স্থূল জগত রচনা করিয়াছেন ইহাও সঙ্গত নহে। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে পরমেশ্বরের শরীর আছে কি না; যদি বল আছে, তবে পরমেশ্বর অনিত্য হন; যদি বল শরীর নাই, তবে পরমেশ্বর তৎকালে আত্মারন্যায় অচেতন থাকেন, সুতরাং অচেতন হইতে পরমাণু সংযোগ ক্রিয়া হইতে পারেনা, পূর্ব্বোক্ত দোষই প্রতিপন্ন হয়, পরমেশ্বরের শরীর নাই কিন্তু নিত্যজ্ঞান নিত্যইচ্ছা প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান আছে, ইহাও বলিতে পারনা যেহেতু তোমাদের মতেই জ্ঞানেচ্ছাদি

গুণোৎপত্তির প্রতি দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতির সংযোগ কারণ কল্পিত হয়, উহা ঈশ্বরের প্রতি প্রযোজ্য নহে ইহা বলাও অসঙ্গত; একরূপই বিষয় এক স্থানে হয়, একস্থানে নয়, একথা বলিলে লোক বিশ্বাস করেনা, এবং শরীর সংযোগ ভিন্ন জ্ঞানবান্ পদার্থের অস্তিত্ব ও অপ্রসিদ্ধ, যদি বল অনুমান করিব তাহাও বলিতে পারনা, পরমেশ্বরের নিত্য-জ্ঞানাদি বিষয়ে ব্যাপ্তির অভাব, অর্থাৎ অনুমানে দৃষ্টান্তাদি স্থল দেখাইতে হয়, এই অনুমানে উহার অসম্ভব। অতএব অনুমান করিতে তোমারা স্বয়ংই অসমর্থ। যদিবল বেদ প্রমাণ তাহাও হইতে পারেনা, বেদে পরমেশ্বরের নিত্যেচ্ছা নিত্য জ্ঞান বলেনা, কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য জ্ঞান স্বরূপ বলে, অর্থাৎ তুমি পরমেশ্বরকে নিত্যজ্ঞানের অধিকরণ বলিয়া নিরূপণ কর, বেদ নিত্যজ্ঞান ও পরমেশ্বর অভিন্ন পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করেন, সুতরাং বেদপ্রমাণ তোমরা স্বীকার করিতে পারনা, আর উহাকে প্রমাণ বলিলে তোমার মতেই দোষ বর্দ্ধিত হয়। যদিবল সাধকের হিতার্থ পরমেশ্বর দেহাদি অবলম্বন করেন, অতএব পরমেশ্বরে প্রলয় কালে চৈতন্য থাকিতে পারে ইহাও অসঙ্গত। প্রথমতঃ পরমেশ্বরের শরীর কল্পনা করিলে পরমে-শ্বর জীবের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য হন, দ্বিতীয়তঃ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সর্ব্বজগতের কারণ হইতে পারেনা, যেহেতু বস্ত্রে সূত্রের ন্যায়, অথবা সুবর্ণ কুণ্ডলে সুবর্ণেরন্যায় যিনি সর্ব্বজগতে কারণরূপে অনুস্যূত রহিয়াছেন তিনিই সর্ব্বজগৎকারণ পরমেশ্বর, ইহা বেদ পুরাণেতিহাসাদি সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত। অতএব কিরূপে পরমেশ্বর, পরিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বজগতের

কারণ হইবেন? আর দেখ প্রলয় কালে সমস্ত শরীরাদি জন্য পদার্থের অভাব হয়, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং প্রলয়কালে পরমেশ্বরের শরীরাদি কল্পনাকরা যায়না। সৃষ্টির অনন্তর যখন সাধকগণ পরমেশ্বর চিন্তায় মগ্নহন তখন পরমেশ্বর সাধকের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত শরীর ধারণ করেন, এবং অসুরাদি ভয়ে দেবগণ ভীত হইয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে পরমেশ্বর অসুরাদি বধার্থ ও জগৎ রক্ষণার্থ শরীর ধারণ করেন ইহাই যুক্তি সঙ্গত। প্রলয় কালে কোন রূপেই ঈশ্বরের শরীর কল্পনাকরা যায়না, যদিবল পরমেশ্বরের নিত্যজ্ঞান স্বীকারে বাধা কি, বেদই মহাবাধা জন্মাইতেছেন। বেদ বলিতেছেন পরমেশ্বর নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ পরমেশ্বর নিত্য জ্ঞান ও নিত্যআনন্দ স্বরূপ এবং উহাকেই পারমার্থিক সৎ বলিয়া জানিবে। আর যেকিছু জ্ঞানবান্ পদার্থ দেখিতেছ উহাদের জ্ঞান আত্মাতে মন ইন্দ্রিয়বিষয়সংযোগে উৎপন্ন হয়, সুতরাং তোমরা পরমেশ্বরকে জ্ঞানবান্ পদার্থ বলিতেছ উহার জ্ঞান দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন কিরূপে নিষ্পন্ন হয়। এবং তোমরাও জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি শরীরকে বিশেষ করিয়া কারণ বল ইহাও প্রধান বাধা। অতএব প্রলয়ে তোমাদের কল্পিত পরমেশ্বর অচেতন হইয়া পড়েন, অচেতন ক্রিয়া করিতে পারেনা, কিরূপে পরমেশ্বর পরমাণু সংগ্রহ করিয়া এই বিশাল জগৎ রচনা করিবেন, অর্থাৎ পরমাণু সংযোগ ক্রিয়ার কারণাভাবে দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি কল্পনা হইতে পারেনা, ইহাই বিচারতাৎপর্য্য। যদি বল, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু মিলিত হইয়া এই বিশাল

জগৎ নির্ম্মাণ হইয়াছে ইহার আর তর্ককি ? অসঙ্গতিই বা কি ? ইহাও বলিতে পারনা। তোমরা তর্কবলে বেদাদি শাস্ত্র নিরূপিত পরমেশ্বরের স্বরূপ ও সৃষ্ট্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ ও সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করিতে চাও, সুতরাং ঈশ্বরাদি বিষয়ে তর্ক কি ইহা বলিতে পারনা। পরমেশ্বরাদির স্বরূপ নির্দ্দোষ রূপে নির্ণয় করিতে তোমরা অসমর্থ, কেবল কুতর্ক দ্বারা যথার্থ বিষয় গোপন করিতে চাও। আর স্বীয় কল্পিত শাস্ত্রেরও আরম্ভ ও উপসংহার সুশৃঙ্খলরূপে প্রতিভাত হয়না, তর্ক করিলে ক্রমান্বয়েই দোষরাশি উপচিত হয়। অতএব ইহা হইতে আর অসঙ্গতি কি ? যদিবল পরমাণুই চলন স্বভাব, অতএব স্বীয় স্বীয় সংযোগ ক্রিয়ার কারণ, যেরূপ জল ও বায়ু চলন স্বভাব, সুতরাং জলে জলে সংযোগ ও বায়ুতে বায়ুতে সংযোগ, ঐজল ও বায়ুর স্বীয় চলন ক্রিয়া দ্বারাই সাধিত হয়, এইরূপ পরমাণু দ্বয়েরও সংযোগ জানিবে ইহাও বলিতে পারনা, যেহেতু যদি পরমাণুর চঞ্চল স্বভাব নিত্য বল তবে সৃষ্টি হইতে পারেনা, অনবরতই পরমাণুর বিভাগ অবস্থা থাকিতে পারে ঐক্য হইতে পারেনা, অর্থাৎ চঞ্চল স্বভাব বশতঃ পরমাণু অনবরত ছুটাছুটি করিতে থাকে, কখনও মিলন হইতে পারেনা, যেরূপ বায়ু চঞ্চল স্বভাব একস্থানে অবস্থান করিতে পারেনা, ঐরূপ পরমাণুও স্থিতিশীল হইতে পারেনা, কিরূপে উভয়ে মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টি করিবে। আর যদি পরমাণুর চঞ্চলস্বভাব অনিত্য তবে ঐস্বভাব জন্মাইতে কারণের কল্পনা করিতে হয়, যাহাতে তোমরা অসমর্থ, সুতরাং পূর্ব্বকথিত দোষ অপসারিত

হয়না, কিরূপে পরমাণুর চঞ্চল স্বভাব কল্পনা করিবে। অদৃষ্ট কিম্বা কালাদি, পরমাণুসংযোগ ও বিয়োগের প্রতি কারণ, অর্থাৎ জীবের ভোগ জনক যে অদৃষ্ট, অর্থাৎ পাপ, পুণ্য, সৃষ্টি ও প্রলয় না হইলে তাহার ভোগও হইতে পারেনা, সুতরাং সৃষ্টি প্রলয়ের প্রতি পাপ পুণ্য কারণ এবং কাল আকাশ প্রভৃতি না হইলে সৃষ্টি প্রলয় অসম্ভব, অতএব কাল প্রভৃতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রতি কারণ; ইহাও কল্পনাকরা অসঙ্গত। অদৃষ্ট কাল প্রভৃতি অচেতনপদার্থ উহারা সৃষ্টি কালে পরমাণুর সংযোগ ক্রিয়া ও প্রলয়কালে পরমাণুর বিভাগ ক্রিয়া করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বোক্ত দোষের অপনোদন হয় না, এবং অদৃষ্ট, জীবে সমবেত হইয়া থাকে, ঐ অদৃষ্ট, কিরূপে পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মাইবে কারণের কার্য্যাধিকরণে থাকাই উপযুক্ত, অর্থাৎ যেস্থানে কার্য্য উৎপন্ন হয়, ঐ স্থানে কারণ অবস্থিত হইয়া কার্য্য জন্মায় ইহাই দৃষ্টানুসারে কল্পনা উপযুক্ত হয়, অন্যরূপ কল্পনা সঙ্গতনহে। আর যদি বল অদৃষ্ট কিম্বা কালাদির বিশেষ শক্তি আছে, ঐ শক্তিদ্বারা সৃষ্টি কালে পরমাণুর সংযোগ হয়, প্রলয় কালে পরমাণুর বিভাগ হয়, ইহাও বলিতে পারনা, ঐ শক্তি নিত্য বলিলে এককালীন সৃষ্টি প্রলয় হইতে পারে, উহা অসম্ভব, অনিত্য বলিলে ঐ শক্তিউৎপত্তিরপ্রতি কারণ অন্বেষণে পূর্ব্ববৎ দোষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া স্থির হইতে পারনা। অতএব যেরূপই তর্ক উপস্থিত কর, কোন তর্ক দ্বারাই পরমাণু কারণবাদ স্থির করিতে পারনা, কেবল ক্রোধ পরিপূর্ণ হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করিতে থাক। আর দেখ নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কল্পনাও

অসঙ্গত, এবং ঐ সংযোগ দ্বারা স্থূল ও সিদ্ধ হইতে পারেনা, যেপদার্থ দিগ্বিভাগে বিভক্ত উহারই সংযোগ হয়, অর্থাৎ যে পদার্থের পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর কল্পনা করা যায় উহারই ঐ রূপ দিগ্‌বিভাগে বিভক্ত পদার্থান্তরের সহিত সংযোগ হয়, সংযোগ সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া হয় না, এক দিকে সংযোগ হয় অন্য দিকে হয় না, যেরূপ দুইটি কুসুমে সংযোগ করিলে কুসুমদ্বয়ের এক দিকে সংযোগ হয়, অপর দিকে সংযোগ হয় না। এইরূপই সকল পদার্থের সংযোগ দেখা যায়, কিন্তু পরমাণুর এইরূপ দিক্ কল্পনা করিলে পরমাণু সাবয়ব হয়, উহার নিরবয়বত্বের হানি হয়, অর্থাৎ পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে পারা যায় না। পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে পরমাণু অনিত্য হয় যেহেতু সাবয়ব পদার্থ অর্থাৎ স্থূল পদার্থ নিত্য হইতে পারেনা, পরমাণু অনিত্য হইলে নিত্য পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি হয়, এই কল্পনা মিথ্যা হয়। পরমাণুকে নিরবয়ব বলিলে নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ অসম্ভব, পূর্ব্বোক্ত দোষ খণ্ডিত হয় না। যদি বল যেরূপ নিরবয়ব কাল ও আকাশের সংযোগ হয়, এইরূপ নিরবয়ব পরমাণু দ্বয়ের সংযোগ হয়, তাহাতেও তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয় না, যেহেতু দুইটি নিরবয়ব পদার্থের সংযোগে কোন কার্য্য হইতে পারে না। এবং স্থূল পদার্থও হইতে পারে না, আমরা দেখিতে পাই কাল ও আকাশের সংযোগে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এবং স্থূল পদার্থও উৎপন্ন হয় না, আর নিরবয়বে নিরবয়বে সংযোগ হয় কিনা তাহাও জানি না, যেহেতু ঐ সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব তুমি যে

রূপই কল্পনা কর কোন রূপেই পরমাণু হইতে সৃষ্টিকল্পনা সঙ্গত হয় না। আরও দেখ তোমার মতে আত্মা স্বাভাবিক অচেতন অর্থাৎ জড়, উহাতে চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ কল্পনাও অত্যন্ত বিরুদ্ধ, যেহেতু জড় প্রকাশের সম্বন্ধ অসম্ভব; দেখ জ্ঞান প্রকাশবিশেষ; এই প্রকাশবিশেষের সম্বন্ধ জড়ে অসম্ভব, যেহেতু মৃত্তিকা জল প্রভৃতি কোন জড় পদার্থেই জ্ঞানরূপ প্রকাশের উদয় দেখা যায় না, যদি বল মনের সংযোগে আত্মাতে চৈতন্যগুণের উদয়হয় ইহাও অসম্ভব, যেহেতু মনের সংযোগকে নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিয়া জড় আত্মাতে চৈতন্যরূপ গুণউৎপন্ন হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়, দেখ জড়ের চৈতন্যগুণ অসম্ভব, আমরা প্রস্তরাদি জড়ে চৈতন্য দেখিতে পাই না, যদিবল মনের সংযোগে হয়, তবে মনের সংযোগে জড়াত্মাতে চৈতন্যগুণ স্বীকার না করিয়া ঐ গুণ মনেরই স্বীকার করিলে ভাল হয়, যাহার সংযোগ ভিন্ন চৈতন্য হয়না এবং যাহার সংযোগের অভাবে চৈতন্য থাকেনা ঐ চৈতন্যগুণ তাহার এইরূপ বলিলে যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু তোমাদের স্বীকৃত আত্মার চৈতন্য গুণের হানি হয়, অতএব ইহাও বলিতে পার না, এবং যে কোন পদার্থের সংযোগে যদি জড়ে চৈতন্যগুণ হইত তবে সকলজড় পদার্থই চৈতন্য জীবের ন্যায় গমনাগমন করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু তাহা দেখা যায়না। অতএব তোমাদের মত অগ্রাহ্য। বৎস! নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের কেবল কুতর্ক পরিপূর্ণ শাস্ত্র. উহা পর্য্যালোচনা করিলে তত্ত্বজ্ঞান হারাইতে হয়, সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কি ফল। সঙ্ক্ষেপতঃ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের

ক একটি দোষ দেখাইলাম, সংপ্রতি সাঙ্খ্যনিরাস শ্রবণ কর। সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিল এইরূপকল্পনা করেন। যথা— জড়প্রকৃতিই এই বিশাল জড়জগতের মূল কারণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এইগুণত্রয়েরসাম্যাবস্থারনাম মূল প্রকৃতি, এই মূল প্রকৃতি জড় পদার্থ নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন, যেরূপ দুগ্ধ দধি রূপে পরিণত হয়, এইরূপ এই মূল প্রকৃতি এই জড় জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, এই জগৎ যে পরিণামশীল ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, যথা বট বীজ প্রকাণ্ডবটবৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে, আমাদের ভক্ষিত অন্নাদি রুধির, শুক্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি রূপে পরিণত হইতেছে, ইত্যাদি, এইরূপে আমরা অনুমান করিতে পারি, যে এই পৃথিবী, গিরি, সমুদ্র, প্রভৃতি অতি বিশাল জগৎ কোন একটি পদার্থ হইতে পরিণত হইয়াছে ঐ পদার্থের নাম মূল প্রকৃতি। আর দেখ, আমরা যে পদার্থই অনুভবকরি তাহাই সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক, যথা আমারা তিন জন একস্থানে উপবেশন করিয়াছি, এক সময় একটি রূপ লাবণ্যবতী মনোহারিণী বিলাসিনী উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়া আমাদের মধ্যে যাহার সে উপভোগ যোগ্যা তাহার সুখোদয় হইল, এবং যাহার সে উপভোগ যোগ্যা নহে তাহার দুঃখোদয় হইল, এবং তৃতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া অপার মোহপ্রাপ্ত হইল, ইহাদ্বারা বুঝিলাম ঐ স্ত্রী সুখদুঃখমোহময়ী এইরূপ অন্যান্যপদার্থও সুখদুঃখমোহময়, অনুসন্ধানকরিলে বুঝিতে পারাযায়। আমাদের অন্তঃকরণও কখন সুখময় কখন দুঃখময় ও কখনও বা মোহময় বলিয়া অনুভূত হয়, সুতরাং এই অনাদি জগৎ সকলই সুখ, দুঃখ, মোহময় বলিয়া

প্রতিভাত হয়। দেখ যেরূপ কারণ, কার্য্যও সেইরূপ, অতএব ইহার মূল ক'রণ সুখ দুঃখ মোহময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়. ঐ সুখই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, দুঃখ রজোগুণের ধর্ম্ম এবং মোহ তমো গুণের ধর্ম্ম। অতএব সুখ দুঃখ মোহাত্মক সত্ত্ব, রজঃ, তমোময়ী মূলপ্রকৃতি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এবং আত্মা বহু অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ, এই জ্ঞান স্বরূপ আত্মার সংযোগেই জড়স্থূলদেহে চৈতন্য হয়, নিত্য ঈশ্বর অসিদ্ধ, অর্থাৎ নিত্য যে একটি ঈশ্বর পদার্থ আছে উহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়না। সুতরাং নিত্য পরমেশ্বরাস্তিত্বের প্রতি কোন প্রমাণ নাই, জীবাত্মাই যোগাদি দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরোপাধি লাভ করেন। অতএব ঈশ্বরের প্রমাণ সিদ্ধ, সুতরাং জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে আবার সৃষ্টি কালে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সংযোগে প্রকৃতি বৈষাম্য অবস্থা প্রাপ্তহইয়া এই জগৎ রূপে পরিণত হয়। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের মূলাধারের ন্যূনাধিক ভাবই প্রকৃতির বৈষম্য অবস্থা, এই অবস্থা সৃষ্টিকালে হয়, এবং প্রলয়ে সমস্ত পদার্থের লয় হইতে হইতে যখন গুণত্রয় সমভাব অবলম্বন করে তখন গুণত্রয়ের সমভাবই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, এই অবস্থাবিশিষ্ট প্রকৃতিরই নাম মূল প্রকৃতি ও প্রধান, এই প্রধান হইতে প্রথমতঃ বুদ্ধির পরিণাম হয়। অনন্তর অহঙ্কার মনঃ দশেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ পৃথিব্যাদি স্থূল পদার্থের সূক্ষ্ম কারণ ও পঞ্চস্থূলভূতের পরিণাম হয়। এইস্থানে জিজ্ঞাস্য ;—প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্যমান অতিবৃহৎ জগৎ

পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতিই এই বৃহৎ জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন ইহাই তোমার মতে স্থির সিদ্ধান্ত, কিন্তু জড় প্রকৃতি কি স্বভাবতঃই এই জগৎ আকার ধারণ করিয়া থাকেন কি কারণান্তরকে অপেক্ষা করেন। যদি বল স্বভাবতঃই প্রকৃতি জগৎ আকার ধারণ করিয়াছেন, তবে সৃষ্টিকালে প্রকৃতির চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সহিত তোমার কল্পিত সংযোগস্বীকার ব্যর্থ হয়, সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে প্রকৃতি স্বভাবতঃ জগৎ আকার ধারণ করিতে পারেন না, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সংযোগরূপ কারণান্তরসহায়ে জগৎ আকার ধারণ করেন, কিন্তু তোমার কল্পনানুসারে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হওয়া অসম্ভব। প্রকৃতি নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম, আত্মা ও নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম, সুতরাং এই উভয়ের সংযোগ অনবরতই রহিয়াছে। কি রূপে প্রলয়ে সংযোগ থাকেনা, সৃষ্টিকালে সংযোগ উৎপন্ন হয়, ইহা কল্পনা করা যায়, যেরূপ আকাশ ও কাল অপরিচ্ছিন্ন, এই উভয়ের সংযোগ নিত্যই উপলব্ধি হয়, কোন কালেই আকাশ ও কালের বিভাগ কিম্বা জন্য সংযোগ উপলক্ষিত হয় না যেহেতু উহা অসম্ভব; এইরূপ প্রকৃতি পুরুষেরও সংযোগ বিভাগ অসম্ভব; দেখ পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পদার্থদ্বয়েরই জন্য সংযোগ আমরা দেখিতেছি, যথা মেষে মেষে সংযোগ। দৃষ্টানুসারে কল্পনাই গ্রাহ্য, অযুক্তি কল্পনাদ্বারা পদার্থ সিদ্ধি করিতে হইলে যাহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কল্পনা হইতে পারে; যেহেতু কল্পনা মনুষ্যাধীন, কিন্তু মিথ্যা কল্পনাদ্বারা কোন পদার্থ সিদ্ধি হয় না, কল্পনামাত্রই হয়। যদি বল বৈষম্য

অবস্থায় প্রকৃতির আত্মার সহিত যে সংযোগ উহা নিত্য নহে, যেহেতু প্রলয়ে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা থাকে। অতএব প্রকৃতি পুরুষের নিত্য সংযোগ থাকিলেও প্রকৃতির অবস্থা বিশেষে যে আত্মার সহিত সংযোগ উহা জন্ম এবং সৃষ্টির কারণ। ইহাও অসঙ্গত, প্রথমতঃ তোমার মতে প্রকৃতি ক্ষণকালও অপরিণাম অবস্থায় থাকে না, সুতরাং বৈষম্যাবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ঘটেনা, অনবরতবৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতি আত্মার সংযোগে অনবরতই সৃষ্টি করিতে থাকে ইহা স্বীকার করিলে প্রলয় হইতে পারে না। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম মূল প্রকৃতি এই উপদেশও মিথ্যা হয়, যে হেতু প্রকৃতির কখনও সাম্যাবস্থা হইতে পারে না, যদি বল সমস্ত জগতের লয় হইতে হইতে অবশেষে প্রকৃতি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হন, অতএব ঐ অবস্থাবিশিষ্ট প্রকৃতিকেই আমরা মূল প্রকৃতি বলি ; তাহাতেও সৃষ্টির কল্পনা সঙ্গত হয় না। যেহেতু মূল প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির সৃষ্টি হয়, এই কল্পনার সহিত বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্তপ্রকৃতি হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এই কল্পনার বিরোধ হয় ? কারণ প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই নিখিল সৃষ্টির কারণ, সাম্যাবস্থা কোন সৃষ্টির কারণ নহে, অথচ প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায় মূল প্রকৃতি নাম হয় না। সাম্যাবস্থারই মূল প্রকৃতি নাম হয়, সুতরাং মূল প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি কল্পনা ব্যর্থ হয়। আর যদি বল কখনও যাহার সাম্যাবস্থা হয় তাহারই নাম মূল প্রকৃতি, তাহা হইলে বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই মূল প্রকৃতি হয়, যেহেতু বুদ্ধি প্রভৃতিরও লয় হইতে হইতে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম রূপে প্রকৃতিতে থাকে, সুতরাং

ঐ অবস্থাই বুদ্ধি প্রভৃতির সাম্যাবস্থা। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে মুল প্রকৃতির স্থির হয় না, সুতরাং সৃষ্টি কল্পনা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

জড় প্রকৃতি হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টির কল্পনা, কোন জড় পদার্থ বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছে, ইহা সঙ্গত হয় না, আমরা অতিসূক্ষ্মানুসন্ধানেও এরূপ দেখিতে পাই না, কিন্তু চেতন প্রতিভাশালী পদার্থই নানারূপ গৃহপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতেছে ইহাই দেখিতে পাই। অতএব দৃষ্টানুযায়ী কল্পনাই সঙ্গত, অদ্ভুত কল্পনাদ্বারা লোক বিমোহন করা অসঙ্গত, এই সৃষ্টির কৌশল একবার দর্শন করিলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভিন্ন জড় প্রকৃতি এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়াছে ইহা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীস্থ কুসুম প্রভৃতি জড় পদার্থে, আকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল প্রভৃতি জড় তেজোময় পদার্থে, এবং হংস, ময়ুর প্রভৃতি চেতন পদার্থে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তবেই অচিন্ত্যমহিমপরমেশ্বরের সৃষ্টির কৌশল লক্ষিত হইবে। যদি বল আত্মার সংযোগে প্রকৃতি চেতনময়ী হইয়া এই বিচিত্র সৃষ্টি করেন, অতএব অচেতন হইতে আমরা সৃষ্টি কল্পনা করিনা ইহাও বলিতে পারনা, যেহেতু যাহার সংযোগে এই বিচিত্র সৃষ্টি হয়, এবং যাহার সংযোগের অভাবে এই সৃষ্টি হয় না, তাহারই এই বিচিত্র সৃষ্টি জন্মাইবার শক্তি কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু তাদৃশ শক্তি সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে থাকিতে পারে না। তুমি জীবাত্মা ভিন্ন অন্য নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার

কর না, সুতরাং কিরূপে সাধারণশক্তিসম্পন্ন জীবের সংযোগে জড় প্রকৃতি এই বিচিত্র সৃষ্টি করিবেন। যদি বল জড় প্রকৃতিরই এই অদ্ভুত শক্তি তাহাও সঙ্গত হয় না, যেহেতু তিনি চৈতন্য সংযোগ অপেক্ষা করেন। যদি জড় প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি রচনা শক্তি থাকিত তবে আর তিনি চৈতন্য সংযোগ অপেক্ষা করিতেন না। আমরা দেখিতেছি বহ্নির দাহিকা শক্তি, বসুন্ধরার ধারণ শক্তি, বায়ুর বহন শক্তি, প্রভৃতি সেই সেই কার্য্য জন্মাইতে অন্য কোন পদার্থের সহায় অবলম্বন করেনা। অতএব মূল প্রকৃতির তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তি থাকিলে তিনি কখনই জীবাত্মার সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। যদি বল বহ্নি স্বীয় দাহিকা শক্তি প্রকাশ করিতে যেরূপ কাষ্ঠাদির সংযোগ অবলম্বন করে, এইরূপ সৃষ্টি শক্তি প্রকাশ করিতে মূল প্রকৃতি আত্মার সংযোগ অবলম্বন করেন ইহাও সঙ্গত হয় না, যেহেতু বহ্নি নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে কাষ্ঠাদির সংযোগ অবলম্বন করেনা, কিন্তু উহাকে স্বশক্তিদ্বারা ভস্ম করিতে গ্রহণ করে, এবং ঐ শক্তির ক্রিয়াদ্বারা কাষ্ঠাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই রূপ মূল প্রকৃতি স্বীয় শক্তির ক্রিয়াদ্বারা আত্মাকে বিনাশ করিতে আত্মার সংযোগ অবলম্বন করেন না, সুতরাং ঐ দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যদি বল এই জড় পৃথিবী হইতে নানারূপ বৃক্ষ লতা প্রভৃতির সৃষ্টি দেখিতেছি, অতএব মূল জড় প্রকৃতি হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টির অসম্ভব কি? ইহাও অসঙ্গত, যদি পৃথিবী অন্য কাহাকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাভাবিক স্বীয় শক্তিদ্বারা এই বিচিত্র বৃক্ষ লতাদির সৃষ্টি

করে ইহা কল্পনা করা হয় তবে পৃথিবীর কারণ মূল প্রকৃতি অন্যকে অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন এই কল্পনা অসঙ্গত হয়, কারণ মূল কারণ হইতে তাহার কার্য্যে শক্তি অধিক কল্পনা সঙ্গত হয় না, উহা বিদ্বজ্জনের অগ্রাহ্য। অতএব এই সকল জড় পদার্থ যাহার সংযোগে এই বিচিত্ররূপ পরিণাম ধারণ করে, তিনিই নিত্য পরমেশ্বর ইহা তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বীকার করিলে তোমার শাস্ত্রোক্ত নিরীশ্বরবাদ মিথ্যা হয়। আর তুমি পৃথিব্যাদি সমস্ত জড় পদার্থ সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক কল্পনা করিয়া উহাদের মূল কারণ ও সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক কল্পনা কর, কিন্তু দৃষ্টানুসারে ঐ কল্পনাও সঙ্গত হয় না, আমরা দেখিতে পাই পৃথিব্যাদি পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখাদি অন্তঃকরণে উদিত হয়, এবং উহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অভাবে অন্তঃকরণে উহার উদয় হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ অন্তঃকরণে সুখাদিগুণের আবির্ভাবের নিমিত্তকারণ ইহাই কল্পনা করা যায়, কিন্তু কুসুমাদি বিষয় দর্শনে অন্তঃকরণে সুখাদি গুণের উদয় হয় বলিয়া কুসুমাদি পদার্থকে সুখ, দুঃখ, মোহ স্বরূপ বলা যায় না, এবং বিষয়কে সুখ, দুঃখ, মোহ বলিয়া কেহ ব্যবহার করেনা, বিষয়, সুখ, দুঃখ ও মোহের কারণ ইহাই সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারসিদ্ধ, সুতরাং সাধারণ লোকের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া অদ্ভুত কল্পনা করিয়া তোমরা অত্যন্ত হাস্যাস্পদের কারণ হও, আর এই কল্পনা পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রের বিষয় থাকে না। যেহেতু সুখ, দুঃখ,

মোহাত্মক জড় প্রকৃতিই তোমাদের শাস্ত্রের বিষয়, অতএব ঐ বিষয় পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। এবং নিরাকার জড় প্রকৃতি হইতে যে সাকারের সৃষ্টি কল্পনা ইহাও বিশ্বাস হয় না। আমরা নিরাকার জড় অনুভব করিতে পারি না, কিরূপে উহার সৃষ্টি শক্তি কল্পনা করিব। অতএব তুমি যে রূপই কল্পনা কর, নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার না করিলে ঐ সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হয়। নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার করিলে তোমার নিরীশ্বরবাদ শাস্ত্র ব্যর্থ হয়, সুতরাং তোমার স্বকপোল কল্পিত শাস্ত্র বিদ্বানের অগ্রাহ্য। বৎস! অতি সঙ্ক্ষেপে এই সাঙ্খ্য নিরাস কথিত হইল। পাতঞ্জল দর্শনেরও নিত্য পরমেশ্বর বাদ ও যোগবাদ ভিন্ন অন্য প্রকৃতি প্রভৃতি সাঙ্খ্য কল্পনার ইহাদ্বারাই নিরাস বুঝিবে, যে হেতু পাতঞ্জলের আর সাঙ্খ্যের একই অভিপ্রায়, কেবল পাতঞ্জলে নিত্য পরমেশ্বর বাদ, আর সাঙ্খ্যে নিত্য পরমেশ্বরের অসিদ্ধিবাদ এই মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয়, আর জড় প্রকৃতি প্রভৃতির কল্পনা উভয় স্থানেই সমান লক্ষিত হয়, সুতরাং পাতঞ্জল নিরাসে পৃথক্ যত্নকরা ব্যর্থ জানিবে।

বৎস! সংপ্রতি জৈমিনি প্রদর্শিত দর্শন নিরাস শ্রবণ কর। জৈমিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড মীমাংসা করিয়াছেন, ঐ মীমাংসিত কর্ম্মকাণ্ডকে পূর্ব্ব মীমাংসা বলা যায়, এই পূর্ব্ব মীমাংসায় কেবল বেদান্তের বিরুদ্ধাংশই নিরাস্য জানিবে। যথা জৈমিনি বলেন সকল বেদই ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ার্থক বেদেরই প্রামাণ্য, যে বেদ ক্রিয়াবোধক নহে, উহার কোন প্রামাণ্য নাই, স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধাদি যাগ ক্রিয়া

করিবে ইত্যাদি ক্রিয়াবোধক বেদের প্রামাণ্য। অখণ্ডনীয় ব্রহ্মাদির স্বরূপপ্রতিপাদনে বেদার্থের তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু ক্রিয়া বিধির অঙ্গ রূপেই সকল বেদার্থের তাৎপর্য্য জানিবে, অর্থাৎ ক্রিয়াবিধি প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ড বেদের অর্থ সপ্রমাণ ও পুরুষার্থ সাধক, আর ব্রহ্মাদি পদার্থের স্বরূপ প্রতিপাদক বেদান্ত নামক বেদের অর্থ অপ্রমাণ ও পুরুষার্থের অসাধক, কিন্তু ঐ ক্রিয়া বিধির অঙ্গরূপে উহার তাৎপর্য্য গ্রহণে সার্থকতা জানিবে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ নিত্য প্রসিদ্ধ পদার্থ, জীব ও ব্রহ্ম এক পদার্থ ইত্যাদি বেদান্তের অর্থজ্ঞানে জীবের কোনই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না, যেহেতু প্রসিদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের কোন উৎকর্ষ অপকর্ষ কি তারতম্য নাই, ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা পুরুষের কি পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবে, যেরূপ সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট বসুন্ধরা এই প্রসিদ্ধ পদার্থের জ্ঞানে পুরুষের কোন পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না, এইরূপ ব্রহ্মাদি প্রসিদ্ধ পদার্থ প্রতিপাদক বেদার্থের জ্ঞানে ও কোন পুরুষার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা করা যায় না। কর্ম্মকাণ্ড বেদের দ্বারা পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্তি হইতেছে, সুতরাং স্বর্গাদি ফল লাভে পুরুষের পুরুষার্থ সিদ্ধির অধিক তর সম্ভাবনা দেখা যায়। নিত্য সিদ্ধ আকাশাদি পদার্থ জানিয়া পুরুষের কি অর্থ সিদ্ধি হইবে। অতএব ক্রিয়ার্থ বেদেরই স্বতঃ প্রামাণ্য। ক্রিয়ার অর্থ কর্ম্ম, এই কর্ম্ম ত্রিবিধ, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাবজ্জীবন সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম, পুত্র জন্মাদি নিমিত্ত বিহিত যাগাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম ত্রিবিধ, ঐহিক

ফল জনক, পারলৌকিক ফল জনক, ও ঐহিক পারলৌকিক উভয় ফল জনক। যথা অনাবৃষ্টিকালে শুষ্ক শস্যাদির সঞ্জীবন কামনায় বিহিত কারীর্য্যাদি যাগ, ঐহিক ফল জনক কাম্য কর্ম্ম। স্বর্গ কামনায় বিহিত দর্শ পৌর্ণমাসাদি যাগ পারলৌকিক ফল জনক কাম্য কর্ম্ম। ইহলোকে ঐশ্বর্য্য পরলোকে স্বর্গাদি স্থান লাভ কামনায় বিহিত বায়ু-দৈবত যজ্ঞীয় শ্বেত ছাগাদি হিংসা ঐহিক ও পারলৌকিক ফল জনক কাম্যকর্ম্ম ইত্যাদি। এই কর্ম্ম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত। বেদ বোধিত স্বর্গাদি ইষ্ট স্থানাদি লাভের সাধন যাগাদি ধর্ম্ম; বেদ বোধিত নরকাদি অনিষ্ট স্থানাদি লাভের সাধন হিংসাদি অধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক ক্রিয়া বিষয়ক বেদেরই প্রামাণ্য; অবশিষ্ট বেদ অর্থবাদ মাত্র উহার ক্রিয়াবিধির অঙ্গরূপেই প্রামাণ্য স্বতঃ প্রামাণ্যাভাব অর্থাৎ উক্ত বেদ ক্রিয়ার পোষক মাত্র উহার স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণে কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। অর্থবাদ চারি প্রকার—নিন্দা, প্রশংসা, প্রকৃতি, পুরাকল্প। যিনি রৌপ্য খণ্ড যজ্ঞে দক্ষিণার্থ দান করিবেন তাঁহার গৃহে পরিবারগণ সংবৎসর রোদন করিবে ইত্যাদি রজত দক্ষিণা নিন্দা, নিন্দাবাদ। বায়ুকে শীঘ্রগামী দেবতা জানিয়া যিনি কর্ম্ম করিবেন তাঁহার কর্ম্ম ফলাদি শীঘ্র লাভ হইবে ইত্যাদি, প্রশংসাবাদ। অগ্নি কামনা করিয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব এই কর্ম্ম সত্বর ফলদায়ক ইত্যাদি বাদ প্রকৃতিবাদ। অগ্নি এইরূপ ব্রহ্মার নিকটে বলিয়া ছিলেন, অতএব এই কর্ম্ম অতি ফলদায়ক ইত্যাদি বাদ পুরাকল্প। এই সকল নিন্দাদিবাদের অর্থ যথার্থ নহে, কেবল ইহাদ্বারা

সেই সেই কর্ম্মের প্রশস্ততা প্রতিপাদন মাত্র জানিবে, অর্থাৎ অর্থবাদের তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে কেবল কর্ম্মকর্ত্তার প্রবৃত্তি জনন ও নিবৃত্তি জনন মাত্র; ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। যেরূপ দেবতা মন্ত্রাত্মক হইলেও উপাসকের উপাসনায় অতিশয় রুচির জন্য উঁহার শরীর কল্পনা হয়, এইরূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কর্ত্তার প্রশংসার জন্য ব্রহ্মের সহিত অভেদ দর্শিত হয়। উপাসনা বিধিতে উপাসকের অত্যন্ত শ্রদ্ধার জন্য ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ, অতিবৃহৎ, উহা হইতেই সৃষ্টি, সংহার, পালন প্রভৃতিও বর্ণিত হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মাদি প্রতিপাদক বেদ ভাগের স্বার্থাংশে প্রামাণ্য নাই, ক্রিয়াবিধির অঙ্গরূপেই প্রামাণ্য ইত্যাদি। এস্থানে জিজ্ঞাস্য এই;—বেদ সাধারণ পুরুষ নির্ম্মিত নহে, ইহা উভয় বাদী সম্মত এবং জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দুই ভাগে বেদ বিভক্ত, ইহাও সর্ব্ব সম্মত। বেদের যথার্থ অর্থ গ্রহণে যুক্তি প্রকরণাদির অপেক্ষা আছে ইহাও সর্ব্বানুমোদিত। অতএব বিষয় ভেদে ও প্রকরণাদি ভেদে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের ঐক্য কিরূপে যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? কর্ম্মকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম, অধিকারী ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি, ফল স্বর্গাদি স্থান প্রাপ্তি; জ্ঞানকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, অধিকারী মুমুক্ষু ব্যক্তি, ফল মুক্তি। অতএব অধিকারী বিষয় প্রয়োজন ভেদে কাণ্ডদ্বয়ের অত্যন্ত ভিন্নতা সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ে বিস্পষ্ট বিকাশমান হয়, কিরূপে কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মবিধির অঙ্গরূপে জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? যেরূপ তেজঃ ও তিমিরের একাধিকরণ বা মিশ্রণ হইতে পারেনা এইরূপ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের

একাধিকরণ বা মিশ্রণ হইতে পারেনা, কর্ম্মের ফল জন্য-স্বর্গাদি. জ্ঞানের ফল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নিত্যমুক্তি ; কর্ম্মফলের ভোগান্তে নাশ হয়, অনন্তর কর্ম্মপরমনুস্যাদিযোনিতে পুনরাবৃত্তি হয়। জ্ঞান ফলের নাশ হয়না, মায়া নাশে সংসারের অবসাদন হয়, দ্বৈতজ্ঞান সমূলে উচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানী নিত্যসচ্চিদানন্দরূপব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া নিত্য মুক্ত হন। আর মনুষ্যাদি যোনিতে আবৃত্তি লাভ করেন না, এইরূপ জ্ঞান কাণ্ডের ও কর্ম্মকাণ্ডের বেদ প্রতিপাদ্য বিস্পষ্ট সাক্ষাৎ ভেদসত্ত্বে কাণ্ডদ্বয়ের একবাক্যতা করা ভ্রমবিলাস মাত্র জানিবে। ঋষিকুমার এইরূপ গুরু বাক্য শ্রবণে স্থানে স্থানে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষে! ক্রিয়াবিধির কর্ত্তা সচ্চিদানন্দরূপভূত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, ব্রহ্ম, এইরূপ ক্রিয়ায় অঙ্গকর্ত্তার প্রশংসাপর বেদান্তের অর্থ করিলে দোষ কি? এবং সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মই জগৎ সৃজন, পালন, সংহারাদি করিতেছেন। অতএব ইনিই পর-মেশ্বর. উহাকে সূর্য্যমণ্ডল, শালগ্রাম শিলা ও প্রতিমা প্রভৃতিতে উপাসনা করিবে, এইরূপে উপাসনা বিধির অঙ্গরূপে উপাসকের চিত্তের একাগ্রতার জন্য প্রশংসাপর বেদান্তের মর্ম্ম গ্রহণেই বা দোষ কি? ঐরূপ উপাসনাদিক্রিয়াদ্বারা পরমানন্দরূপ অক্ষয় স্বর্গাদি স্থান লাভ হয়, উহাকেই মুক্তি বলিব। অশ্ব-মেধাদি যাগদ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। ব্রহ্ম উপাসনা ক্রিয়াদ্বারা তাহা হইতে উচ্চতর স্বর্গাদি স্থান লাভ হইবে, এইরূপ বেদের অর্থে বাধা কি ইহা বিস্তার করিয়া বলুন। ঋষি বলিতে আরম্ভ করিলেন;—বৎস! সমস্ত বেদান্ত শ্রবণ করিয়া

এইরূপ সন্দেহ করায় আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম না, যেহেতু বেদান্তের মর্ম্ম গ্রহণ হইলে এইরূপ সন্দেহের কথাও উল্লেখিত হইত না। সেযাহাহউক তুমি স্বয়ং চিন্তা করিলেও এ সন্দেহ বিদূরিত করিতে পার, তথাপি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ তখন বলিতেছি শ্রবণ কর। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান ও শাস্ত্র ভিন্ন আর অন্য প্রমাণ নাই। সুতরাং যাহা অনুমানতঃ ও শাস্ত্রতঃ সিদ্ধ হয়, তাহাই সহৃদয়ের শ্রদ্ধেয়; এস্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে বেদশাস্ত্রকেই উপায় বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব বেদই যখন স্বয়ং বলিতেছেন যজ্ঞাদিদ্বারা অনিত্য স্বর্গাদি স্থান লাভ হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিত্য মুক্তি লাভ হইবে, তখন জৈমিনির মতের দুষ্টতা বেদ দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। যেস্থানে শ্রুতির অর্থের বিরোধ কি অসম্ভব ঘটে, সে স্থানে ঐ শ্রুতির প্রশংসাদিপর অর্থ করিতে হইবে, যথা যজ্ঞীয় প্রকরণে বেদ বলিতেছেন প্রজাপতি হৃদয়ের মাংসদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি স্থানে হৃদয় মাংসদ্বারা যজ্ঞ করিতে গেলে তাহার জীবন রক্ষা হয় না। সুতরাং এই বেদার্থ অসম্ভব। এইরূপ স্থলে বেদের প্রশংসাপর অর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ বেদবিহিত পশুযাগ অতি প্রশস্ত ও উত্তম ফলদায়ক, যেহেতু পশুযাগ নিষ্পত্তির জন্য প্রজাপতি হৃদয়ের মাংস পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া ঐ যাগ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ পশু যাগের প্রশংসাই ঐ বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রশংসাদ্বারা লোকের পশুযাগ করিতে প্রবৃত্তি

ও উত্তম ফল স্বর্গাদি লাভ হইবে বলিয়া বেদ এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন ইহাই বেদের প্রশংসাবাদের মর্ম্ম জানিবে। এবং অন্যত্র বেদ বলিতেছেন ইন্দ্রাদি দেবগণ বহ্নির নিকট ধন রাখিয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন, অনন্তর জয়লাভে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বহ্নির নিকট গচ্ছিত ধন প্রার্থনা করিয়া দেখিলেন বহ্নি সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন তৎপর ইন্দ্রাদি দেবগন ক্রুদ্ধ হইয়া বহ্নিকে প্রহার করিয়াছিলেন, অনন্তর বহ্নির রোদনে যে চক্ষুরজল পতিত হইয়াছিল উহা হইতেই রজত উৎপন্ন হইল। অতএব যজ্ঞাদিতে রজতখণ্ড দক্ষিণা দিবেনা, ইত্যাদি স্থানে বহ্নির প্রহারাদির অসম্ভব হেতু এই বেদের অর্থের তাৎপর্যে রজতখণ্ড দক্ষিণার নিন্দা মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ লোকের রজত দক্ষিণা দানে নিবৃত্তি হইবে বলিয়া বেদ বহ্নির চক্ষুর জল হইতে রজতের উৎপত্তিরূপ নিন্দাবাদ করিলেন এইরূপ বেদের নিন্দাবাদের মর্ম্মজানিবে, এবং অন্যান্যস্থানেও এইরূপ সঙ্গতি অসঙ্গতি দেখিয়া বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু জৈমিনির মতানুসারে সর্ব্বত্র বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গেলে অনর্থ ভিন্ন পরমার্থ কিছুই লাভ হইবেনা। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় পৃথক্ ও ফল পৃথক্ ইহা প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং এই উভয় কাণ্ডের যে একবাক্যতা হইতে পারেনা ইহা সহৃদয় মাত্রই বুঝিতে পারে, এ বিষয় বাগ্‌বিতণ্ডে বৃথা সময় নাশমাত্র জানিবে।

যদিবল ফলের ভেদ ও প্রকরণের ভেদ কিরূপে বুঝিব, স্বর্গের অক্ষয়ত্ব স্বীকার করিয়া উহাকে মুক্তি বলিলেই ক্রিয়াজন্য মুক্তিহয় এবং বেদান্তের উপাসনাদি ক্রিয়াপর অর্থ করিলেই এক

প্রকরণ হয় ইহাও অতিঅসঙ্গত, যেহেতু ক্রিয়াজন্য ফলের অনিত্যতা অনুমান সিদ্ধ, যেমন ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন শষ্যাদি ফল অনিত্য এইরূপ অশ্বমেধাদি ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন স্বর্গাদি ফল অনিত্য, উহার নিত্যতা প্রতিপাদক প্রমাণ কি? আরও দেখ উপাসনাদি ক্রিয়া পুরুষব্যাপারসাধ্য, ঐ ক্রিয়ার ফল জন্মান্তরে লভ্য। ব্রহ্মজ্ঞান স্বপ্রকাশ স্বয়ং সিদ্ধ; পুরুষ ব্যাপারের অসাধ্য ইহজন্মেই লভ্য উপাসনাদি ক্রিয়ায় ঘৃত সমিধ কুশ কুসুমাদি উপকরণ ও কর্ত্তৃ করণাদি দ্বৈতজ্ঞানের আবশ্যক ব্রহ্মজ্ঞানে উহা প্রতিবন্ধক, উপাসনাদি ক্রিয়া দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা হইলে দ্বৈতজ্ঞানের উন্মূলনে মায়ানাশে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মনিত্যজ্ঞানের উদয়হয়, কর্ত্তৃকারকাদি দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়না, কর্ত্তৃকারকাদি দ্বৈতজ্ঞান না থাকিলে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হয়না, ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বহুতর ভেদ বেদ স্বয়ংই বলিতেছেন, এই বিষয় পুরুষ বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া সংশয় অনুভব অত্যন্ত ভ্রম বিলাস মাত্র। মহর্ষি জৈমিনিও বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে প্রকরণাদির অপেক্ষা দেখাইয়াছেন তদ্বারাও কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভেদ প্রমাণিত জানিবে। সাধারণ ভাষ্য কারাদির মতগ্রহণে পরমার্থ হারাইওনা। আর জৈমিনি যে দেবতাদির শরীর স্বীকার করেননা উহা অসুর মোহনার্থ মাত্র জানিবে, যেহেতু উহার প্রমাণ কি? যদিবল ইন্দ্রাদি দেবতার শরীর স্বীকার করিলে চতুর্দন্তগজারূঢ় বজ্রহস্ত শচীপতি এই রূপে ধ্যান করিয়া ইন্দ্রের আবাহন করিলে ইন্দ্র যদি পূজাগৃহে আগমন করেন তবে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তির পদাঘাতে গৃহাদি ভঙ্গ হইতে পারে এবং এককালীন এ যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করিতে

ইন্দ্র এক যাগগৃহে আগমন করিলে অপর যাগগৃহে আগমন করিয়া আহুতি গ্রহণ করিতে পারেন না, ঐ যাগকর্ত্তার যাগ ব্যর্থ হয়, যেরূপ কোন ব্যক্তি এক স্থানে আহুত হইয়া ভোজনেপ্রবৃত্ত হইলে তৎকালে অন্য স্থানে আহুত হইলেও ভোজন করিতে সমর্থ হয়না, এরূপ ইন্দ্রও সমস্ত যজ্ঞের আহুতি এককালীন গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রাত্মকই দেবতা দেবতার শরীর নাই ইত্যাদি ঋষি যুক্তি দিয়াছেন উহাও অযুক্তি জানিবে। ইন্দ্রাদি দেবতার বিশেষ অধিষ্ঠান শক্তি আছে উঁহাদের দৃষ্টান্ত সাধরণ পুরুষের সহিত কিরূপে হইতেপারে? ঐ অধিষ্ঠানশক্তি বলে ইন্দ্রাদি এককালীন পৃথিবীস্থ সমস্ত যজ্ঞে আগমন করিয়া আহুতি গ্রহণ করিতে পারেন। রাজা হস্তীপ্রভৃতি যানারোহণে গমনাগমন করেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বাড়ী আসিলে গৃহাদি ভঙ্গ হইবে কেন? দ্বারে হস্তী রাখিয়া যাগগৃহে ইন্দ্রের প্রবেশে বাধা কি? ইন্দ্রাদি মহিমাবলে লোকের দর্শন গোচর হন না; ইহাস্বীকারে দোষের কোন সম্ভাবনা দেখাযায়না। একটি সভাস্থ ব্রাহ্মণকে যেরূপ বহুলোকে প্রণাম করিলে ঐ বহু প্রণামক্রিয়া এককালীন ঐ এক ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ ইন্দ্রও বহুযাগ ক্রিয়া এককালীন গ্রহণ করিতে পারেন ইহাতে অসম্ভব কি? বিশেষতঃ সাধারণ লোকের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের সাদৃশ্য হইতে পারেনা, উহাদের বিশেষ মহত্ত্ব না থাকিলে লোকে পূজা করিবে কেন, অতএব ঐরূপ কল্পনা অত্যন্ত অসঙ্গত জানিবে।

আর ক্রিয়াদ্বারা স্বর্গাদি স্থান লাভ হয়, ঐ স্বর্গাদি স্থানের

অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবতা, যেরূপ যিনি নিষাধ দেশের অধিপতি তাহাকেই নৈষধ বলা হয়, এইরূপ পৃথিবী হইতে অতি উৎকৃষ্ট যে স্বর্গাদি স্থান ক্রিয়াদ্বারা সেই স্থানের যিনি অধিপতি তাহাকেই ইন্দ্র বলা যায়। বলি প্রভৃতি ইন্দ্রত্ব লাভের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ইত্যাদি পুরাণ প্রসিদ্ধ, এবং বেদও স্বয়ং স্বর্গাদি স্থান বর্ণন করিয়া ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেব মূর্ত্তির বর্ণন করতঃ ঐ স্বর্গাদি স্থান লাভের জন্য ক্রিয়া করিতে জীবকে উপদেশ করিতেছেন; উহা মিথ্যা বলিলে বেদ মিথ্যা হয়, অতএব বেদের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক কুযুক্তি সকল সর্ব্বথা হিন্দুমাত্রের অগ্রাহ্য, প্রশংসাবাদ রূপে ঐ সমস্ত বেদের অর্থ করিতে গেলে সকল বেদই প্রশংসাবাদ মাত্র বলা যায়। অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়ই প্রশংসাবাদ মাত্র, উহার স্বার্থাংশে কোন প্রমাণ নাই। কেবল কর্ত্তার প্রবৃত্তি-জনক বাক্যসমষ্টির নাম বেদ। ঐ ক্রিয়াদ্বারা তৎকালিক সম্মান ও সুখাদি লাভ হয় উহারই নাম স্বর্গ, এইরূপ অর্থে বাধা কি? অতএব কুতর্কদ্বারা সকল প্রকরণের সকল প্রকার অর্থ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সহৃদয় গ্রাহ্য হয়না। বৎস! এইরূপ পূর্ব্ব মীমাংসার দুষ্ঠতা জানিবে, এবং উহা গ্রহণে পরমার্থতত্ত্বের অগ্রহণ মাত্র জানিবে।

সংপ্রতি বৌদ্ধদর্শন নিরাস শ্রবণ কর, বৌদ্ধ বহু প্রকার তন্মধ্যে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধই প্রধান, অতএব ইহারই নিরাস শ্রবণ কর, তাহা হইলে অন্য বৌদ্ধের নিরাস বুঝিতে পারিবে, যেহেতু সেনাপতির নিরাসে সৈন্য দলের নিরাস সহজেই বুঝাযায়। ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদী বৌদ্ধ এইরূপ

কল্পনা করেন যথা—ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন পৃথিব্যাদি অন্য কোন পদার্থ নাই, পৃথিব্যাদি সমস্তই বিজ্ঞানেরই আকার অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়াকার বিশিষ্ট জ্ঞান, এই জ্ঞান ক্ষণিক। অর্থাৎ ক্ষণ কালস্থায়ী যেহেতু প্রতিক্ষণ বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই ক্ষণিক বিজ্ঞান সমষ্টিই জীবাত্মা, দেহাদি সমস্ত পদার্থও বিজ্ঞানের আকার, অর্থাৎ জীবাদি চেতন পদার্থ ও পৃথিব্যাদি জড় পদার্থ এই উভয়ই বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নাই, সুষুপ্তি কালে নির্ব্বিষয় বিজ্ঞান থাকে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় ঘট পটাদি বিষয়াকারে বিজ্ঞান প্রবাহিত হয়। এস্থানে জিজ্ঞাস্য;— সুষুপ্তিকালে তুমি ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহের অস্তিত্ব স্বীকার কর কি না ? যদিবল বিষয়াকারশূন্য ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহের সুষুপ্তিকালেও অস্তিত্ব থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য উহার প্রমাণ কি? যদিবল "বিজ্ঞান ভিন্ন অন্যকোন প্রমাণাদি পদার্থ স্বীকার করিনা, সুতরাং বিজ্ঞানের প্রমাণ বিজ্ঞানই, ইহাই আমার মতে যুক্তি সিদ্ধ" একথা বলিতে পারনা, কারণ বিষয়াকার জ্ঞানই বিজ্ঞানের প্রমাণ হইতে পারে। নির্ব্বিষয়াকার বিজ্ঞানের অস্তিত্বই অনুভূত হয়না। কিরূপে নির্ব্বিষয়াকার বিজ্ঞান বিষয়াকারশূন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ হইবে। আরদেখ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের প্রমাণ ইহা বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেমন পুষ্পের লক্ষণ ভিন্ন কেবল ঐ পুষ্পদ্বারা পুষ্পকে বুঝাইতে হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়, এবং এই দোষ বশতঃ পুষ্পের স্বরূপ বুঝাযায়না, এইরূপ আত্মাশ্রয় দোষ বশতঃ তোমার বিজ্ঞানের স্বরূপ কি অস্তিত্ব বুঝা যায়না। সুতরাং তোমার মত অগ্রাহ্য। যদিবল সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব

থাকেনা, যেহেতু উহার প্রমাণ করাযায়না, তবে তোমার মতে প্রতিদিন জীবের জন্ম মৃত্যু স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু তুমি বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করনা, সুতরাং প্রতিদিন প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় জীবের মৃত্যু হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে জীবের আবার উৎপত্তি হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাদৃশ বিজ্ঞান কোনব্যক্তিরই অনুভবসিদ্ধ নহে। আমার এই দৈনিক মৃত্যু হইল আবার এই দৈনিক উৎপত্তি হইল এইরূপ বিজ্ঞান কোনব্যক্তিরই উপস্থিত হয় না, সুতরাং তোমার এইরূপ প্রলাপ মূঢ় প্রলাপ মাত্র। এই যে বিচিত্র গৃহপ্রাসাদাদি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই উহা যে বিজ্ঞানের আকার ইহা তোমার কথা মাত্রে কিরূপে বিশ্বাস করি। ঐ শুন অতি ঘর্ঘরধ্বনিপূর্ব্বক শকটাদি গমনাগমন করিতেছে, আমরা উহাতে আরোহণ করিতেছি ও দেশান্তরে নীত হইতেছি, ইহার প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেছে। এবং অন্য দিনও ঐরূপ অনুভব হইয়াছে, অন্যান্য প্রাণীও ঐ এক রূপই অনুভব করিতেছে, কিরূপে বিশ্বাস করিব যে বিজ্ঞানেরই আকার সমস্ত জগৎ, অন্য পদার্থ নাই। যদি বল স্বপ্নবৎ এ সকল দৃষ্টপদার্থই মিথ্যা কেবল মায়াদ্বারা এই মিথ্যা জগৎ সত্যরূপে অবভাসিত হইতেছে ইহাও সঙ্গত হয় না, যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টপদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া জীবগণের বোধ হয়। অতএব স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব এস্থলে দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। আর বিজ্ঞান ভিন্ন মায়া স্বীকার করিলে তোমার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে আর পদার্থ নাই এই বাদও উন্মত্তবাদ হয়।

আর তোমার মতে প্রত্যভিজ্ঞান স্মৃতি ও স্বপ্ন এ সকলও সিদ্ধ হইতে পারে না, তুমি স্থায়ি বিজ্ঞান স্বীকার কর না; সুতরাং পূর্ব্বে যে পদার্থের অনুভব করিয়াছ ঐ পদার্থেরই যে পুনরায় জ্ঞান (প্রত্যভিজ্ঞান) হইল এ কথাও বলিতে পার না। তোমার মতে পূর্ব্বে যে বিজ্ঞানের অনুভব হইয়াছিল সংপ্রতি সে বিজ্ঞানের অভাব হইয়াছে, অতএব কিরূপে পূর্ব্বানুভূত বিজ্ঞানের ইদানীন্তন বিজ্ঞান সম্ভাবিত হয়। আরও স্মৃতির বিষয় বিচার কর।

কোন পদার্থের অনুভব হইলে ঐ অনুভবের সংস্কার অন্তঃকরণে নিহিত হয়। অনন্তর উদ্বোধক কারণ ঘটিলে সংস্কার জনিত ঐ পদার্থের স্মৃতি হয়। তোমার মতে ইহা সম্ভাবিত হয় না, কারণ তুমি ক্ষণিক ভিন্ন অন্য অন্তঃকরণাদি পদার্থ স্বীকার কর না, অতএব ক্ষণিক বিজ্ঞানের সংস্কার কোথায় নিহিত থাকিবে? যদিবল বিজ্ঞানের সংস্কার বিজ্ঞানে থাকিবে, ইহাও অসম্ভব। যেহেতু বিজ্ঞান উৎ-পন্ন হইয়া পরক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উহার সংস্কার কোথায়ও থাকিতে পারেনা। সুতরাং সংস্কারের অভাবে স্মৃতিও হইতে পারে না। যদি বল পর বিজ্ঞানে পূর্ব্ব বিজ্ঞানের সংস্কার থাকে উহাও অসম্ভব, কারণ পূর্ব্ববিজ্ঞানের নাশের পর পরবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব পূর্ব্ববিজ্ঞানের সহিত পরবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ ঘটে না, কিরূপে অসম্বন্ধপর বিজ্ঞানে পূর্ব্ববিজ্ঞানের সংস্কার থাকিবে। এইরূপ স্বপ্নও হইতে পারে না। যে পদার্থের দর্শন কি শ্রবণ হয় উহারই স্বপ্ন হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে ঐ দর্শন শ্রবণের সংস্কার

অন্তঃকরণে নিহিত থাকে, অনন্তর নিদ্রাবস্থায় ঐ সংস্কার স্বপ্ন জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু তোমার মতে ইহা অসম্ভব যেহেতু দর্শন ও শ্রবণের সংস্কার সঞ্চিত থাকিতে পারে না, সুতরাং যেমন সংস্কারের অভাবে স্মৃতির অনুপপত্তি হয়, এইরূপ স্বপ্নেরও অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং তোমার প্রলাপ উন্মত্তপ্রলাপবৎ উপেক্ষণীয়।

বৎস! এই সংক্ষেপে বৌদ্ধ দলের নিরাস অভিহিত হইল, এইরূপ অন্যান্য নাস্তিকের মতও শত শত দোষ দুষ্ট জানিবে, সংপ্রতি আধুনিক ম্লেচ্ছ দার্শনিকের দর্শন নিরাস শ্রবণ কর। জড়বাদী স্পেনসার প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দার্শনিক এইরূপ কল্পনা করে। যথা সুখ, দুঃখ, মতিকৃতি ইত্যাদিকে লোকে আত্মার গুণ বলে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে সকল মানসিক ব্যাপারই মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। যেমন চক্ষুর ক্রিয়া দর্শন, কর্ণের ক্রিয়া শ্রবণ, এইরূপ। উহার প্রমাণ এই;—যথা, অজীর্ণ হইলে লোকে বুঝে অজীর্ণতার স্থান উদরে, কাশী হইলে উহার স্থান ফুস্‌ফুসে, সেইরূপ মনের কোন বিকারের স্থান মস্তিষ্কে। অতি অধ্যয়নে শিরঃপীড়া হয়, মস্তিষ্কের রোগে উন্মাদাদি মনেরও রোগ হয়। মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বাতুলের মস্তিস্ক বিকৃত, ঐরূপ বাক্‌স্তম্ভ স্মৃতিহানি ইত্যাদি স্থলে বুঝিতে হইবে। আরও দেখা যায় মস্তিস্কে আহত হইলে লোক চেতন হারায়; অধিক মানসিক পরিশ্রমের (যথা অতি চিন্তার) পর প্রশ্রাব পরীক্ষা করিলে দেখাযায় অধিক পরিমাণ মস্তিষ্কের উপাদান নির্গত হইয়াছে, যেহেতু চিন্তা মস্তিষ্কের কার্য্য মাত্র।

যাহার যত মস্তিস্ক বড় তাহার বুদ্ধিও তত অধিক, পশুর অপেক্ষা মনুষ্যের বড়, অসভ্যের অপেক্ষা সভ্যের বড়, অবিদ্বানের অপেক্ষা বিদ্বানের বড় দেখা যায়। যদি মস্তি-স্কের সহিত চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বিছিন্ন হয়, সেই সঙ্গে ঐ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য (রূপ দর্শন ইত্যাদি) বিলুপ্ত হয়। মাদক দ্রব্য সেবনে মনের ভাবের বিকার ঘটে কারণ মস্তিস্ক বিকৃত হয়। ঐরূপ ক্ষুধায় রোগে শ্রান্তিতে মনের বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থা ঘটে। বিকারের রোগী অনেক প্রলাপ বকে ও নানা বিভীষিকা দর্শন করে, কারণ তাহার মস্তিস্কে রক্ত জমিয়া উহা আপনা আপনি উদ্রিক্ত হয়। সদ্যঃজাত শিশুর চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, এক মতির সাধন, অন্য কৃতির সাধন। যাহাকে আমরা রূপ বলি সে আর কিছুই নহে কেবল শিরার স্পন্দন মাত্র। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আলোকের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাতে চক্ষুর শিরার স্পন্দন হয়, ঐ স্পন্দন 'শিরাস্নায়ুদ্বারা মস্তিস্কে উন্নীত হয়, ইহারই ফল রূপ। এই মত রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহারাও শিরার স্পন্দন বই আর কিছু নহে, কারণ আলোক অভাবেও যদি তাড়িত সংযোগে চক্ষুর স্নায়ু উদ্দৃক্ত করা যায়, তবে ঐরূপ রূপানুভব হয়। এইরূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। অতএব মস্তিস্কের শিরার ও স্নায়ুর উদ্রেক হওয়াই মতিকৃতি ইত্যাদি। এই উদ্রেক সংস্কাররূপে মস্তিস্কে রহিয়া যায়, এইরূপ এক ক্ষুদ্র মস্তিস্কে যে কত সংস্কারবীজ নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কারণ মস্তিস্ক অতিসূক্ষ্মসূক্ষ্ম শিরাপ্রতানে সঙ্কীর্ণ ঐ সকল শিরাপ্রশিরায় সংস্কার নিহিত

আছে। যেরূপ হরিদ্রাও অম্লরস মিশাইয়া বসন্তি বর্ণের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ রূপরস প্রভৃতি মিশাইয়া মিশ্রিতকূট মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়। কাম ক্রোধ প্রভৃতিও মস্তিস্কের উদ্রেক-বই আর কিছুই নহে, ইহারাও মিশ্রিত হইয়া কুট মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়। মনুষ্যের যে কোন মনোবৃত্তি আছে বুঝিতে পারিলে দেখাযাইবে তাহা ঐরূপ মিশ্রণে সৃষ্ট। এইরূপ স্মৃতি আর কিছুই নহে, মস্তিস্কে যে সংস্কার নিহিত আছে তাহারই কোন কারণে উদ্রেক মাত্র। এইরূপ আমরা দেখি কোন দুর্গন্ধের কথা মনে আসিলে বমন হইয়া থাকে, আহার দেখিলে জিহ্বায় জল আসে, রাগের স্মৃতি হইলে মুখও ক্রুদ্ধের ভাব ধারণ করে। অতএব স্মৃতি আর কিছুই নহে কেবল মস্তিস্কের যে সকল শিরাপ্রশিরার সংস্কারের বীজ নিহিত আছে সেই সকল শিরার উদ্রেক হওয়া ইত্যাদি। এস্থানে জড়বাদী দার্শনিককে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি তিনি ক্রিয়াগুণ দ্রব্য অবগত আছেন কিনা, কাহাকে ক্রিয়া কাহাকে গুণ কাহাকে দ্রব্য বলে ইহার ভেদ জানেন কিনা, বোধহয় জানেন না, যদি জানিতেন তবে আর মস্তিস্কের উদ্রেককে রূপজ্ঞান বলিতেন না। মস্তিস্কের উদ্রেক আর কিছুই নহে কেবল শিরাপ্রশিরার পরিস্পন্দন ক্রিয়ামাত্র—শুক্লপীতাদিরূপ তাহা হইতে ভিন্ন গুণ মাত্র। একটু চিন্তা করিলে গুণ ক্রিয়ার যে মহান্ ভেদ ইহা অতি প্রাকৃত ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন। গুণ ক্রিয়াও দ্রব্যের যে শব্দতঃও অর্থতঃ ভেদ ইহা বুঝিতে দার্শনিক বুদ্ধি লাগেনা, সাধারণ বুদ্ধিই পর্য্যাপ্ত হয়। যেরূপ শুক্ল বলিলে দ্রবের গুণ বুঝি, স্পন্দন বা কম্পন বলিলে দ্রব্যের ক্রিয়া বুঝি, এইরূপ চৈতন্য বা জ্ঞান বলিলে দ্রব্যের
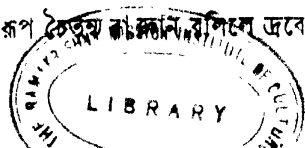
গুণ মাত্রই বুঝায়। দার্শনিক নিজেই বলিয়াছেন মস্তিস্ক আহত হইলে লোক চেতন হারায়, অর্থাৎ মস্তিস্কের চৈতন্য থাকেনা, অতএব নিজের বাক্যেই চৈতন্যও পরিস্পন্দন পৃথক্ পদার্থ বুঝা যায়। চৈতন্য ও পরিস্পন্দন এক পদার্থ ইহা কেহই স্বীকার করিবে না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও জড়বাদীর মস্তিস্কের পরিস্পন্দন রূপাদি জ্ঞানের কারণ, রূপনহে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর পরিস্পন্দন ক্রিয়াও চৈতন্য বা জ্ঞান গুণ ইহারা যে দ্রব্যাশ্রিত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু কৃতি ধৃতি ভয় সুখ দুঃখ শ্রদ্ধা কাম ক্রোধ প্রভৃতি মস্তিস্কের শিরাপ্রশিরার পরিস্পন্দন ক্রিয়ামাত্র ইহা কোন্ দার্শনিক স্বীকার করিবে? যাহারা স্পন্দন ক্রিয়ার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং কৃতি ধৃতি ভয় সুখ দুঃখ প্রভৃতির স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন তাহারা কখনও এ প্রলাপ স্বীকার করিবেন না, যাহারা পদার্থ বিবেক ও পদার্থের গুণ ক্রিয়ার বিবেক অবগত আছেন তাহারা জানেন যে প্রথমতঃ কৃতি বা যত্ন অন্তর্ব্বর্ত্তিকোনস্থানে 'উৎপন্ন হয়, অনন্তর দেহে পরিস্পন্দনাদি ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু মস্তিস্কের শিরা কম্পনাদি ক্রিয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবদ্দেহে কোন দার্শনিকই অনুভব করিতে সমর্থ হন না। তবে যে এতাদৃশ অসার কল্পনায় ভ্রান্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব হারায় তাহার মত মস্তিস্ক হীন আর কেহই কল্পিত হইতে পারেনা, পরন্তু জড় মস্তিস্কবাদী দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করি মস্তিস্ক কিপদার্থ? মস্তিস্কের উপাদান কি? মস্তিস্কের গুণ কি? কোথা হইতেইবা মস্তিস্ক সৃষ্টি হইল। এস্থলে জড়বাদী এইরূপ বলিবেন। মস্তিস্ক জড় পদার্থ, মস্তিস্কের উপাদান ঘৃত দুগ্ধ চিনি অন্নাদির

বিকার, মস্তিস্কের গুণ চৈতন্যাদি স্ত্রী পুরুষের সংযোগে শুক্র শোণিত মিশ্রণে মস্তিস্কের সৃষ্টি হয়, যেহেতু গর্ভে মস্তিস্কের সঞ্চারই জীব সঞ্চার, অর্থাৎ জীবের জীবত্বই মস্তিস্ক, মস্তিস্ক ভিন্ন আর জীব নাই। আমরা যদি কিছু চিনি, ঘৃত, দুগ্ধাদি আহার করি, তাহা শুক্র, শোণিতরূপে পরিণত হইয়া মস্তিস্কের পুষ্টিকারক হয়, এস্থানে জিজ্ঞাস্য উপাদান কারণে যে গুণ থাকে তাহার কার্য্যেও সেই গুণ থাকে। অর্থাৎ উপাদান কারণের গুণ তৎকার্য্যে বর্ত্তে। আমরা দেখিতে পাই বস্ত্রের উপাদন সূত্র শুভ্র হইলে বস্ত্রও শুভ্র হয়, সূত্র নীল হইলে বস্ত্রও নীল হয়, সূত্র রক্ত হইলে বস্ত্রও রক্ত হয়, অতএব যেরূপ সূত্রের শুক্লাদি গুণ, বস্ত্রে আসে, এইরূপ প্রত্যেক উপাদানের গুণ কার্য্যে বর্ত্তে, ইক্ষুরস বা খেজুর রস চিনির উপাদান ঐ উপাদানের মিষ্টত্ব চিনিতে দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষদ্বারা অপ্রত্যক্ষের কল্পনা করিতে হয়, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তমূলক কল্পনাই বিদ্বজ্জনসমাজে গ্রাহ্য, আর যাহার প্রত্যক্ষমূলক দৃষ্টান্ত নাই তাহা অগ্রাহ্য। এই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয় তবে জড়বাদী জড় উপাদন হইতে সৃষ্ট জড় পদার্থে চৈতন্যের কল্পনা কোন রূপেই করিতে পারেন না। মস্তিস্ক জড় পদার্থ মস্তিস্কের উপাদান শুক্র, শোণিত প্রভৃতিও জড় পদার্থ। অতএব মস্তিস্কে চৈতন্য কল্পনা প্রলাপমাত্র দৃষ্টান্তহীন, এতাদৃশ দৃষ্টান্তহীন কল্পনা দার্শনিক সমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি দৃষ্টান্ত ও যুক্তিহীন কল্পনা করিয়া লোক মুগ্ধ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে জড়বাদী মস্তিস্কের চৈতন্য কল্পনায় শ্রান্ত না

হইয়া শরীরের রুধিরে চৈতন্য কল্পনা করিলেই বিনা পরিশ্রমে অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন, যদি তিনি জড়ের গুণ জানিতেন তবে এতাদৃশ কল্পনায় কখনও মস্তিস্ক বিকৃত করিতেন না। এইরূপ কল্পনায় যে মুগ্ধ হয় এতাদৃশ অধম দার্শনিক কে আছে? অতএব সর্ব্বতোভাবে এতাদৃশ জড়বাদীর মত অগ্রাহ্য। যদি এস্থানে জড়বাদী বলেন যে দ্রব্যগুণ ক্রিয়া ইহার ভেদাভেদের বিচার আমরা বুঝি না এবং কারণে যেরূপ গুণ থাকে সেইরূপ গুণই তৎকার্য্যে উৎপন্ন হয় ইহাও আমরা স্বীকার করি না। আমরা কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ প্রভৃতির কল্পনা করিয়া থাকি বৃথা বিচার করিতে উৎসাহী নহি, তবে তিনি মস্তিস্কের চৈতন্য প্রতিপাদনে যে দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার অযুক্তি দেখাইলে স্বমতের দুষ্টতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, আর এতাদৃশ কল্পনা যে অতিশয়ভ্রান্তিমূলক ইহাও প্রমাণিত হইবে। অতএব দার্শনিক তর্ক ত্যাগ করিয়া উঁহার কল্পনার স্থূল স্থূল দোষ দেখানই কর্ত্তব্য। জড়বাদী মনের বিকারস্থান মস্তিস্ক কল্পনা করেন, এই কল্পনার বীজ এই 'যেমন অজীর্ণতার স্থান উদর ইত্যাদি। মস্তিস্কের রোগে মনের রোগ, মৃত্যুর পর পরীক্ষায় বাতুলের মস্তিস্ক বিকৃতি, অতি পরিশ্রমের পর প্রশ্রাব পরীক্ষা ইত্যাদি।' অতএব মস্তিস্কেরই চৈতন্য, মস্তিস্কেই বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মস্তিস্কই মন, মস্তিস্কই আত্মা, মস্তিস্ক ভিন্ন মন কি আত্মা নাই। এস্থানে আমরা দেখি মস্তিস্কের চৈতন্যাদিসম্পাদকদর্শিতযুক্তি একটিও সঙ্গত নহে। যথা বায়ুপিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্য কারণ

শরীরে রোগ উৎপন্ন হয়, ঐ রোগদ্বারা বায়ুপিত্তশ্লেষ্মময় শরীরের কোন স্থান বিকৃত হয়, এবং শরীর বিকারে মনও বিকৃত হয়, যেরূপ জ্বর হইলে শরীরে উত্তাপ হয়, ঐ উত্তাপ নিমিত্ত মন ও পরিতপ্ত ও দুঃখান্বিত হয়, এইরূপ শরীরাংশ বায়ুপিত্তশ্লেষ্মাত্মক মস্তিস্ক রোগাদি দ্বারা বিকৃত হইলে মনের বৃত্তিও বিকৃত হয়, ইহাতে মস্তিস্কই মন, মস্তিস্কই আত্মা ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হয়। মন পৃথক্ পদার্থ মস্তিস্কের বিকারে বিকৃত হয়, এ কল্পনায় বাধা কি? মৃত উন্মাদের মস্তিস্কে কি দেখি? চৈতন্য দেখিতে পাই না, বিকৃতি মাত্র দেখি, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে মস্তিস্কে উন্মাদ রোগ হইয়াছিল এবং উন্মাদ রোগের স্থান মস্তিস্ক, অন্য শরীরাংশে রোগে যেরূপ মন পরিতপ্ত হয়, এইরূপ মস্তিস্কের রোগে মনোবৃত্তির বিশৃঙ্খলতা হয়। মন মস্তিস্ক হইতে পৃথক্ পদার্থ এইরূপ কল্পনায় দোষ কি? আর দেখ বিদ্বান্, মূঢ়, অতি প্রাকৃত আমরা সকলেই অনাদি সংসারে পূর্ব্বাপর অনুভব করিয়া আসিতেছি যে আমার আত্মা, আমার মন, আমার মস্তিস্ক, আছে, কিন্তু যদি মন ও আত্মা মস্তিস্ক হইতে পৃথক্ পদার্থ না হইত তবে আমি মস্তিস্ক এইরূপই অনুভব হইত, আমি নাই, আমার মস্তিস্ক আছে, ইহা অতি প্রাকৃত ও স্বীকার করিবে না। মস্তিস্কেরই নামান্তর মন ও আত্মা ইহাও বলা যায় না, যেহেতু এক পদার্থের নামান্তর মাত্র হইলে যেরূপ শরীর, দেহ, কায় প্রভৃতি নাম এক পদার্থের বলিয়া অনুভব হয়, এইরূপ আত্মা, মন, মস্তিস্ক প্রভৃতি নামেরও একতা অনুভব হইত, কিন্তু তাহা সহৃদয়ের হয় না; যেরূপ অনুভব হয়, যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়,

যেরূপে অনুভব ও দৃষ্টান্ত যুক্তি সঙ্গত হয়, সেইরূপ কল্পনাই দার্শনিক গ্রাহ্য, অমূলক কল্পনা সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য ও নিন্দনীয়। আমাদের জীবিত বা মৃতদেহে মস্তিস্কের শিরাকম্পন বা জ্ঞান দর্শনের শক্তি নাই, কেবল যুক্তি বা কল্পনা দ্বারা উহা স্থির করিতে হয়। কিন্তু চিন্তাকরিয়া দেখিলে দর্শিত যুক্তি সহৃদয় মাত্রের অযুক্তি স্থির হয়। যদি জড়বাদী বলেন মস্তিস্কের ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞান কল্পনায় অযুক্তি হয় না, উন্মাদ রোগ প্রভৃতিতে মস্তিস্কের বিকার দেখি, অতি চিন্তার পর প্রস্রাবে মস্তিস্কের স্খলিত উপাদান দেখি, মস্তিস্কে প্রহারে চৈতন্যাভাব দেখি, মদ্য সেবনে মস্তিস্কের ঘূর্ণন দেখি ইত্যাদি হেতু মস্তিস্কে জ্ঞান কল্পনার বীজ, তবে এস্থানে বক্তব্য রোগ প্রহার ও আহার বিশেষে বায়ুপিত্তশ্লেষ্মময় পাঞ্চভৌতিক মস্তিস্কাদি স্থান বিশেষের বিকার হয়, এবং ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট ও জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহের সেই সেই স্থানে নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় সেই সেই ইন্দ্রিয়ও বিশেষ বিকৃত ভাবাপন্ন হয়, আর অন্যস্থান বিকারে কথঞ্চিৎ বিকারাপন্ন হয়, যথা চক্ষুর্গোলোকাদি স্থান বিকৃত হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি বিকৃত হয়, লিঙ্গাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থানে প্রমেহাদি রোগে বিকার হইলে লিঙ্গাদি ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, এইরূপ মন ইন্দ্রিয়ের নিয়ত স্থান মস্তিস্কও রোগাদি দ্বারা বিকৃত হইলে মন বিকৃত হয়। আর সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ পরিচালনাদি দ্বারা বিকার হইলে সেই সেই নিয়ত স্থানের বিকার হয়, যথা ইন্দ্রিয় দোষে লিঙ্গাদি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ পরিচালনা হইলে লিঙ্গাদি ইন্দ্রিয় স্থানের শিথিলতাদি

বিকার হয়, এইরূপ মন ইন্দ্রয়ের চিন্তাদি দ্বারা বিশেষ পরিচালনে মন ইন্দ্রিয়ের নিয়ত মস্তিস্ক স্থান বিকৃত হয় ও প্রস্রাবাদিতে তাহার উপাদানের স্খলনাদি দর্শন হয়। যেরূপ মস্তিস্কে প্রহারে লোক অচেতন হয়, ঐরূপ নাসিকায়, বক্ষে ও পৃষ্ঠে প্রহারেও অচেতন হয়। মুচ্ছা, সুষুপ্তি, সর্প দংশন প্রভৃতিতেও অচেতন হয়, ঐরূপ অচৈতন্য জনক অন্যান্য রোগে সর্ব্ব শরীরাভ্যন্তরে বিশেষ বিকার দর্শন হয়, মস্তিস্কে যেরূপ শিরা প্রশিরার প্রতান রহিয়াছে. ঐরূপ হৃদয়ে, কণ্ঠে, মেরুদণ্ডে, লিঙ্গমূলে, নাভি, করচরণাঙ্গুলী প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানে ও শিরাপ্রশিরা প্রতান রহিয়াছে, যেরূপ মস্তিস্কের শিরাপ্রশিরার স্পন্দন হয়, ঐরূপ হৃদয়াদি স্থানেরও শিরাপ্রশিরার স্পন্দন হয়, যেহেতু বায়ু বক্তের সংযোগ সর্ব্বত্র আছে, যেরূপ মৃত দেহে মস্তিস্ক বিকৃত দেখাযায় ঐরূপ হৃদয়াদি সর্ব্ব স্থানও বিকৃত দেখাযায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুহ মস্তিস্কের জ্ঞান সাধনে অসমর্থই প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি বল সেই সেই স্থানের বিকারে ইন্দ্রিয় বিকৃত হইবার কারণ কি? যে যে স্থান আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করিবে, সেই সেই স্থান সুঘটিত না থাকিলে কিরূপে সেই স্থান দ্বারা ক্রিয়া করিবে, ইহাই তাহার কারণ, যথা রেলগাড়ীর কল বিকল হইলে ইঞ্জিনিয়ার কোন ক্রিয়া করিতে পারেন না, এইরূপ রোগাদি অভিভূত দেহ দ্বারা ইন্দ্রিয় কোন ক্রিয়া করতে পারেনা, আবার যেরূপ কল দৃঢ় হইলে ইঞ্জিনিয়ার গাড়ী চালাইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ চিকিৎসাদি দ্বারা শরীর সুঘটিত হইলে ইন্দ্রিয় সকল শরীর চালাইতে সমর্থ হয়। মৃতদেহ ও রোগাদি যুক্ত দেহ ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থান, ইন্দ্রিয়ের

সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে রূপ প্রভৃতি বিষয় ইন্দ্রিয়ে প্রতি-বিম্বিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের শিরা কম্পন হয়। অনন্তর জল তরঙ্গের মত ঐ কম্পন মস্তিষ্কে উত্থিত হয়, উহাকেই রূপাদি বিষয়জ্ঞান বলে ; জড়বাদীর এইরূপ কল্পনা। ইহার অন্য রূপ ও কল্পনা হইতে পারে, যথা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে বিষয় গুলি ইন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। অনন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণে অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারই নাম বিষয়জ্ঞান, এইরূপ কল্পনায় দোষ কি? তুমি মস্তিষ্কের শিরা কম্পন প্রত্যক্ষ করিতে পারনা কল্পনা-মাত্র করিতেছ, তোমার কল্পনায় ত্রৈকালিক আত্মা ও মনের ব্যবহার উচ্ছেদ হয়, অথচ যুক্তির সঙ্গতি হয় না, আমার কল্পনা সমূলক ও ব্যবহার সঙ্গত ও যুক্তির হীনতাহীন। কল্পনার দুর্ব্বলতা প্রবলতা দেখিয়া গ্রহণ হয়, এখন চিন্তা-করিয়া দেখ কাহার কল্পনা প্রবল, যদি বল বিষয় না থাকিলে ও তাড়িত সংযোগে নানারূপ বিষয় জ্ঞান হয়, অতএব আমরা মস্তিষ্কের শিরাকম্পন মাত্র কল্পনা করি, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি যেরূপ তাড়িত সংযোগে নানা রূপ জ্ঞান হয়, ঐরূপ স্বপ্ন, জ্বর, বিকারাদিযোগে ও বিষয়াভাবে নানারূপ বিষয়জ্ঞান হয়, ইহার নিয়ত বা অনুগত কারণ কি? যদি বল তত্তৎকালে শিরা কম্পনের ভাব ও অভাব, তবে আমরা বলি দ্রব্যাদি সংযোগে শিরা কম্পনের ভাব ও অভাব কল্পনা কথঞ্চিৎ সঙ্গত, কিন্তু সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে ও স্বপ্ন প্রভৃতি কালে শিরাকম্পনের ভাব ও অভাবের কারণ কি? যদি বল তত্তৎকাল, তবে সাধারণতঃ তত্তৎকালে দ্রব্যাদি সংযোগ

নিমিত্তই ইন্দ্রিয়ের বিকার হয়, এতাদৃশ কল্পনায় দোষ কি? এবং ঐ বিকার নিবন্ধন মনোবিকার হয়, মনোবিকারে বিষয়াভাবে ও নানারূপ জ্ঞান হয়, এইরূপ কল্পনায় আপত্তি কি? তোমারও অপ্রত্যক্ষ বিষয় আমারও অপ্রত্যক্ষ বিষয়, যদি কল্পনাদ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তবে যে সমস্ত পদার্থ ধারাবাহিক ত্রৈকালিক ব্যবহারসিদ্ধ তাহা ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত কল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা ধুম, কাচ, জলাদি দ্রব্য সংযোগে চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিকার দেখি, এবং কামলাদি রোগে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিকারে ধবলাদি দ্রব্য হরিদ্রাদি বর্ণ দেখি, জীবিতাবস্থায় কখনও মস্তিস্কের শিরা প্রশিরার কম্পন দেখিতে পাই না, তথাপি এতাদৃশ অদ্ভুত সঙ্কল্প করিয়া মূঢ়তা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিনা, চিন্তা করিলে ইহা হইতে আর অদার্শনিকতা কি? আর যদি বল আমাদের এই পর্য্যন্তই কল্পনা শক্তি, যে সমস্ত ভৌতিক ইন্দ্রিয় দেখিতে পাই এবং মস্তিস্কের ক্রিয়াদ্বারা মস্তিস্কেরই চৈতন্য বুঝিতে পাই, ইহা হইতে দূরদেশস্থ আত্মা ও মন আছে কি না তাহা আমরা জানি না, সুতরাং তাহার কল্পনা করিতেও প্রবৃত্ত নহি। এস্থানে জিজ্ঞাস্য যদি দৃশ্যমান দেহস্থ ভৌতিক চক্ষুর্গোলক, কর্ণ হৃদাদিকে ইন্দ্রিয় এবং মস্তিস্ককে জ্ঞানাধার বল, তবে সন্ন্যাসাদি রোগে সদ্যো-মৃত সুঘটিত দেহে ঐ চক্ষুর্গোলকাদির ইন্দ্রিয়ত্ব দেখা যায়না কেন? এবং ঐ দেহ হইতে যত্ন পূর্ব্বক মস্তিস্ক বহির্দ্দেশে আনীত হইলে উহাতে চৈতন্য দেখাযায় না কেন? যদি বল রোগাদি দ্বারা চৈতন্যাদি নির্ব্বাহক শক্তির তিরোভাব হইয়াছে, তবে

তোমার চক্ষুর্গোলকাদি স্থান হইতে অতিরিক্ত তৎতৎ ক্রিয়া নির্ব্বাহক শক্তি কল্পনা করিতে হইল, তুমি যে দৃশ্যমান পদার্থের অতিরিক্ত অদৃশ্য পদার্থ কল্পনা করিতে পারনা এ কথা মিথ্যা হইল। অতএব দৃশ্যমান ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আভ্যন্তরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে উপস্থিত হওয়া উপহাস ভাজন হওয়া মাত্র। সেই সেই চক্ষুর্গোলকাদি স্থানের শক্তিও সেই সেই চক্ষুর্গোলকাদি স্থান অভিন্ন পদার্থ বলিতে পার না, যেহেতু সুঘটিত অর্থাৎ অবিকৃত চক্ষুর্গোলকাদি স্থান সত্ত্বেও তাদৃশ শক্তি দেখা যায়না, এবং দৃশ্যমান চক্ষুর্গোলকাদি স্থানকে ইন্দ্রিয় বলিলে রোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নাশ হয়, ও ঔষধাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় ইহাই স্বীকার করিতে হয় তাহা অসঙ্গত, যেহেতু উপাদান নাশে কার্য্যের নাশ হয়, ঐ উপাদান ঔষধি সংযোগে উৎপন্ন হয় না, যেরূপ সূত্রদগ্ধ হইলে বস্ত্র নাশ হয় কিন্তু ঐ দগ্ধ সূত্র কোন ঔষধি প্রয়োগে পুনরুজ্জীবিত হয় না, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের যে উপাদান তাহার নাশে আবার ইন্দ্রিয়ের কি ইন্দ্রিয়ের উপাদানের উৎপত্তি হয় না? তাহা স্বীকার করিলে দগ্ধ ধান্যের অঙ্কুর উৎপাদিকাশক্তি ঔষধাদি প্রক্রিয়া দ্বারা হয় ইহাও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা কখনও হয় না। আর দেখ মস্তিস্কে চৈতন্য স্বীকার করিলে আপাদতল মস্তক পর্য্যন্ত চৈতন্য ব্যাপ্ত অনুভূত হইতেছে ইহাও সঙ্গত হয় না, যেহেতু মস্তিস্কের গুণ বা বিকার চৈতন্য মস্তিস্কেই থাকিতে পারে, অর্থাৎ যেরূপ মস্তিস্কের ঘূর্ণন বেদনা প্রভৃতি মস্তিস্কেই অনুভূত হয়, অন্যত্র শরীরাদি স্থানে অনুভূত হয় না, এইরূপে

মস্তিস্কের চৈতন্য মস্তিস্কেই অনুভূত হইতে পারে অন্যত্র শরীর হৃদয়াদি স্থানে অনুভব হইতে পারে না। আর জন্মান্তরাদিরও অস্তিত্ব থাকে না, তাহাতে সংসারের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা হয়। অথচ জগতের বৈচিত্র্যাদি কিছুই উপপন্ন হয়না, বুঝিয়া দেখ এই বিচিত্র সংসারে জীব যে কিছু আহার বিহার গমনাদি ব্যবহার করে উহার প্রতি ইষ্টজ্ঞান অসাধারণ কারণ। এবং যে সকল কার্য্য হইতে জীব নিবৃত্ত হয় উহার প্রতি অনিষ্ট জ্ঞান অসাধারণ কারণ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে এই নিয়ম থাকেনা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অন্য কারণ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। এখন দেখ বানরী প্রসব কালে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া একটি শাখাতে উপবিষ্ট হইয়া অন্যশাখা ধারণ করে, অনন্তর বানর শিশু উদর হইতে নির্গত হইয়া তৎক্ষণেই একটি লম্ফন পূর্ব্বক অন্য শাখা ধারণ করিয়া জীবন রক্ষাকরে। যদি বানর শিশু তৎক্ষণে লম্ফদিয়া শাখা না ধারণ করে তবে উচ্চ হইতে পতনে উহার জীবন বিনষ্ট হয়, অতএব জন্মান্তরীয় ইষ্ট শাখাধারণাদির সংস্কারই উহার কারণ কল্পনা করিতে হয়, জন্মমাত্রেই বানর শিশুর বানরের লম্ফনাদি ব্যবহার জ্ঞান অসম্ভব, সুতরাং এইরূপ স্থলে জন্মান্তরীয় সংস্কার কল্পনাই সাধু কল্পনা বলিয়া সহৃদয়গ্রাহ্য। যদি বল মাতৃ পিতৃ সংস্কার সন্ততিতে উপস্থিত হয় ঐ সংস্কার বশতঃ বানর শিশু লম্ফনাদি ব্যাপার করে, এস্থানে জিজ্ঞাস্য বানর সন্তানে কি বানরের ঐ একটি লম্ফ ব্যাপারেরই সংস্কার উপস্থিত হয় না সকল ব্যবহারের সংস্কার উপস্থিত হয়? যদি

বল ঐ একটি সংস্কার উপস্থিত হয়, তবে তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ, যেহেতু পিতামাতার শুক্র শোণিত সম্বন্ধ সকল সংস্কারের উপস্থিতির কারণ, ঐ সম্বন্ধ সত্ত্বে একটি উপস্থিত হয় অন্য হয় না, এই কল্পনা অত্যন্ত দোষ দুষ্ট ; যদি বল সকল সংস্কারই উপস্থিত হয়, তবে প্রধান সংস্কারের প্রথমতঃ উদ্দীপন হওয়ায় প্রধান সংস্কারের ক্রিয়া প্রথম দেখাযায়, অন্যান্য সংস্কারের উদ্দীপন ক্রমান্বয় হয়, এবং উহাদের ক্রিয়াও ক্রমান্বয় প্রকাশ পায়, ইহাও অত্যন্ত অসঙ্গত যেহেতু জীব মাত্রের ভোজন ব্যবহারই প্রধান এবং উহার সংস্কার ও মরণ কাল পর্য্যন্ত সকল প্রাণিতে নিহিত থাকে, অতএব বানর শিশু মাতা পিতা হইতে সংক্রান্ত প্রধান ভোজন সংস্কার বশতঃ যদি জন্ম মাত্র ভোজনের চেষ্টাকরিতে আরম্ভ করে তবে উহাকে তৎক্ষণেই উচ্চ হইতে পতনে মৃত্যু কবলে পতিত হইতে হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া লম্ফ ও শাখা ধারণের চেষ্টা করে কেন? ইহার এক মাত্র কারণ জন্মান্তরীয় সংস্কার। তৎকালে লম্ফ দিয়া শাখা ধারণ করিলে আমার জীবন থাকিবে বানর শিশুর এ বুদ্ধি সঙ্গত নহে। এবং তাদৃশ অবস্থায় বানর জাতির লম্ফনাদি ব্যবহার জ্ঞানের অভাব ও যুক্তি সঙ্গত, সুতরাং জন্মান্তরীয় সংস্কার স্বীকার করিলেই এই সকল জগৎ বৈচিত্রের উপপত্তি হয়, অন্যথারূপে হইতে পারে না।

ঋষিকুমার। এই জড়বাদীর মত অত্যন্ত অসার ও কুযুক্তি পরিপূর্ণ, যেরূপ কম্বলের রোমাবলী পৃথক্ করিলে কিছুই থাকেনা এইরূপ ইহার সংশোধন করিতে গেলে দার্শনিক বুদ্ধিতে কিছুই থাকে না, এই প্রধান মল্ল নিরাস ন্যায়ে

অন্যান্য ক্ষুদ্র ইংলণ্ডদেশীয় দার্শনিকের নিরাস জানিবে। বিজ্ঞান-বাদীর মত এইরূপ লোকে বলে আত্মা ও জগতের অস্তিত্ব আছে আত্মা শরীর সম্বন্ধ চৈতন্য জগতের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তাহাতেই রূপাদির অনুভব হয়, ইহা বড় ভুল। আত্মা, শরীর, জগৎ কিছুই নাই শুদ্ধ বিজ্ঞানেরই অস্তিত্ব আছে। এই পুস্তক ইহার বিজ্ঞানাতিরিক্ত অস্তিত্ব আছে কে বলিল? আমরা যখন চক্ষু রোধ রূপ বিজ্ঞান অনুভব করি, যখন অন্যস্থানে গমন রূপ বিজ্ঞান অনুভব করি, যখন অন্ধকার রূপ বিজ্ঞান অনুভব করি তখন পুস্তকের অস্তিত্ব থাকে না অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত পুস্তকের অস্তিত্ব মানিতে পারি না। এই বৃক্ষ-কে বলিল যখন আমি ইহা দর্শন করিনা ইহার অস্তিত্ব থাকে, এইরূপ সর্ব্বত্র; এইরূপ আত্মা আর কিছুই নহে শুধু বিজ্ঞানের ধারাবাহীপ্রবাহ, আত্মা কি কেহই জানেনা কেবল সুখ দুঃখাদি জ্ঞান রূপজ্ঞান রসজ্ঞান ইত্যাদি আত্মার অবস্থা জানে। এই সুখ দুঃখাদি আত্মারই অবস্থা বলা ভুল ইহারা কাহারও অবস্থা নহে। ইহারা বিজ্ঞান" ইত্যাদি বিজ্ঞানবাদাবলম্বী মিল প্রভৃতির মত, বিজ্ঞানবাদি বৌদ্ধ মত তুল্য। অতএব বিজ্ঞানবাদি বৌদ্ধ নিরাসে ইংলণ্ডদেশীয় প্রধান দার্শনিক মিল প্রভৃতির নিরাসও জানিবে। পৃথক্ নিরাসে নিরর্থকতা ও পুনরুক্তি দোষ দুষ্টতা হয়।

হে ঋষিকুমার! এইরূপ অন্যান্য ক্ষুদ্র দার্শনিকের মত অসার বলিয়া জানিবে, সুতরাং আর উহার উত্থাপনে কোন প্রয়োজন দেখি না। এই বেদান্ত দর্শনই শ্রেষ্ঠতম ইহাই পরম পুরুষার্থপ্রদ ও বিচারসহ। ন্যায়াদি অন্যান্য দর্শন

কেবল কুতর্ক পরিপূর্ণ বিচারাসহ ও পরম পুরুষার্থ-শূন্য।

ইতি শ্রীশীতল চন্দ্র বেদান্তভূষণ বিরচিত
বেদান্ত দর্শনে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঋষিকুমার এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ষড়্-দর্শনের সমন্বয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষে! এই ছয়টি দর্শনের প্রণেতা কপিল প্রভৃতি মহর্ষি উঁহারা সকলই মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অতএব ইহার মধ্যে কোন ঋষি প্রধান কোন ঋষি অপ্রধান এরূপ কল্পনা সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ ইহার কোন দর্শনই সাধারণ পুরুষ নির্ম্মিত নহে। অথচ বেদান্ত দর্শ-নই সারগর্ভ পরমার্থ পথ প্রদর্শক ও যথার্থ বেদার্থ বোধক। অন্য দর্শন বৃথা বিচার পরিপূর্ণ পুরুষ বুদ্ধিকল্পিত, জিগীষা-প্রবর্ত্তক ও বৃথা সময় ক্ষেপক। সুতরাং মহর্ষিদিগের এইরূপ মতভেদে জিজ্ঞাসুজনের চিত্ত অতিশয় দোলায়মান হওয়া সম্ভব। অতএব ঋষিদিগের এইরূপ মতভেদে দর্শনভেদের কারণ কি, এবং এই ষড়্‌দর্শনের সমন্বয়ই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। মহর্ষি শিষ্যের এইরূপ প্রশ্নে সানন্দ হৃদয়ে উৎফুল্ল নয়নে বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! তোমার যে এতাদৃশ দর্শনের সার রহস্য গ্রহণ হইয়াছে ইহাতে আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। আনন্দ সহকারে তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

সময়ের ভেদে, দেশের ভেদে ও পাত্রের ভেদে যে উপদেশেরও ভেদ হয়, ইহা মহাজন প্রসিদ্ধ। সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন এককালে বিরচিত নহে ইহা অনুমান সিদ্ধ। যদি বল্ এই অনুমানের হেতু কি, পরস্পরের বিরোধ ও বিচার, এবং সাঙ্খ্যকে বৃদ্ধ বলিয়া স্বীকার ইত্যাদি হেতু বিস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দেখ পুরাণতন্ত্রমনুপ্রভৃতি গ্রন্থে সাঙ্খ্য বেদান্ত পাতঞ্জল ও মীমাংসার প্রদর্শিত পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রবর্ত্তিত মত প্রমাণ গ্রন্থে প্রায়ই দৃষ্ট হয়না। ইহাও দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন কালে রচনার সূচক, সময়ের ভেদ অনুসারে মানবের বুদ্ধি ভেদ হয়। বুদ্ধি ভেদে মত ভেদ ইহাও দর্শনের ভিন্ন কালতাসূচক। দেখ যে কালে কালিদাস কবি প্রাদুর্ভূত হয়েন তৎকালে মাঘ কবি বর্ত্তমান ছিলেন না। কালিদাসের সরলভাবে রুচি ও মাঘের কঠিন ভাবে রুচি দৃষ্ট হয়, এই রুচি বা মতভেদের কারণ সময়ের ভিন্নতা মাত্রই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব দার্শনিক রুচির ভেদ ও কালভেদ জন্য ইহা সহৃদয় মাত্রই বুঝিতে পারেন। আর দেখ যে কালে হরিশ্চন্দ্র, নৈষধ, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজা ছিলেন তখন তাহাদের রুচিভেদে রাজ্যশাসন প্রণালী প্রভৃতি ভিন্ন ছিল যখন রাজ্য যবনাক্রান্ত হইয়াছিল তখন যবনরাজের রুচি ভেদে রাজ্যশাসন প্রণালী ভিন্ন হইয়াছিল। বৎস এখন অনুমান কর এই রুচিভেদের কারণ সময়ভেদ মাত্র। এইরূপ রুচিভেদে উপদেশেরও ভেদ হয়, যেহেতু কাল, দেশ পাত্র দেখিয়া উপদেশ করিতে হয়; ইহার অন্যথা করিলে উপ-

দেশের কোন ফল হয় না। অতএব যখন কালবশে রুচি-ভেদে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন পরম কারুণিক ঋষিরা রুচি অনুসারে দর্শনের উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা করেন। দেখ মানুষ ইষ্টজ্ঞান না থাকিলে কোন বিষয়ে বৃথা শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় না অতএব মহর্ষিরা ইষ্ট কামনা করিয়াই এই অতি পরিশ্রম স্বীকার করতঃ দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই অনুমেয়। অতএব মন্তব্যের ঐক্য থাকিলে ও ঋষিদিগের দেশ কাল পাত্র দেখিয়া মত ভেদে উপদেশ করিতে হইয়াছে; এবং স্বীয় মতে বিশ্বাসের জন্য অন্য মতের নিরাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকলেরই ধর্ম্ম বিপ্লব নিবারণই উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। যে কালে মানুষের রুচি যেরূপ হয় ঐ রুচির অনুযায়ী উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম বিপ্লব দূরীভূত করিতে ঋষিরা চেষ্টা করিয়াছেন। রুচির বিরুদ্ধ উপদেশ করিলে ঐ উপদেশ কেহই গ্রহণ করেনা। সুতরাং মিথ্যা পরিশ্রম করা হয়। ঋষিকুমার! এখন বুঝিয়া দেখ যখন একরূপ বৌদ্ধদল অত্যন্ত প্রবল হইয়া শরীরাতিরিক্ত আত্মা ও জন্মান্তরাদির অস্তিত্ব নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বমতে মানব জাতির হৃদয় আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন মহর্ষি কপিল তৎকালীন মানবের রুচি অনুসারে সাঙ্খ্য দর্শন প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা মানসে প্রচার করিয়াছেন যে জড় হইতে এই বিশাল জগতের ক্রমান্বয় পরিণাম হইয়াছে। এই জগতের মুল কারণের নাম প্রকৃতি। যেরূপ ধান্য বীজের পরিণামে ধান্য হয়, এইরূপ এই জড় জগতের উপাদান জড় প্রকৃতি। আর শরীর হইতে

আত্মা ভিন্ন ও চৈতন্য স্বরূপ। যেহেতু জড়ে চৈতন্য কোথাও দেখা যায় না জন্মান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে জগতের বৈচিত্র থাকে না। নিত্য পরমেশ্বর দুর্জ্ঞেয়। অতএব উহার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিচারে প্রয়োজন নাই। ক্রিয়া দ্বারা পুরুষ বিশেষকেই ঈশ্বর স্বীকার করিতে পার। ইত্যাদি কপিলের উপদেশে ধর্ম্ম বিপ্লব কিছু নিবারণ হইলে মানবের রুচির পরিবর্ত্তনে মহর্ষি পতঞ্জলি পাতঞ্জল দর্শন রচনা করিয়া সাঙ্খ্য মতাবলম্বনে নিত্যেশ্বরের অস্তিত্ব যোগ ও যোগাঙ্গ প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন। আবার যখন নাস্তিক দলের আপাততঃ মনোহারি বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মানব জাতি কর্ম্মকাণ্ড ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্গ নরকাদি পদার্থে বিশ্বাস হারায় তখন রুচি অনুসারে মহর্ষি জৈমিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড মীমাংসা করিয়া ব্রহ্মের অনস্তিত্ব প্রভৃতি অংশে লোকের নাস্তিকতা রুচি রক্ষাকরিয়া কর্ম্মের উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম বিপ্লব দূর করেন। আবার যখন অতি প্রাকৃত রুচির আবির্ভাবে মানবজাতি আধ্যাত্মিক চিন্তায় প্রবৃত্তি হীন হয়, ও স্বমতি কল্পনাদ্বারা ধর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত করে তখন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন রচনা করিয়া সহজ বুদ্ধির বিষয় পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি কুম্ভকারবৎ পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণ আত্মা শরীর হইতে ভিন্নও সুখী দুঃখী জ্ঞানী ইত্যাদি উপদেশ করতঃ ধর্ম্মের বিঘ্ন উচ্ছেদ করেন। এবং যখন মানবজাতির হৃদয় সত্ত্ব গুণের উদ্রেকে অতি নির্ম্মল হইয়াও আবার জৈন দলের প্রবল আবির্ভাবে দোলায়মান হয়, তখন মহর্ষি বেদ-ব্যাস যথার্থ আধ্যাত্মিক বিষয় গ্রহণ করাইয়া পরমার্থ তত্ত্বের

বিঘ্ন স্বরূপ অন্য দর্শনের বিচারস্থানীয় কুতর্ক সমুহ নিরাস করিবার জন্য বেদাবলম্বনে বেদান্ত দর্শনের আবির্ভাব করিয়া কুমতি পরিপূর্ণ নাস্তিক দলের নিরাস করতঃ সাধু গণের হৃদয়ের সংশয় নিবারণ করেন।

বৎস! এখন সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখ বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য আধ্যাত্মিক বিষয়ের সহিত অন্য দর্শনের মন্তব্যের ঐক্য আছে কিনা? তোমার বুদ্ধির যেরূপ নির্ম্মলতা দেখা যায় তাহাতে মনন করিলে বেদান্তের সহিত অন্য দর্শনের সমন্বয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। দেখ বেদান্ত পরমেশ্বরের মায়া হইতে সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। সাঙ্খ্য ঐ মায়াকে প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বেদান্তে উপাধি ভেদে জীবের বহুত্ব অঙ্গীকার, সাঙ্খ্যে জীবের স্বরূপতঃ বহুত্ব স্বীকার, বেদান্ত মতে এই পৃথিব্যাদি স্থুল পঞ্চ ভূতের কারণ সূক্ষ্ম ভূত, সাঙ্খ্যে তৎস্থানে নামান্তরে পঞ্চ তন্মাত্র অঙ্গীকার, বেদান্তে বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি বর্ণনা সাঙ্খ্যে ভাবান্তরে বুদ্ধি হইতে সৃষ্টি কল্পনা, বেদান্তে পরমেশ্বর সম্বন্ধ মায়া হইতে জগতের সৃষ্টির আবির্ভাব, সাঙ্খ্যে প্রকারান্তরে আত্মার সংযোগে প্রকৃতি হইতে জগতের আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে। বেদান্তে দুজ্ঞের্য় নিত্যেশ্বরবাদ, সাঙ্খ্যে দুজ্ঞের্য়তা নিবন্ধন নিত্যেশ্বরের প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধির অভাব বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ পাতাঞ্জলের ও বেদান্তের সহিত মন্তব্যের ঐক্য জানিবে।

বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম বিধি অনুসারে কর্ম্মের বিধান, জৈমিনীয় দর্শন পূর্ব্বমীমাংসাতেও

জীবের মুক্তির জন্য কর্ম্মের বিধান বিহিত হইয়াছে। বেদান্তে মুক্তির পর কর্ম্মের বিধানের অভাব, মীমাংসায় এই কর্ম্ম ভূমিতে কর্ম্মের বিধান কিন্তু স্বর্গাদি প্রাপ্তি বা মুক্তি লাভে কর্ম্মের বিধানাভাব বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তে শরীর ভিন্ন আত্মা ও জন্মান্তরাদির অস্তিত্বের উপদেশ আছে। পূর্ব্ব মীমাংসাতেও উহা বিস্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে পরমেশ্বর ব্রহ্মাদির উপদেশ আছে জৈমিনি দর্শনে তৎকালীন লোকের রুচি ভেদে আত্মার প্রশংসা রূপে প্রকারান্তরে উহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বেদান্তের মন্তব্যের সহিত পূর্ব্ব মীমাংসার মন্তব্যের অভেদ জানিবে।

বেদান্তের এই বিশাল জগতের সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় পরমেশ্বরই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে পরমেশ্বরকে উপাদান বলিলে লোকের বুঝিতে কষ্ট হইবে, এই নিমিত্ত পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণ রূপে কথিত হইয়াছেন। বেদান্তে প্রতি কার্য্যের উপাদান আংশিক মায়া। প্রকারান্তরে ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঐ মায়া পরমাণু নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদান্তে আত্মা সুখদুঃখশূন্য ও চৈতন্য স্বরূপ। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে লোক ব্যবহার অনুসারে আত্মার গুণ, সুখ, দুঃখ চৈতন্য প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে নাস্তিকতার যথেষ্ট নিরাস প্রদর্শিত হইয়াছে, ন্যায়াদিতেও ঐ পথ অনুসৃত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের মন্তব্যের সহিত ন্যায় ও বৈশেষিকের মন্তব্যের ঐক্য জানিবে। কেবল পদার্থের নামান্তর ও প্রকারান্তর কল্পনায় বস্তুর অন্যথা কি মন্তব্যের অন্যথা হয় না। দেখ ঈশ্বরের অস্তিত্ব

ও অনস্তিত্ব স্বীকারে ধর্ম্ম রক্ষা কি ধর্ম্মের নাশ হয় না। শরীর ভিন্ন আত্মা জন্মান্তরের অস্তিত্ব ও বেদবোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বীকার করিলেই কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম রক্ষা হয়, উহার অস্বীকারে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। আমরা যদি কেবল পরমেশ্বর আছেন এই রূপে উঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করি, কিন্তু কোন বেদবোধিত ক্রিয়া কলাপে জন্মান্তরে শরীরান্তরে ও আত্মাতে বিশ্বাস শূন্য হই তবে ধর্ম্ম রক্ষাহয়না। পরমেশ্বর অতি দুর্জ্ঞেয় ও বাক্যের ও মনের পথাতীত, সুতরাং উঁহার অস্তিত্ব কি অনস্তিত্ব বোধে তাদৃশ ক্ষতিবৃদ্ধি হয়না। এই নিমিত্ত সাঙ্খ্য দর্শনে সাঙ্খ্যকার পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপনে বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া জন্মান্তরাদির অস্তিত্ব সংস্থাপনে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন বাস্তবিক সাঙ্খ্যকারের পরমেশ্বরের অনস্তিত্ব মন্তব্য নহে। আর দেখ বেদান্ত হইতে অন্য দর্শনে সৃষ্টি কল্পনার ও পদার্থের নামান্তর কল্পনার ভেদ দেখিয়া মন্তব্যেরভেদ কল্পনাকরা যায়না। যেহেতু সকল দর্শনেরই সার রহস্য কালান্তর ঘটিত ধর্ম্ম বিপ্লবের নিবারণ মাত্র। অর্থাৎ যেকোন প্রকারে যুক্তি বা তর্ক দ্বারা কুমতি পরিপূর্ণ বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক্ প্রভৃতি নাস্তিক দলের নিরাস বেদবোধিত ধর্ম্মানুষ্টানে সাধু জনের বিশ্বাসের স্থিরতা উৎপাদন মাত্র দার্শনিক দলের মন্তব্য। এই মন্তব্যাংশে কাহারও বিরোধ নাই। যদি সেই সেই সময়ে ঋষিগণ কেবল যথার্থ বেদান্ত মতাবলম্বনে ধর্ম্মের উপদেশ করিতেন তবে পরমসূক্ষ্মে সাধারণ মানব প্রবেশ করিতে না পারিয়া স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া নাস্তিক দলে প্রবেশ করিত। সুতরাং আর ধর্ম্মের বিপ্লব অপসারণ হইতনা। প্রায় মানব হৃদয় সহজ পথই অবলম্বন করিতে ইচ্ছাকরে। সূক্ষ্ম পথের উপদেশ করিলেও

সহজে অবলম্বন করিতে ইচ্ছাকরেনা, ইচ্ছা করিলেও বহু আয়াস সাধ্য দেখিয়া ঐপথ হইতে নিবর্ত্তিত হয়। এবং নাস্তিক দলের সহজ পথ অবলম্বন করে। অতএব ঋষিগণের জ্ঞাতব্যের একতা থাকিলেও সাধারণ মানবের উপকারার্থ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই গূঢ় মর্ম্মজানিবে।

যদি বল এইরূপ মিথ্যা উপদেশে ঋষিগণের সত্যতার হানি হয়, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু ধর্ম্মরক্ষার জন্য ও জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা ব্যবহার দোষাবহ নহে আর উদ্দেশ্য অংশে মিথ্যা হইলে সত্যের হানি হয়। কিন্তু ঋষিগণের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ ও সত্য পরিপূর্ণ, প্রতি কার্য্যে অভিসন্ধি দেখিয়া লোকের সত্যতা ও অসত্যতার অনুমান বুঝিতে হয়। ঋষিগণের সকলেরই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অভিপ্রেত হইলে ও দ্বৈতবাদাদি বর্ণনে মিথ্যাবাদিত্ব হয় না। যাঁহারা যুগযুগান্ত কালে তপস্যাকরিয়া শরীরের রক্ত মাংস শুষ্ক করিয়া অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ না থাকিলে এইরূপ মত ভেদ করিবেন কেন? যাঁহারা কোন যশ ধন কি মানাদি আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষাভিন্ন মতভেদের আর কোনই কারণ নির্দ্ধারিত হইতে পারেনা। যদি প্রবঞ্চনাই মাত্র উহাঁদের উদ্দেশ্য হইত তবে সাধারণ মানব হইতেও উহারা অপকৃষ্ট, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

ঋষিকুমার এইরূপ সমন্বয়ে যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তবে অন্যরূপ সমন্বয় বলিতেছি শ্রবণ কর। অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদি তত্ত্ব নির্ণয়ে বেদেরই স্মরণাপন্ন হইতে হয়। অন্য প্রমাণ দ্বারা উহার নির্ণয় হয় না, ইহা ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ে বিশেষ রূপে বোধিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ বিরুদ্ধাংশ সর্ব্বত্রই ত্যজ্য এবং বেদ-

বিরুদ্ধ বাদীর মত কোন মতে গ্রহণীয় নহে। যেহেতু উহাতে ধর্ম্ম হানি হয়। অতএব আমরা রচয়িতার মহর্ষিত্ব কি ঋষিত্ব দেখিব না, যাহার সহিত বেদের বিরোধ না হয় তাহাই গ্রহণ করিব। বৎস! এই যদি স্থির সিদ্ধান্ত স্বীকার কর তবে আর দর্শনের সমন্বয় বুঝাইতে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। এখন দেখ বেদান্ত দর্শন বেদমূলক, বেদার্থই মহর্ষি বেদব্যাস বুঝাইয়াছেন; এই দর্শনে স্বকপোল কল্পিত বিচারের আড়ম্বর নিহিত হয়নাই অতএব এই দর্শনের মতই সর্ব্বাংশে গ্রহণীয়। অন্য দর্শনের শ্রুতি বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিয়া বেদান্তে সমন্বয়াংশ গ্রাহ্য। যথা সাংখ্যে জড় চৈতন্যের বিবেকাংশ জন্মান্তরাদির অস্তিত্বাংশ, কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি অনন্তর দেহ চৈতন্যের বিবেকে আত্মার প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মুক্তি ইত্যাদি অংশে বেদান্তের সমন্বয়। অতএব ঐ অংশই গ্রাহ্য, অন্য শ্রুতি বিরুদ্ধাংশ ত্যজ্য জানিবে। আর পাতঞ্জলে সাংখ্য বিবেকাংশ অষ্টাঙ্গাদি যোগাংশ পরমেশ্বর প্রণিধানাদিদ্বারা ঐশ্বর্য্যাদি লাভাংশ ও আত্মার প্রত্যক্ষাদিরূপ মুক্তি অংশ বেদান্তে সমন্বয় হয়। সুতরাং উহাই গ্রাহ্য। পূর্ব্বমীমাংসাতে কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি ও জন্মান্তরাদির অস্তিত্বাংশের বেদান্তে সমন্বয় হয়, অতএব ঐ অংশ গ্রাহ্য। অন্য বেদান্ত বিরুদ্ধাংশ সর্ব্বথা ত্যজ্য জানিবে। এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব শরীরাতিরিক্ত জীবের সত্তা সংসার বাসনাত্যাগে ক্রমান্বয় মুক্তি প্রভৃতি অংশের বেদান্তে সমন্বয় হয়, অতএব উহা গ্রহণীয়। অন্য স্বমতি পরিকল্পিতাংশ সর্ব্বথা অনাদরে পরিত্যজ্য। শরীর ধারীর শরীর সত্ত্বে ভ্রম প্রমাদাদির অবশ্যম্ভাবিত্ব মহাজন সিদ্ধ। সুতরাং শরীরধারী

মহর্ষিই হউন, আর সাধারণই হউন উহাদের কল্পনা প্রসূতাং তত্ত্ব নির্ণয়ে তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর সর্ব্বথা ত্যক্তব্য যেহেতু এ অতি দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরাদিতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে সকলই অন্ধ। যেরূপ অন্ধ সমুদ্র দেখিতে ইচ্ছা করিয়া সমুদ্র তীরে গমন করত সমুদ্রের জল কল্লোল ও গভীর গর্জ্জনাদি শ্রবণ করিয়াও উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেনা। এবং আরব্ধ অনুমান ব্যর্থ পরিশ্রমের কারণ হয়। এইরূপ পরমেশ্বরের মায়া জলনিধির সংসার প্রবাহ কল্লোল ধ্বনি ভিন্ন অনুমান দ্বারা উহার কারণের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, ইহাই নিঃসংশয় জানিবে, অতএব আমাদের একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই স্মরণীয় ও সংশয় বারণ, উহা ভিন্ন আর ধর্ম্ম রক্ষার কারণ কল্পিত হইতে পারে না। ইহাও সর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ ও মহাজন গ্রাহ্য জানিবে। ঋষিকুমার, এই তোমার নিকট সমস্ত দর্শনের সার রহস্য বলিলাম এক্ষণে তোমার সংশয় নিবারণ ও তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে কিনা শ্রবণ করিলে পরিতুষ্ট হইব। ঋষিকুমার এইরূপ দয়াময় গুরুর স্নেহময় বাক্য শ্রবণে প্রেমবারি বর্ষণে অভিষিক্ত-কণ্ঠ হইয়া বিনীত ভাবে করাঞ্জলি পুটে বলিলেন মহর্ষে আপনার কৃপায় আমার সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হইয়াছে। আমার পরমার্থ তত্ত্বে অবভাস হইয়াছে। আর আমার কোন বক্তব্য নাই। মহর্ষি শিষ্যের তত্ত্ব জ্ঞান লাভে পরমানন্দে মগ্ন হইয়া বলিলেন হে পরমেশ্বর, হে কৃপাময়, তোমার কৃপায় এই যেরূপ আমার প্রিয় শিষ্যের এই অল্প উপদেশে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইল, এইরূপ যদি পরমেশ্বরতত্ত্বজিজ্ঞাসুব্যক্তিমাত্রেরই লাভ হয় তবেই আমার এই বৃহৎ পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

ইতি শ্রী[illegible] বেদান্ত ভূষণ বিরচিত বেদান্ত দর্শনে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।